উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,৯০১.৪১ (+৫৩৫.২৩)

নিফটি : ২২,৯৫৭.২৫ (+১২৮.১০)

অনুদানে 'এগিয়ে' হাত

স্বেচ্ছা অনুদানের হারে বিজেপির থেকে কয়েকগুণ এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। ২০২৩-'২৪-এ দেশের প্রধান বিরোধী দলের মোট অনুদানের পরিমাণ ৩২০ শতাংশ বেড়েছে। » ৭

বিচার প্রক্রিয়ায় সায়

আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ ঘোষ সহ বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেয়েছে সিবিআই। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১৩°	২৬°	১১°	২৭°	১১°	২৬°	১৪°

ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন সফরে মোদি » ৭

শিলিগুড়ি ১৫ মাঘ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 29 January 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 250

ডিব্রুগড়কে অসমের দ্বিতীয় রাজধানী ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। যে কারণে তাঁর এই সিদ্ধান্ত, একই কারণে বাংলার দ্বিতীয় রাজধানী হওয়া উচিত উত্তরবঙ্গে- এমনটাই মনে করছে বিভিন্ন মহল।

মোট আয়তন
৭৮,৪৩৮ বর্গকিমি

জনসংখ্যা
৩,৬১,৫৯,০০০ (আনুমানিক)

গুয়াহাটি থেকে ডিব্রুগড়ের দূরত্ব
৪৭৮.৩ কিলোমিটার

দ্বিতীয় রাজধানী হতে চায় শিলিগুড়ি

মোট আয়তন
৮৮,৭৫২ বর্গকিমি

জনসংখ্যা
১০,৩৫,৫৩,১৫৩ (আনুমানিক)

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব
৫৬৭ কিলোমিটার

কেন শিলিগুড়িই ?

- উত্তরকন্যার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গবাসীর প্রশাসনিক চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না
- উত্তর-পূর্ব ভারতের ছয় রাজ্য ছাড়াও সিকিম, বিহারের একাংশ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের একটা বড় অংশের ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয় শিলিগুড়ি থেকে
- শিলিগুড়ি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের ভরকেন্দ্র গুয়াহাটি থেকে শিলিগুড়িতে সরে আসার সম্ভাবনা প্রবল
- উচ্চশিক্ষা এবং বহুমুখী সংস্কৃতির সম্প্রসারণে গোটা উত্তরবঙ্গকে দিশা দেখাতে পারে
- পাহাড় ও সমতলের পাশাপাশি বিভিন্ন জনজাতির মেলবন্ধনের ক্ষেত্রেও শিলিগুড়ির গুরুত্ব অনস্বীকার্য

ডিব্রুগড়কে দেখে জোরালো হচ্ছে সুর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : 'ভারতের চা নগরী' ডিব্রুগড় হচ্ছে অসমের দ্বিতীয় রাজধানী। রবিবার প্রজাতন্ত্র দিবসে তেমনটাই ঘোষণা করেছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পাড়ের ওই শহরে দ্রুত বিধানসভা ভবন তৈরির কাজ শুরু হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। আর সেই প্রেক্ষিতেই বাংলার দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে প্রাসঙ্গিক হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ির নাম। জাতীয় নিরাপত্তা তো বটেই, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কারণেও শিলিগুড়িকে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলার জোরালো দাবি উঠেছে পাহাড় থেকে সমতল সর্বত্রই।

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ি এলাকায় মিনি সচিবালয়, উত্তরকন্যা তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সাজানো-গোছানো সচিবালয় বাস্তবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কার্যালয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সব মন্ত্রী, সচিবদের জন্য ঝাঁ চকচকে অফিস থাকলেও উত্তরকন্যায় বসেন না কেউই। বছরে দু-একবার মুখ্যমন্ত্রী ঢুঁ মারলেও উত্তরকন্যার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গবাসীর প্রশাসনিক চাহিদা মেটানো যায়নি। তাই আজও প্রায় ছ'শো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কলকাতা নির্ভরতা কমেনি উত্তরের জেলাগুলিতে। শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাজধানী হলে সেই সমস্যা মিটবে বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশ।

গোটা উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের ছয় রাজ্য ছাড়াও সিকিম, বিহারের একাংশ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের একটা বড় অংশের ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয় শিলিগুড়ি থেকে। তাই বাণিজ্যের প্রসার এবং প্রশাসনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করতে শিলিগুড়িকেই রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে চাইছে বাণিজ্য মহল। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই)-এর উত্তরবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান নরেন্দ্র গর্গের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ির গুরুত্ব কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করাই উচিত। যে দাবি উঠেছে তা জাতীয় নিরাপত্তা সহ উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখা উচিত।' ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'র সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পালের কথা, 'সরকারি কর আদায়ের নিরিখে রাজ্যে অন্যতম শিলিগুড়ি। রাজধানী হওয়ার গুরুত্ব, যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা শিলিগুড়ির আছে। শিলিগুড়িকে রাজধানী করে উত্তর-দক্ষিণের বৈষম্যও দূর করা যাবে। নিশ্চিতভাবেই শিল্পে বিনিয়োগ বাড়বে। লিখিতভাবে দাবির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব।'

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ হলে আখেরে যে রাজ্যেরই লাভ সেকথা মনে করিয়েছেন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ও সমাজ বিজ্ঞানীরা। অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক অঞ্জন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী হলে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে শিলিগুড়ির গুরুত্ব অনেকটাই বাড়বে। সমৃদ্ধ হবে উত্তরবঙ্গ। পাশাপাশি ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্ব ভারতের ভরকেন্দ্র গুয়াহাটি থেকে শিলিগুড়িতে সরে আসার যথেষ্ট সম্ভাবনাও তৈরি হবে। তাই যে দাবি উঠেছে তা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত।'

শিলিগুড়িকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে চাইছেন ইতিহাস গবেষক উমেশ শর্মাও। তাঁর মতে, 'সার্বিক বিচারে শিলিগুড়িই আমাদের দ্বিতীয় রাজধানী হওয়া উচিত। উত্তরের পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য তা আশীর্বাদ হবে। তবে উত্তরকন্যার মতো লোকদেখানো নয়, বাস্তবে যাতে দ্বিতীয় রাজধানী কার্যকর হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।'

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত শিলিগুড়িকে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের শহর বলা হয়। পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন জনজাতি, ভাষা, সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস শিলিগুড়িতে। কলকাতার পর উচ্চশিক্ষা এবং বহুমুখী সংস্কৃতির সম্প্রসারণে শিলিগুড়িকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী করার পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন সংস্কৃতি গবেষক তথা রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দীপক রায়। তাঁর কথা, 'আমরাও চাই শিলিগুড়ি বাংলার দ্বিতীয় রাজধানী হোক। সেটা হলে কলকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যে বিরাট প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক দূরত্ব আছে তা ঘুচবে। উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জনজাতি বা সম্প্রদায়গুলি আর্থসামাজিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে। উচ্চশিক্ষার সুযোগও বৃদ্ধি পাবে।'

এই দাবি সময়ের দাবি

দিলীপ সরকার

(প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

একথা অনস্বীকার্য যে দ্রুত বেগে বেড়ে চলা আমাদের শহর শিলিগুড়ি, পশ্চিমবাংলার অঘোষিত দ্বিতীয় রাজধানী। বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ধারণাকে সিলমোহর দিতে, শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া এলাকাতেই গড়ে উঠেছে উত্তরকন্যা নামক দ্বিতীয় প্রশাসনিক দপ্তর। জেলার শৈলশহর দার্জিলিংয়ে রয়েছে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের গ্রীষ্মকালীন কার্যালয় রাজভবন। বিচার বিভাগীয় বিকেন্দ্রীকরণের ফলস্বরূপ পার্শ্বস্থ জলপাইগুড়ি জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহামান্য হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ। আইন বিভাগীয় বিকেন্দ্রীকরণকে নতুন রূপ দিতে বর্তমান সময়ের যথার্থ দাবি হল শিলিগুড়িতে রাজ্যের দ্বিতীয় বিধানসভা ভবন গড়ে তোলা।

রাজ্য বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনগুলি শিলিগুড়ির মনোরম পরিবেশে মনোগ্রাহী হয়ে উঠবে। সংযুক্ত ও নিবিড় দৃষ্টিভঙ্গির সরকারের কাছে, এই হল সময়ের দাবি। দুয়ারে সরকারের নীতিকে, আরও শক্তিশালী করতে, দ্বিতীয় বিধানসভা শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠা পেলে উত্তরকন্যা, *এরপর দশের পাতায়*

আইসি'র কলার ধরে ধৃত এক তৃণমূল কর্মী

সিউড়ি, ২৮ জানুয়ারি : পুলিশ মোটেও নিরাপদ নয়। ক'দিন আগে উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে গুলি করেছিল দুষ্কৃতীরা। তারপর মুর্শিদাবাদের ডোমকলে হেনস্তার শিকার হন পুলিশকর্মীরা। এবার থানার আইসি'র কলার চেপে ধরল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থল বীরভূমের জেলা সদর সিউড়ি থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে। যে দুষ্কর্মে যুক্তরা তৃণমূলের দুই বিবদমান গোষ্ঠীর বলে অভিযোগ।

যদিও পুলিশ কিংবা তৃণমূল, সবাই অভিযুক্তদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে নীরব। অথচ সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে পুলিশের হেনস্তায় কারা যুক্ত। অথচ দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তাণ্ডব চালিয়েছে ওই গ্রামে। শেষপর্যন্ত পুলিশ বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। মূল দুই অভিযুক্ত সহ ২০ জন গ্রেপ্তারও হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় স্পষ্ট যে, বাবু আনসারি নামে একজন সিউড়ি থানার আইসি সঞ্চয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলার চেপে ধরেছিল। বাবু ও আরেক অভিযুক্ত ইয়াসিন আনসারি এলাকায় তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচিত। আইসি'র কলার চেপে ধরলেও বীরভূমের পুলিশ সুপার আমন দীপ কিংবা বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা কাজল শেখ দুষ্কৃতীদের পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলেননি।

সিউড়ির এই ছবিই এখন রাজ্যজুড়ে চর্চায়।

পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'ধৃত ২০ জনের মধ্যে ১৫ জন মহিলা। তাদের হাতে অস্ত্র কোথা থেকে এল, তার তদন্ত চলছে। তল্লাশি চলছে।' কাজল ধৃতদের সঙ্গে রাজনীতির যোগই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে এই ঘটনা। যদিও আমরা দলগতভাবে অভিযুক্তদের রাজনৈতিক রং না দেখে ব্যবস্থা নিতে বলেছি পুলিশকে।' কর্তব্যরত পুলিশকর্মীর গায়ে হাত দিলে দোষীর উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরও। জাতীয় সড়কের পাশে অকুস্থলে একটি বন্ধ মিনি স্টিল কারখানার পেছনে নওদরী গ্রাম অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল মঙ্গলবার। শাসকদলের দুই গোষ্ঠী বাবু আনসারি ও ইয়াসিন আনসারির নেতৃত্বে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে। এই দুই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এর আগেও মারধর, ভাঙচুর, বাড়ি পোড়ানো সহ নানা অশান্তিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ আছে।

মঙ্গলবার সকালে গ্রামে দু'তিনজন অচেনা মুখ দেখে সন্দেহ হয় বাবুর লোকজনের। *এরপর দশের পাতায়*

মাদক রুখতে বড় বাধা নেতারাই

মিঠুন ভট্টাচার্য ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : 'নেতা হওয়া নয় মুখের কথা'। কথাটা যে কথার কথা নয়, তা বেশ জানেন পাড়ার চুনোপুঁটিরাও। তাই তো সবদিক ম্যানেজ করে ভোটের ঝুলি ভরাতে হয় তাঁদের। আর এই করতে গিয়েই সমাজের বারোটা বাজিয়ে দেন অনেকে।

শিলিগুড়ির বাতাসে এখন ভেসে বেড়ায় ব্রাউন সুগারের 'গন্ধ'। এনজেপি, রাজাহাউলি থেকে শুরু করে সন্তোষীনগর, প্রকাশনগর, খালপাড়া, প্রধাননগর, মহানন্দাপাড়া, কুলিপাড়াজুড়ে যেন শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। শুধু কি ব্রাউন সুগার! আছে বিশেষ কিছু ট্যাবলেট, এলএসডির মতো মাদকও। কিন্তু পুলিশ কি কিছুই জানে না? কথা হচ্ছিল পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তার সঙ্গে। তিনি যা বললেন, তাতে ভিরমি খাওয়া ছাড়া গতি নেই। ওই কর্তার আক্ষেপ, 'নেতাদের না সামলালে মাদকের কারবার পুরোপুরি বন্ধ করা আমাদের কেন, কারও সাধ্যি নেই।'

ব্যাপারটা ঠিক কেমন? বিভিন্ন থানা সূত্রেই খবর, অধিকাংশ সময়ই মাদক কারবারি অথবা নেশাগ্রস্তকে ছাড়াতে নেতা বা তাঁদের শাগরেদরা চলে আসেন আইসি-ওসির কাছে। নিদেনপক্ষে ভোটের স্বার্থে পুলিশকে ফোন তো করাই যায়, এমনটাই যেন মনোভাব ডান-বাম, মধ্যপন্থী বিভিন্ন দলের নেতাদের। 'এই কাজে বড় নেতাদের থেকে ছোট নেতারাই বেশি ওস্তাদ', বলছিলেন এনজেপি থানার এক পুলিশকর্মী।

মাটিগাড়া থেকে ফুলবাড়ি, ইস্টার্ন বাইপাস, এনজেপি, *এরপর দশের পাতায়*

ঝুলছে প্রেমিকার দেহ, ঘুমে প্রেমিক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে বছর ২০-র তরুণীর দেহ। বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছেন প্রেমিক। প্রতিবেশীরা যখন ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন তখনও নেশায় আচ্ছন্ন তরুণের ঘুম ভাঙেনি। সেই ঘুম এতটাই যে, পুলিশ আসার পরেও হুঁশ ফেরেনি। শেষমেশ অ্যাম্বুল্যান্সের শব্দে যখন ঘুম ভাঙল, তখন ঘরের চারপাশ দেখে ছুটে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। আর সেই তরুণকে ধরতে সোমবার গভীর রাতে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বোতল কোম্পানি মোড় এলাকায়।

মারমুখী জনতার হাত থেকে বাঁচতে ওই প্রেমিক নিকাশিনালার স্ল্যাবের নীচে লুকিয়ে পড়েন। তবে তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। নালা থেকে বেরিয়ে ফের পালানোর চেষ্টা করার সময় স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে যান তিনি। জোটে উত্তমমধ্যম। খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ওই তরুণকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে প্রেমিকার দিদার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় ওই প্রেমিককে। ধৃতের নাম অমিত রায়। পুলিশের জেরায় তিনি জানিয়েছেন, মৃতা তরুণী পিংকি রায় তাঁর প্রেমিকা। দুজনে লিভ ইনে ছিলেন। এদিন অমিতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আজব কাণ্ড

- এক তরুণের সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে লিভ-ইন করতেন তরুণী
- বিষয়টি জানতেন তরুণীর দিদা
- তাঁর দাবি, ওঁরা একসঙ্গে থাকলেও প্রায়ই ঝগড়া হত
- সেই কারণেই তরুণীর এই পরিণতি হয়েছে বলে দিদার অভিযোগ
- মারমুখী জনতার হাত থেকে বাঁচতে ওই প্রেমিক নিকাশিনালার স্ল্যাবের নীচে লুকিয়ে পড়েন

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বোতল কোম্পানি মোড় সংলগ্ন একটি জমিতে গার্ডের কাজ করেন অমিত। সেখানেই একপাশে একটি ঘরে থাকতেন তিনি। মাস দেড়েক ধরে ওই ঘরে পিংকি ও অমিত লিভ ইন শুরু করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পিংকির বাড়ি একতিয়াশাল এলাকায়। বাবা-মা ছেড়ে চলে যাওয়ায় দিদার কাছেই বড় হন ওই তরুণী। প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর পর তিনি অমিতের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। পিংকির দিদার অভিযোগ, 'ওরা একসঙ্গে থাকলেও মাঝেমধ্যেই ঝগড়া হওয়ায় নিয়মিত আমি নাতনিকে দেখে যেতাম। সোমবার সকালেও দেখা করে গিয়েছিলাম। অমিতের অত্যাচারের কারণেই নাতনির এই পরিণতি হল।'

সোমবার রাতের দিকে হঠাৎই প্রতিবেশী পরিবারের নজরে আসে, পিংকি ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। বিছানায় শুয়ে অমিত। দরজা ভেঙে ডাকাডাকি করা হলেও অমিত ওঠেননি। ঘটনাস্থলে চলে আসে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। নাতনির মৃত্যুসংবাদ শুনে চলে আসা দিদাও গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে থাকেন অমিতকে। তাতেও অমিতের ঘুম ভাঙেনি। ঘুম ভাঙানোর পর চারদিক দেখে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি।

ওই জায়গার মালিক জোনাকু রায় বলেন, 'মাস দেড়েক আগে হঠাৎ দেখলাম, অমিত ওই মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে। খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম, মেয়েটির বাড়ি একতিয়াশালে। ওর দিদা নিয়মিত আসায় আর কিছু বলতাম না। তবে এমন কাণ্ড হবে, সেটা আর কে জানত।'

প্রতিবেশীদের অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই দুজনের মধ্যে ঝামেলা লেগে থাকত। রাস্তাঘাটেও ঝামেলা হত। হয়তো সেই থেকে অভিমানেই এমন সিদ্ধান্ত নেন ওই তরুণী। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

জনস্রোতের মহাকুম্ভ

পুণ্যলাভের আশায় ভিড় বাড়ছে মহাকুম্ভে। মৌনী অমাবস্যার আগে প্রয়াগরাজে। মঙ্গলবার। -পিটিআই

'পণে স্কুটার, দেয়নি হেলমেট'

নিয়ম ভেঙে 'বেপরোয়া'

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : মাথায় হেলমেট ছাড়াই এক সঙ্গীকে পেছনে বসিয়ে আশিঘরের দিক থেকে ভিআইপি মোড়ে এসে পৌঁছালেন এক তরুণ। মাথায় হেলমেট নেই কেন? ট্রাফিক পুলিশ জিজ্ঞাসা করতেই তরুণ যা উত্তর দিলেন তা শুনে ভিরমি খাওয়ার জোগাড় পুলিশকর্মীদের। তরুণের অকপট স্বীকারোক্তি, 'শ্বশুরবাড়ি থেকে স্কুটার পেয়েছি। কিন্তু আমাকে তারা হেলমেট দেয়নি। তাছাড়াও আমার এখন হেলমেট কেনার টাকা নেই। তাই হেলমেট ছাড়াই স্কুটার চালাই।'

অদ্ভুত যুক্তি শুনে সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন খোদ ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। একটি নতুন হেলমেট তাঁকে পরিয়ে, হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে পাঠানো হল বাড়িতে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর টিপ্পনি, 'স্কুটার দিয়েছে শ্বশুর, হেলমেট দিল পুলিশ। এখন তেলের খরচ অন্য কারও কাছে না চেয়ে বসে।'

মঙ্গলবার এনজেপি ট্রাফিক পুলিশের তরফে ইস্টার্ন বাইপাসে সচেতনতা অভিযান চালানো হয়। বিনা হেলমেটে দু'চাকার চালকদের মাথায় হেলমেট পরিয়ে দেন পুলিশকর্মীরা। এছাড়াও নিয়মভঙ্গকারী গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে গোলাপ ফুল দিয়ে সচেতন করা হয়।

অভিযান চলাকালীন ঠাকুরনগরের দিক থেকে স্কুটারে দুজন আশিঘরের দিকে রওনা হয়েছিলেন। কারও মাথায় যথারীতি হেলমেট নেই। হাত দেখিয়ে পুলিশ স্কুটার থামাতে বলায় চালক দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাতেই বিপত্তি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটার নিয়ে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তরুণ ও তাঁর সঙ্গিনী। ছুটে গিয়ে তাঁদের রাস্তা থেকে টেনে তোলেন পুলিশকর্মীরাই। তরুণ বেশ অসংলগ্ন অবস্থায়। সঙ্গিনীর রুক্ষ প্রশ্ন, 'পাশেই তো আমাদের বাড়ি। এখানে পুলিশ ধরবে কেন?' লাইসেন্স রয়েছে কি না প্রশ্ন করতেই অকপটভাবে তরুণ বলেন, 'না, নেই।'

'গোলাপি' শুভেচ্ছা। হেলমেটহীন বাইকচালককে সতর্ক করছে পুলিশ।

একদিকে যখন এমন কাণ্ড চলছে অন্যদিকে তখন বেশ কয়েকজন গাড়িচালক ও যাত্রীদের হাতে পুলিশ ও সিভিক কর্মীরা গোলাপ ফুল তুলে দিয়েছেন। কারণ, তাঁরা কেউই সিটবেল্ট লাগাননি। এর মধ্যে একটি বাইকে তিন তরুণ এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। হাতে গোলাপ ফুল দেওয়া হলেও তাতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হলেন না তাঁরা। বাইকচালক এক তরুণের বক্তব্য, 'লজ্জার কী আছে? ভালোই হল, পুলিশ গোলাপ ফুল দিয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

কর্মখালি

মালদা, চাঁচল-এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। M : 8653877529. (M/M)

●

Wanted a Post Graduate Asst. Teacher in History with B.Ed, reserve for Schedule Caste in Short Term Vacancy (Maternity Leave) upto 04/07/2025. Apply to the President/Secretary, Ranidanga Kalaram High School, P.O- Ranidanga, Dist- Darjeeling, Pin-734012 with two sets of Self Attested Photo Copies of all testimonials & a Biodata within 7 days from the date of advertisement. (C/114392)

UTTARAYAN COLLEGE OF LAW

P.O. Madhupur, Dist. - Cooch Behar, West Bengal, Pin-736165, Mail : uttarayan.trust@gmail.com, Applications are invited within 10 days for the following posts : 1. Assistant Professor of Law. (3 Posts), 2. Assistant Professor of Sociology. (1 Post) Eligibility and salary : As per UGC and BCI Guidelines. - Principal

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri-734001
N.I.B. No.- 16/2024-25 Siliguri Mahakuma Parishad (2nd Call)

e-bids for Toll collection from Birsa Munda Setu to Gulma Busty via Milan More (length - 5.5 km) at Champasari Gram Panchayat in Matigara Block, are hereby invited by the SMP from the intending bonafied bidders.
Start date of submission of bid : **28.01.2025** (server clock)
Last date of submission of bid : **10.02.2025** (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - **http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/-
DE, SMP

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ১৯৭ - এমএলডিটি -২৪-২৫, তারিখ ২২.০১.২০২৫ [সিভিল ওয়ার্কস]। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - কালিয়াচক, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ** ১৯৭-এমএলডিটি-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/ মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহেবগঞ্জ-এর অধীনে সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্কুলের উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০২,৪২,৫২২.২১ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। **ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ড ঃ** www.ireps.gov.in / ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, মালদা টাউন।
MLD-204/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিক্রয়

1250 Sqft., 3BHK flats for sale in Pradhan Nagar, Siliguri 1st & 4th floor with Parking (Extra). M : 9434351777. (C/114394)

অ্যাফিডেভিট

নিজ LR খতিয়ানে (নং 66) নাম Kanai Sen থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 24.6.2016 অ্যাফিডেভিট বলে Kanu Sen হয়েছি। সাং কিশামত করলা। (S/M)

I, Sajid Ali, S/o- Bajjid Ali, D.O.B- 01.01.1987 residing at Vill+P.O.- Tulshihata, P.S. - Harischandrapur, Dist- Malda, State- WB do hereby declare at Executive Magistrate Chanchal Court that 'Sajid Ali, S/o - Bajjid Ali' & 'Md Shazid, S/o - Md Bazid' is the same and one identical person. (S/T)

e-Tender Notice

DDP/N-37/2024-25 & DDP/N-38/2024-25
e-Tenders for 17 (Seventeen) nos. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-37/2024-25 is 11.02.2025 at 12.00 Hours & DDP/N-38/2024-25 is 05.02.2025 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in

Sd/
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad
Dated : 27/01/2025

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিক্রয়

New 3 BHK flats 2nd, 3rd flr. for sale with Parking. Aurobinda Pally, Siliguri. (M) 9650006491. (K/D/R)

ত্যাজ্যপুত্র

Vide declaration Sl No - 09, dt - 24/01/25 before the Notary Public, Dinhata I Pijush Kanti Saha of Ward No. 06, Dinhata have declared Arindam Saha as abandoned son for his unruly, cruelty, Anti social activities on my family members with life threat. (S/M)

গাঁজা সহ ধৃত এক

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম তপো রায়। সে কোচবিহারের বাসিন্দা। মঙ্গলবার বিকেলে তপো কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি জংশন এসে ঝাড়খণ্ডগামী বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওই ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকায় আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই তার ব্যাগ থেকে ২১ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপর পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্য তপোর। এদিন বিকেলে শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় তাকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মাদক পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর সঙ্গে আন্তঃরাজ্য পাচার চক্র জড়িত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের পাচার রুখতে তৎপর থাকবে পুলিশ।

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর/ইএনজিজি/০৩ অফ ২০২৫ তারিখঃ ১৩-০১-২০২৫ এর বিপরীতে সংশোধনী

জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/কাটিহার এবং ডিইএন/লাইন/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়েলডিভের কমপ্রেসড এয়ার প্রীহিটিং সিস্টেম এবং সিঙ্গল শট ভূসিবল মেথড ব্যবহার করে ৫২ কেজি ৯০ ইউটিএস রেইল এবং ৬০ কেজি/৬০ ই ১ আর ২৬০ গ্রেড এর জন্যে এটি ওয়েলডিং পোর্শনের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান কাজের জন্যে ডিআরএম (ওয়ার্কস)/কাটিহারের নোটিস নং. **কেআইআর/ইএনজিজি/০৩ অফ ২০২৫ (টেণ্ডার নং. ০৩) তারিখঃ ১৩-০১-২০২৫** যোগে কার্য ঠিকার ই-টেণ্ডারের বিপরীতে নোটিসের জন্যে সংশোধনী।
টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/০৩ অফ ২০২৫ (টেণ্ডার নং. ০৩) তারিখঃ ১৩-০১-২০২৫ এর জন্যে বন্ধ এবং খোলার তারিখ অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত টেবলে দেওয়া অনুসারে পড়বেন।

টেণ্ডারের বিদ্যমান বন্ধ এবং খোলার তারিখ এবং সময়		টেণ্ডারের সংশোধিত বন্ধ এবং খোলার তারিখ এবং সময়	
টেণ্ডার বন্ধের তারিখ	টেণ্ডার খোলার তারিখ	টেণ্ডার বন্ধের তারিখ	টেণ্ডার খোলার তারিখ
১০-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়	১০-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়	১৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়	১৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়

অন্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিআরএম (ডেব্লিউ), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

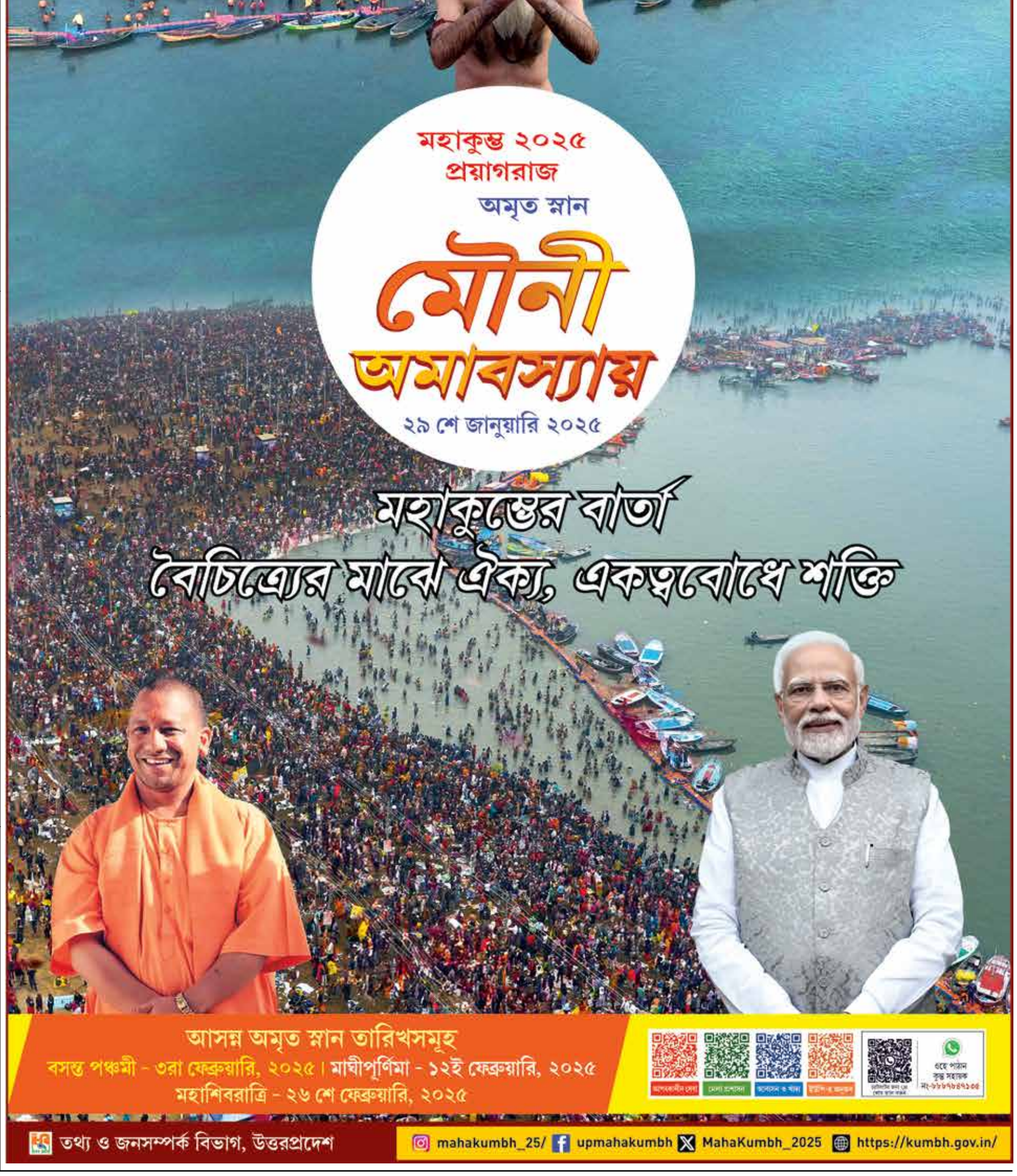

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী জিএসডি/পাণ্ডু ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে ফেব্রুয়ারি/২০২৫-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৫	জিএসডিপিএনও২২এন২৩০৯৭	০৪/০২/২০২৫/ ১০:৩০:০০
২	ফেব্রুয়ারি/২০২৫	জিএসডিপিএনও২২এন২৩০৯৮	১১/০২/২০২৫/ ১০:৩০:০০
৩	ফেব্রুয়ারি/২০২৫	জিএসডিপিএনও২২এন২৩০৯৯	১৮/০২/২০২৫/ ১০:৩০:০০
৪	ফেব্রুয়ারি/২০২৫	জিএসডিপিএনও২২এন২৩১০০	২৫/০২/২০২৫/ ১০:৩০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. সিএমএম/পাণ্ডু

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তাং. ২৭.০১.২০২৫ **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার,** পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য দুই পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ১৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২৪টি এসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **www.ireps.gov.in**-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। **নিলাম ক্যাটালগের বিশদ ঃ (১) নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৫-২এ । **ট্রেন ঃ** ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **(২) নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল- এইচডব্লুএইচ-এল-২৫-২বি । **ট্রেন ঃ** ১১টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২১টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা।
HWH-566/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Age/Date of Birth	Sex	Details (Height Weight and complexion)	Photo
UNNAMED B/O ROJINA SUBBA	09 Days (DOB- 16/01/2025)	Male	Height: 55 CM Weight: 2.996 KG Complexion- Pink Eye Colour- Brown Iris Hair Colour- Black	

At present the child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division at SNCU of North Bengal Medical College and Hospital, Siliguri.
Any Legal claimant of the child may contact within **60 days** in the following address during working days with valid documents.
District Child Protection Unit, Darjeeling
Office of the District Magistrate,
Kutchery Compound, Darjeeling

Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division
Government Children Home,
Nimtala, Matigara, Darjeeling.

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হলুদ ফুলের বুক চিরে

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে। মঙ্গলবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

ঠিকাদারদের বকেয়া ৬০ কোটি

সংগঠনের নেতাদের ওপরই অসন্তোষ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : কারও ১ কোটি, আবার কারও ৮০ লক্ষ এভাবে মোট হিসাব করলে দাঁড়াচ্ছে ৬০ কোটি। হ্যাঁ এটাই বর্তমানে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ঠিকদারদের বকেয়ার অঙ্ক। তবে বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে নিজেদের সংগঠনের নেতাদের ভূমিকাতেই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন পুরনিগমের সাধারণ ঠিকাদারদের একাংশ। কারণ হিসেবে তাঁদের যুক্তি, সংগঠনের বেশিরভাগ নেতা শাসকদল-ঘনিষ্ট। ফলে বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁদের যে ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন ছিল, সেটা তাঁরা নিচ্ছেন না। ফলে বছরের পর বছর ধরে বকেয়া পড়ে রয়েছে। তাছাড়া টাকার অভাবে বরাত পাওয়ার পরেও নতুন কাজে সেভাবে হাত দিতে পারছেন না অনেক ঠিকাদার।

ঠিকাদারদের একাংশের কথায়, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার পরেও তাঁদের কারও ২০১৮ সালের বিল আবার কারও ২০২২ সালের বিল বকেয়া রয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় তাঁদের বকেয়ার কিছু অংশ মেটানো হলেও, তা প্রয়োজনের

তুলনায় অনেকটাই কম। তাছাড়া একাধিকবার বিষয়টি পুরনিগমের কমিশনার কিংবা মেয়রকে জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ। তাঁরা এও জানিয়েছেন, এই বকেয়া শুধু বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড আমলের নয়। বিগত বাম পরিচালিত বোর্ডের শেষের দিকেও প্রচুর কাজের ওয়ার্ক অর্ডার হলেও কাজের পর সব টাকা পাননি তাঁরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঠিকাদারের কথায়, 'আমাদের সংগঠনের নেতারাই ঠিক নেই। তাঁরা আমাদের কথা কতটা বলেন তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আমার ২০১৮ সালের ও ২০২২ সালের টাকা বকেয়া রয়েছে। পুজোর সময় আংশিক বকেয়া মেটানো হয়েছিল। আমরাও তৃণমূল করি। ভেবেছিলাম তৃণমূলের বোর্ড এলে আমাদের উপকার হবে। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে কাজ করব কী করে?'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক ঠিকাদার বললেন, 'আমাদের সংগঠনের নেতারা কথা বলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁরাও তৃণমূল করেন। তাই সব দাবি তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটা বাধ্যবাধকতা থেকেই যায়।' যদিও বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সজল সরকারের বক্তব্য, 'এইসব অভিযোগ ঠিক নয়। আমি নিজে কোনও দল করি না। ঠিকাদারদের স্বার্থে যখন যেভাবে বলার আমরা সেভাবে কথা বলি। তবে এটাও ঠিক ঠিকাদারদের প্রচুর টাকা বকেয়া রয়েছে, যা নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন তাঁরা।'

মঙ্গলবার বিকেলে ঠিকাদারদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মেয়র গৌতম দেব। সেই বৈঠকে খুব শীঘ্রই বকেয়া টাকার কিছু অংশ মেটানো হবে বলে মেয়র আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

নাচের তালে জীবনের ছন্দ চা বাগানে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : একটা সময় জীবনটা আবদ্ধ ছিল দুটি পাতা, একটি কুঁড়ির রাজ্যে। সকাল থেকে বিকেল, কচিপাতা তুলে ক্লান্ত শরীর নিয়ে শ্রমিক লাইনে চলে যাওয়া। সপ্তাহান্তে মজুরি বুঝে নেওয়া। কিন্তু গতে বাঁধা এই জীবন থেকে এখন অনেকটাই দূরে ওঁরা। চা পাতা তোলার পাশাপাশি সরকারি অনুষ্ঠানে নাচ দেখানো ছাড়াও এখন ওঁরা পৌঁছে যাচ্ছে বিয়েবাড়ি, জন্মদিন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। যেচেপড়ে নয়, রীতিমতো আমন্ত্রিত হয়ে। তাই এখন আদিবাসী শিল্পীরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকটাই স্বনির্ভর। সবচেয়ে বড় কথা, গানের সুর অনেককেই মহুয়ার নেশা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। চা বাগান এলাকায় কমেছে হাঁড়িয়া বিক্রি।

চা বাগানের কাজেই দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে তাঁদের। তবে সন্ধে হতেই সবাই একসঙ্গে মিলিত হয়ে মান্দার, নাগরা, ঢোলের তালে নেচে ওঠেন। আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত হতেই কীভাবে ঐতিহ্যবাহী নাচ, গানের মাধ্যমে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়, সেই প্রচেষ্টা এখন চা বাগানগুলিতে। কিন্তু বেসরকারি অনুষ্ঠানের প্রতি কেন ঝোঁক বাড়ছে? আলাপচারিতায় জানা গেল, সরকারি অনুষ্ঠানে

মহুয়ার নেশা নেই, উধাও হাঁড়িয়ার গন্ধ

নাচ করলে যেখানে মাথাপিছু এক হাজার টাকা পাওয়া যায়, সেখানে বিয়েবাড়ি বা অন্যান্য বেসরকারি অনুষ্ঠানে মেলে দেড় থেকে দু'হাজার টাকা। যার জন্য বাগানের অনেকেই এই নাচের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। নকশালবাড়ির চা বাগানের কর্মী রাজেন ওরাওঁ বলেন, 'আমাদের বাগানের অনেক কর্মী এখন নাচের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সরকারি অনুষ্ঠানে আমাদের নাচ করতে দেখে অনেকেই বরাত দিচ্ছেন। বিশেষ করে বিয়েবাড়িগুলো থেকে বরাত বেশি আসছে।'

লোকশিল্পীদের উন্নয়নের জন্য সরকারি তরফে মাসিক এক হাজার করে ভাতা দেওয়া হয়। যে কারণে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁদের ঐতিহ্যবাহী নাচের জন্য আদিবাসী লোকশিল্পীরা ডাকও পান। এই নাচের জন্যই আগে যেখানে সন্ধে হতেই জমে উঠত নেশার আসর, এখন এমন আসরগুলি অনেকটাই শুনসান। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুধুই নাচের তাল এবং গানের সুর। কীভাবে নিজেদের সংস্কৃতি আরও বেশি মানুষের কাছে তুলে ধরা যায়, সেজন্য বিভিন্ন স্টেপে নাচ অনুশীলন করছেন আদিবাসী মহিলারা। লোকশিল্পী সুখিনী ওরাওঁ বলেন, 'সরকারি অনুষ্ঠান আমাদের কাছে একটি বড় মঞ্চ। এখানে আমাদের নাচ দেখে অনেকেই তা ক্যামেরাবন্দি করে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেন। তা দেখে অনেক মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আগে বাগানের আয়ের উপরও ভরসা করে আমাদের সংসার চলত কিন্তু এখন এই নাচের থেকেও অনেকটা আয় করছি।' লোকশিল্পী অশোক ওরাওঁ জানিয়েছেন, তিনি এই ঐতিহ্যবাহী নাচ, গান করে শিলিগুড়ি ও শহরতলিতে সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

নাচের তালে পা মিলিয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন দর্শিলা, অশোক, রিংকির মতো আরও অনেক আদিবাসী লোকশিল্পী।

কালিম্পং পারলেও উদ্বেগ জলপাইগুড়ি নিয়ে

মাতৃত্বকালীন মৃত্যু শূন্য

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : মাতৃত্বকালীন মৃত্যু নিয়ে কিছুটা হলেও খুশির খবর স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্টে। সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে জানানো হয়েছে, এরাজ্যে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু প্রতিরোধে শীর্ষে রয়েছে কালিম্পং জেলা। স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই জেলায় প্রসবকালীন কোনও মহিলার মৃত্যু হয়নি। তবে জলপাইগুড়ি জেলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে রিপোর্টে। সেখানকার মাতৃত্বকালীন মৃত্যু অনেকটাই বেশি বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলির অবস্থা অবশ্য তুলনায় অনেকটাই ভালো।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩-'২৪ বর্ষে রাজ্যে প্রতি এক লক্ষ প্রসূতির মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল ৯৪ জনের। ২০২৪-'২৫ বর্ষে যা কমে হয়েছে ৭৯। মাতৃত্বকালীন মৃত্যু মোকাবিলায় সবার আগে রয়েছে কালিম্পং জেলা। এর পরেই রয়েছে দার্জিলিং, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, নদিয়া, বীরভূম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। তবে জলপাইগুড়ি, হাওড়া

প্রতীকী ছবি

এবং পুরুলিয়া নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের গড় মৃত্যু যেখানে ৭৯ (প্রতি লক্ষ), সেখানে জলপাইগুড়ি, হাওড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় এই গড় যথাক্রমে ১২৫, ১৪২ এবং ১৪৯।

যদিও জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার দাবি করছেন, 'সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ সবসময় চলছে। প্রতি মাসেই মাতৃত্বকালীন মৃত্যু মোকাবিলায় বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে বৈঠকও করা হচ্ছে। একেবারে গ্রামে গ্রামে গিয়ে যাঁরা প্রচার করেন সেই সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গেও সবসময় যোগাযোগ রেখে কাজ করা হচ্ছে।'

স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এসআরএস) অনুযায়ী এই রিপোর্ট তৈরি করা হয় বলে স্বাস্থ্য দপ্তর দাবি করেছে। এক শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্যকর্তার কথায়, 'রাজ্যে গত তিন-চার বছরে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু প্রতিরোধে অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে।' দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিকের বক্তব্য, 'পাহাড় সমতল মিলিয়ে এই জেলায় মাতৃত্বকালীন মৃত্যু আগের তুলনায় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এটাকে শূন্যে নামানোই আমাদের লক্ষ্য।'

তবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, 'কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে ইসলামপুর, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংকটজনক এবং জটিল অবস্থায় প্রসূতিদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়। এমনকি কিশনগঞ্জ সহ বিহারের প্রসূতিরাও আসেন। তার মধ্যে কিছু প্রসূতির মৃত্যু হয়। সেটা দার্জিলিং জেলার মৃত্যু বলেই নথিভুক্ত হয়। সেই হিসাব বাদ দিলে দার্জিলিং জেলার মৃত্যুর হার অনেকটাই কম।'

পরিসংখ্যান

- ২০২৩-'২৪ বর্ষে রাজ্যে প্রতি এক লক্ষ প্রসূতির মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল ৯৪ জনের
- ২০২৪-'২৫ বর্ষে যা কমে হয়েছে ৭৯
- '২৪-এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কালিম্পং জেলায় মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর সংখ্যা শূন্য
- জলপাইগুড়ি, হাওড়া এবং পুরুলিয়া নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর
- এই বর্ষে জলপাইগুড়িতে প্রতি এক লক্ষ প্রসূতির মধ্যে ১২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে

স্কুলের গেট আটকে এভাবেই বসছে অস্থায়ী বাজার। -সংবাদচিত্র।

সমস্যায় পড়ুয়া, শিক্ষক ও অভিভাবকরা

স্কুলের গেট আটকে বসছে বাজার

মহম্মদ হাসিম

খড়িবাড়ি, ২৮ জানুয়ারি : খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ক্ষেত্রীয় সিংজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাচীর ঘেঁষে বসছে অস্থায়ী হাট-বাজার। বাদ যাচ্ছে না স্কুলের গেট। স্কুল শুরুর সময়ে এভাবে গেট আটকে সবজি কেনাকাটার ফলে স্কুলে প্রবেশ করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের।

স্কুলে যাতায়াতের সমস্যার সঙ্গে মাছ, মাংসের দোকানের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ স্কুল পড়ুয়ারা। বিষয়টি একাধিকবার ব্যবসায়ী সমিতিকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থ নস্কর বলেন, 'এই সমস্যা অনেক দিনের। আমরা একাধিকবার ভিজিলেন্স কমিটি, ব্যবসায়ী সমিতিকে জানিয়েছি। কিন্তু বাজার সরাতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

স্কুলের সামনে রয়েছে গ্রামীণ সড়ক। কিছুটা আগেই কিলাঘাটা বাজার। বাজারে প্রচুর জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকলেও, ব্যবসায়ীরা স্কুলের

অবস্থা যেমন

- ক্ষেত্রীয় সিংজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাচীর ঘেঁষে বসছে অস্থায়ী হাট-বাজার
- স্কুলের গেট আটকে বাজার বসার ফলে সমস্যায় পড়ছে পড়ুয়া ও শিক্ষকরা
- মাছ, মাংসের দোকানের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ স্কুল পড়ুয়ারা
- একাধিকবার ব্যবসায়ী সমিতিকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি

সামনেই পসরা সাজিয়ে বসে পড়ছে। এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, স্কুলের প্রবেশপথের দু'পাশে মাছ, মাংসের দশটি দোকান বসেছে। স্কুলের একাধিক পড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বাজারের জন্য স্কুলে যাতায়াতে তাদের অনেক সমস্যা হয়। তাছাড়া বাজার উঠে যাওয়ার পর আবর্জনায় ভরে থাকে স্কুলের প্রবেশপথ।

বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন সরকারের বক্তব্য, 'স্কুলের সামনে এভাবে বাজার বসার ফলে সমস্যায় পড়ছে পড়ুয়ারা। তাছাড়া মাছ-মাংসের দোকানের দুর্গন্ধে এলাকার পরিবেশও খারাপ হচ্ছে। পঞ্চম শ্রেণির এক পড়ুয়ার কথায়, 'মাছ, মাংসের পচা দুর্গন্ধে স্কুলের খাবার খেতে ইচ্ছে করে না।' পড়ুয়ারা এমন সমস্যার মধ্যে পড়লেও, বিষয়টি নিয়ে এক মাছ ব্যবসায়ীর যুক্তি, 'বাজারের ভেতরে দোকানে বসালে সেভাবে কেউ কেনাকাটা করতে আসে না। স্কুলের সামনে মেইন রাস্তা। তাই এখান থেকে সহজেই লোকজন কেনাকাটা করেন।'

বিষয়টি নিয়ে কিলাঘাটা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দুলাল বিশ্বাস জানালেন, সমস্যা মেটাতে একাধিকবার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনও কথা শুনছেন না। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী শিবজি মাহাতোর কথায়, 'স্কুলের সামনে বাজার সরানো খুবই দরকার। কিন্তু পদক্ষেপ করতে গেলে স্থানীয় লোকজন আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে।'

বিএলআরও দপ্তরের ভিজিটর্স শেড তালাবন্ধ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৮ জানুয়ারি : পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের মানুষ জমি সংক্রান্ত কাজে ইসলামপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে আসেন। কিন্তু দপ্তরে এসে যেখানে-সেখানে বসে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাঁদের। ব্লক ভূমি দপ্তরে আসা মানুষজনের অভিযোগ, দপ্তরের সামনেই ভিজিটর্স শেড থাকলেও সেটিতে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। স্থানীয়দের অনেকের কথায়, বেশিরভাগ সময়ই শেডটি তালা বন্ধ থাকে। তাছাড়া তালা খোলা হলেও, সেটি এমন নোংরা অবস্থায় রয়েছে তাতে সেখানে বসার মতো অবস্থা থাকে না। এতেই প্রশ্ন উঠেছে শেডটি যখন সাধারণ মানুষের কোনও কাজেই আসছে না তখন সরকারি টাকা খরচ করে সেটি বানানোর কী প্রয়োজন ছিল?

ইসলামপুর বিএলআরও দপ্তরের সামনে তালাবন্ধ শেড।

এদিকে নিজের দপ্তরের সামনে থাকা শেডটির কাজ আদৌ সম্পূর্ণ হয়ে হস্তান্তর হয়েছে কি না, জানেন না ইসলামপুর বিএলএলআরও ভূপেন্দ্র সুব্বা। তাঁর কথায়, 'এই দপ্তরে যোগ দেওয়ার পর শেডটি হস্তান্তর হয়নি। তবে আগেই হস্তান্তর হয়েছিল কি না, খোঁজ নিয়ে দেখব।' তাছাড়া সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ভেবে শেডটি দ্রুত পরিষ্কার করিয়ে খোলা হবে কি না সে বিষয়েও স্পষ্ট মন্তব্য করেননি তিনি।

মাটিকুণ্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচি এলাকা থেকে ভূমি দপ্তরে এসেছিলেন মহম্মদ কামালউদ্দিন। কাজের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছিলেন তিনি। সামনেই থাকা তালাবন্ধ শেডের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, 'আমাদের সমস্যার কথা কেউ ভাবে না। দপ্তর খোলার আগেই এখানে এসেছি। দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। সামনে বসার ঘর থাকলেও তালা লাগানো রয়েছে।'

ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলডাঙ্গি থেকে আসা সত্তরোর্ধ্ব ইসাহার আলমের কথায়, 'এমনিতেই সরকারি দপ্তরে কাজ দেরিতে হয়। তার ওপর আমার শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। তাই মাঝে মাঝেই রাস্তায় বসে থাকছি। এই দপ্তরে বসার ঘর রয়েছে কি না জানা নেই। যদি থাকে তাহলে খুলে দিলে খুবই ভালো হয়।'

অবাধ প্রবেশ নিয়ে আশঙ্কায় জেএফএমসি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৮ জানুয়ারি : সব বনাঞ্চলে প্রবেশ অবাধ করা হলে বন সুরক্ষায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় করছেন জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির (জেএফএমসি) সদস্যরা। কার্সিয়াং বন বিভাগের নন্দলাল জেএফএমসির সম্পাদক দিলীপ রাই বলেন, 'কার্সিয়াং বন বিভাগের অধীনে যেসব ইকো ট্যুরিজম স্পট রয়েছে এইসব স্পটে প্রবেশ অবাধ করা নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছি। এমন করা হলে বন সুরক্ষা দিতে সমস্যা হবে। আমরা সবক'টি জেএফএমসি যৌথভাবে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব।'

কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডের বক্তব্য, 'কার্সিয়াং বন বিভাগে অবাধ প্রবেশ করার জন্য কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। জঙ্গলে প্রবেশ অবাধ করা হলে বন সুরক্ষা দিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে।'

কার্সিয়াং বন বিভাগের অধীনে রয়েছে ঘোষপুকুরের দুলালি ইকো পার্ক, বাগডোগরার টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পট, ট্রি ল্যান্ড, এমএম তরাই ইকো ট্যুরিজম স্পট, পানিঘাটা রিভার ফ্রন্ট ইকো পার্ক, কার্সিয়াংয়ের পাইন ফরেস্ট, বামনপুখরির ফগুরি এবং সেবকের ট্রগন পার্ক। এই সকল স্পট বন বিভাগ এবং জেএফএমসি যৌথভাবে পরিচালনা করে। এই জায়গাগুলিতে প্রবেশের জন্য পর্যটকদের কাছে প্রবেশমূল্য বাবদ ২০ টাকা করে নেওয়া হয়। সেই টাকা জমা হয় বন বিভাগের তহবিলে। সেই সংগ্রহ করা অর্থের ২৫ শতাংশ দেওয়া হয় জেএফএমসিকে। গত ১৫ জুন বাগডোগরার নন্দলাল জেএফএমসিকে ৭ লাখ ৩২ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয় বন বিভাগের তরফে। এমনভাবে সবক'টি জেএফএমসিকে ২৫ শতাংশের চেক তুলে দেওয়া হয়।

জেএফএমসি এবং বনকর্তাদের মতে, আয় বন্ধ করে দেওয়া হলে বন সুরক্ষিত রাখবে কে? এমনিতেই বন বিভাগের হাল অনেকটা ঢালতরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। হাতির অত্যাচার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় বনকর্মী নেই, গাড়ি নেই, বন্দুক, গুলি পর্যাপ্ত নেই, জ্বালানি নেই। ধার করে পাম্প থেকে জ্বালানি নিতে হয়। অর্থের অভাবে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা দিতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। তার ওপরে যদি প্রবেশমূল্য বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলে মনে করছে জেএফএমসি।

জুটি।। *জলদাপাড়ার জঙ্গলে ছবিটি তুলেছেন গোফানগরের দীপাঞ্জয় ঘোষ।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

হেলমেট বিলি

চোপড়া, ২৮ জানুয়ারি : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে পথচলতি হেলমেটহীন বাইকচালকদের হেলমেট বিলি করা হয়। এদিন মোট ২০ জন বাইকচালককে হেলমেট দেওয়া হয়। তাছাড়া বাইক চালানোর সময় হেলমেট পরার জন্য সকলকে সচেতন করা হয়।

'বাঘিনী'র আঁচড়, কামড়ে জখম পুলিশ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৮ জানুয়ারি : বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। কিন্তু তরুণী ছুঁলে এবং তিনি যদি হন মানসিক ভারসাম্যহীন? গুনে বোঝাতে পারছেন না রঞ্জনা তামাং, অঞ্জলি বিশ্বাসরা। বলতে পারবেনই বা কেমন করে? কারও হাতে কামড়ের দাগ, কারও আবার গালে আঁচড়ের চিহ্ন স্পষ্ট। যার জন্য বাগডোগরা থানার অনেক মহিলা পুলিশকর্মী গুজরাটের ওই তরুণীকে আড়ালে 'বাঘিনী'র সঙ্গে তুলনা করছিলেন। তবে মঙ্গলবার তাঁদের মুখে হাসি ফুটেছে। পরিবারের হাতে ২৮ বছরের তরুণীকে তুলে দিতে পেরে স্বস্তি পেয়েছে বাগডোগরা থানাও।

কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয় গুজরাটের ২৮ বছরের ওই তরুণী। ফলে 'থার্ড ডিগ্রি' প্রয়োগ করে তাঁকে 'শান্ত' করা হবে, সে উপায় ছিল না। কিন্তু নজরদারির দায়বদ্ধতা পালন করতে গিয়ে ওই তরুণীর নজরে পড়ে আক্রান্ত পাঁচ মহিলা পুলিশকর্মী। তাও আবার এক-দু'দিন নয়, টানা কয়েকদিন কর্তব্য পালনে 'অসহনীয় অত্যাচার' সহ্য করতে হয়েছে রঞ্জনা তামাং, বিমলা ছেত্রী, রেশমা খালকো, অঞ্জলি বিশ্বাস ও শালিনী মুর্মুকে। এঁদের কাউকে মাথায় আঘাত, কাউকে আবার কামড়ে দেওয়ার পাশাপাশি খামচে দিয়েছেন। কোনও না কোনওভাবে এঁদের প্রত্যেককেই জখম করেছেন ওই তরুণী।

কিন্তু কীভাবে তিনি গুজরাট থেকে চলে এলেন বাগডোগরায়, কেনই বা নজরদারিতে রাখতে হল ওই তরুণীকে? কীভাবে বাগডোগরায় এলেন তিনি, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৯ জানুয়ারি এশিয়ান হাইওয়ের

ছবি : এআই

গোঁসাইপুর এলাকা থেকে ওই তরুণীকে উদ্ধার করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্মাইল। সংগঠনের তরফে তরুণীকে বাগডোগরা থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর বাগডোগরা থানার তরফে গুজরাটের আনজার থানার পুলিশের পাশাপাশি ওই তরুণীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁরা না আসা পর্যন্ত একটি হোমে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশ। কিন্তু ওই তরুণীকে হোমে ঢোকানোই যায়নি। একপ্রকার বাধ্য হয়ে পুলিশ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফিমেল মেডিসিন

> ছোটবেলা থেকেই দিদি মানসিক ভারসাম্যহীন। যখন-তখন বাড়ি থেকে চলে যায়। কোনওভাবেই ঘরে রাখা যায় না।
>
> **প্রবীণ**
> *তরুণীর ভাই*

বিভাগে ভর্তি করে। ২০ জানুয়ারি থেকে এখানেই ভর্তি ছিলেন তরুণী। কিন্তু গোল বাধে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে গিয়ে। তরুণীকে যে মহিলা পুলিশকর্মী পাহারা দিতে গিয়েছেন, তাঁকেই আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। যার জন্য মহিলা পুলিশকর্মী সরিয়ে গেট পাহারায় পুরুষ পুলিশকর্মী মোতায়েন করে বাগডোগরা থানা।

মঙ্গলবার অবশ্য হাসি ফুটেছে তরুণীর পরিবার এবং পুলিশের মুখে। এদিন বাগডোগরায় এসে পৌঁছান ওই তরুণীর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তরুণীকে। তাঁর ভাই প্রবীণ বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই দিদি মানসিক ভারসাম্যহীন। যখন-তখন বাড়ি থেকে চলে যায়। কোনওভাবেই ঘরে রাখা যায় না। এবার ৯ জানুয়ারি বাড়ি থেকে বের হয়। আমরা স্থানীয় থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করি। বাগডোগরা থানার থেকে খবর পেয়ে এখানে এসে দিদিকে নিয়ে যাচ্ছি।' বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস বলছেন, 'মহিলা পুলিশকর্মীদের মারধর, কামড়ে দেওয়া, কিছুই বাকি রাখেনি। শেষপর্যন্ত মহিলা পুলিশকর্মীরা রাজি না হওয়ায় ওয়ার্ডের বাইরে একজন করে পুরুষ পুলিশকে পাহারা দিতে হয়েছে। তবে এখন স্বস্তিতে।'

স্কুলে চুরি

চোপড়া, ২৮ জানুয়ারি : সোনাপুর হিন্দি প্রাইমারি স্কুল থেকে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার চুরির অভিযোগ উঠল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপকুমার ওরাওঁ জানান, সোমবার রাতে ঘরের তালা ভেঙে গ্যাস সিলিন্ডারটি কে বা কারা নিয়ে পালিয়েছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।

কর্মী বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পর্যাপ্ত ক্লার্ক ও সাব-স্টাফ নিয়োগ সহ সংস্থার শিলিগুড়ি জোনের বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগে ধর্না ও বিক্ষোভ দেখানো হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ নিয়োগী বলেন, 'সরকারি ব্যাংকে কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমায় গ্রাহক পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।'

ব্লক ভাওয়াইয়া

বাগডোগরা, ২৮ জানুয়ারি : মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠিকনিকাটা জুনিয়ার হাইস্কুল মাঠে ব্লক ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর এবং মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার এই প্রতিযোগিতা হয়েছে। উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমার পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। চটকা এবং দরিয়া বিভাগে ৪৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'ব্লক স্তরের বিজয়ীরা রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন।'

চিকিৎসকদের ডিউটি রোস্টার পাঠাতে হবে স্বাস্থ্য ভবনকে

ফাঁকিবাজি রুখতে নজরদারি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : রাজ্যের প্রতিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক চিকিৎসকদের ডিউটি রোস্টার মাসের প্রথমেই স্বাস্থ্য ভবনে পাঠাতে হবে। সেই রোস্টারের সঙ্গে চিকিৎসকদের উপস্থিতি মিলিয়ে দেখবে স্বাস্থ্য দপ্তর। যাতে স্পষ্ট, ফাঁকিবাজি রুখতে এবার চিকিৎসকদের ওপরে নজরদারি আরও বাড়াচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এই নির্দেশিকা তারই উদাহরণ বলে চিকিৎসকদের একাংশ মনে করছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'প্রতিটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মাসের শুরুতে বিভাগের চিকিৎসকদের ডিউটি রোস্টার তৈরি করে কলেজ অধ্যক্ষ এবং সুপারের কাছে জমা দেবেন। সেই তালিকা মেল করে স্বাস্থ্য ভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

রাজ্যের প্রতিটি মেডিকেলেই সিনিয়ার ডাক্তারদের একটা বড় অংশের বিরুদ্ধে ফাঁকিবাজির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। উত্তরবঙ্গের মেডিকেলগুলিতে এই সমস্যা ভয়াবহ। এখানকার কর্মরত সিংহভাগ সিনিয়ার ডাক্তারই কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন। তাঁরা মর্জিমাফিক কেউ সপ্তাহে দু'দিন, কেউ একদিন, কেউ আবার মাসের শেষে এসে সই করে চলে যান বলে অভিযোগ। অনেক বিভাগের চিকিৎসকরা আবার নিজেদের মধ্যে দু'তিনটি দল তৈরি করে পালা করে সপ্তাহে দু'দিন করে কর্মস্থলে থাকেন। বাকি সময় কলকাতায় বসে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। তাঁদের সিংহভাগই স্বাস্থ্য ভবন বা অন্য কোনও মেডিকেলে গিয়ে বায়োমেট্রিক উপস্থিতি দিয়ে দেন।

ডিউটি রোস্টারের সঙ্গে চিকিৎসকদের বায়োমেট্রিক উপস্থিতি মিলিয়ে দেখা হবে। তাহলেই কোন চিকিৎসক কতদিন ডিউটি করছেন তা বুঝতে পারবে স্বাস্থ্য ভবন।

কী অভিযোগ

- প্রতিটি মেডিকেলেই সিনিয়ার ডাক্তারদের একটা বড় অংশের বিরুদ্ধে ফাঁকিবাজির অভিযোগ
- উত্তরবঙ্গের মেডিকেলগুলিতে এই সমস্যা ভয়াবহ
- এখানকার কর্মরত সিংহভাগ সিনিয়ার ডাক্তারই কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন

আরজি কর কাণ্ডের পরে জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে প্রচুর সিনিয়ার ডাক্তারও আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। বহু চিকিৎসক প্রকাশ্যেই সরকার বিরোধী অবস্থান ঘোষণা করেছিলেন। যা নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে রাজ্য প্রশাসনকে। আরজি কর পরিস্থিতি থিতিয়ে যেতেই চিকিৎসকদের ফাঁকিবাজি রুখতে কড়া পদক্ষেপ শুরু করেছে স্বাস্থ্য ভবন।

কিছুদিন আগে এক নির্দেশিকা দিয়ে সরকারি চিকিৎসকদের কর্মস্থলে সপ্তাহে ছ'দিন থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আরও একটি নির্দেশিকায় বলা হয়, সরকারি চিকিৎসকরা কর্মস্থল থেকে ২০ কিলোমিটারের মধ্যেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন। তবে, সরকারি আবাসন বা অন্য সরকারি জায়গায় চেম্বার করা নিষিদ্ধ হয়েছে। এবার ডিউটি রোস্টার তৈরি করে মাসের শুরুতেই মেডিকেল কর্তৃপক্ষ মারফত স্বাস্থ্য ভবনকে মেল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে প্রতিটি বিভাগে যে সমস্ত চিকিৎসক রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের মাসের কাজের রুটিন তৈরি করে সেটা স্বাস্থ্য দপ্তরকে দিতে হবে। এই ডিউটি রোস্টারের সঙ্গে চিকিৎসকদের বায়োমেট্রিক উপস্থিতি মিলিয়ে দেখা হবে। তাহলেই কোন চিকিৎসক কতদিন এবং কতটা ডিউটি করছেন তা বুঝতে পারবে স্বাস্থ্য ভবন।

তবে, উত্তরবঙ্গে পড়ে থেকে নিয়মিত কাজ করা চিকিৎসকদের অনেকেই বলেছেন, 'কলকাতা থেকে আসা চিকিৎসকদের ফাঁকিবাজি বন্ধ করতে স্বাস্থ্য ভবনের এমন নির্দেশিকা এর আগেও বহুবার এসেছে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। একাধিক বিভাগীয় প্রধান সহ অন্য চিকিৎসকরা না এসেও মাসের পর মাস মাইনে পেয়ে যাচ্ছেন।'

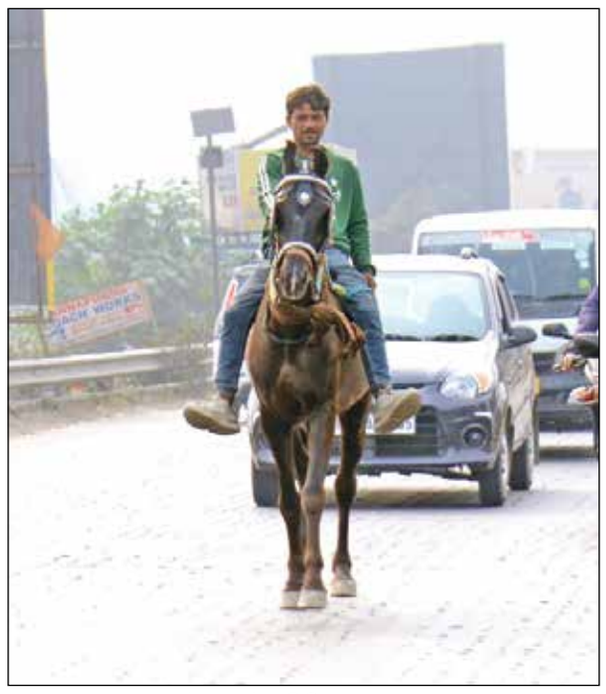

ঘোড়সওয়ার।। নৌকাঘাটে ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর। মঙ্গলবার।

নকশালবাড়িতে গ্রেপ্তার তরুণ

মাদক কারবারিকে ধরাতে সাক্ষী অরুণ

নকশালবাড়ি, ২৮ জানুয়ারি : ব্রাউন সুগার সহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করল নকশালবাড়ি থানা। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দয়ারামজোতের পাগলাবস্তি এলাকায়। ধৃত তরুণের নাম মহম্মদ ইরফান। পুলিশ তার জামার পকেট থেকে ৫৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে। উদ্ধার হয়েছে নগদ ৪০ হাজার ২০০ টাকাও। ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে নকশালবাড়ি থানার আধিকারিক ঋষি কোচ রাভার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল পাগলাবস্তির একটি বাড়িতে হানা দেয়। বাড়ির মালিক মহম্মদ বৈশাখু বিষয়টি টের পেয়ে পরিবার সহ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় আরেক বাসিন্দা মহম্মদ ইরফানের পকেট থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ৫৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার। কিন্তু তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বাসিন্দারা রাজি হননি। শেষে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এগিয়ে আসেন। তাঁর সাক্ষীতে অভিযুক্ত ইরফানকে গ্রেপ্তার করে নকশালবাড়ি থানা। এবিষয়ে অরুণ বলেন, 'নকশালবাড়ি, পানিট্যাঙ্কিজুড়ে যে হারে মাদকের কারবার জাল বিস্তার করছে, তাতে সকলেই চিন্তিত।'

এদিকে, মঙ্গলবার নকশালবাড়ির লালজিজোতে আরও একটি বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে ৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ৫ কেজি ৩২২ গ্রাম গাঁজা সহ নগদ ২৮৬০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম স্বপন বর্মন। সে ওই এলাকারই বাসিন্দা।

> নকশালবাড়ি, পানিট্যাঙ্কিজুড়ে যে হারে মাদকের কারবার জাল বিস্তার করছে, তাতে সকলেই চিন্তিত।
>
> **অরুণ ঘোষ** *সভাধিপতি*

প্রসঙ্গত, গত ১৯ জানুয়ারি নকশালবাড়ির দয়ারামজোতে এক মহিলার কাছ থেকে ২৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও নগদ ৮৩ হাজার ৪০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। সেই ঘটনায় দুই মহিলা সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মধ্য কোটিয়াজোত ও স্টেশনপাড়া থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

তবে এই এলাকায় যেভাবে মাদকের কারবার চলছে, তাতে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পুলিশের অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন তাঁরা।

গোধূলিবেলায় ঘরে ফেরা

আলিপুরদুয়ারের চাপাতলিতে প্রসেনজিৎ দেবের তোলা ছবি।

মিনি ক্যাথ ল্যাব চেয়ে রাজ্যের কাছে প্রস্তাব

সুপারস্পেশালিটি ব্লকে চালু আইসিসিইউ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে সোমবার থেকে চালু হল ইনটেনসিভ করোনারি কেয়ার ইউনিট (আইসিসিইউ)। কয়েকদিন ধরে মেডিকেলের আইসিসিইউ সুপারস্পেশালিটি ব্লকে স্থানান্তরিত করার কাজ চলছিল। নতুন ব্লকের আইসিসিইউতে ১০টি শয্যা রয়েছে। এদিন দুজন রোগীকে নতুন ব্লকে ভর্তি করা হয়। পাশাপাশি একজন রোগীর শরীরে 'টেম্পোরারি' পেসমেকার বসানো হয়। বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'টেম্পোরারি ও পার্মানেন্ট পেসমেকার এখন থেকে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে বসানো হবে। সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য ক্যাথ ল্যাব এখনও হয়নি। সেই জন্য মিনি ক্যাথ ল্যাব চেয়ে রাজ্যের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। মিনি ক্যাথ ল্যাব থাকলে স্টেন্ট বসানোর ক্ষেত্রে কিছু রোগী সুবিধা পাবেন।'

এদিন মেডিকেলে কলেজে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক হয়। বৈঠকে মেডিকেলের সাফাই, হস্টেলের নিরাপত্তা, পানীয় জল সহ চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। পোর্টেবল ডায়ালিসিস মেশিন না থাকায় কিছুদিন আগে এক মহিলার মৃত্যু ঘিরে মেডিকেলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বৈঠকে উপস্থিত হয়ে সমিতির অন্যতম সদস্য গৌতম দেব বলেন, 'পোর্টেবল ডায়ালিসিস মেশিন খুব প্রয়োজন। সেটি নিয়ে আসার বিষয়ে আমি উদ্যোগ নিচ্ছি। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সেন্ট্রাল ল্যাব সুপারস্পেশালিটি ব্লকে স্থানান্তরিত হবে। পঞ্চম ফ্লোরে 'রুফ ট্রিটমেন্ট' করতে হবে। সেটি পূর্ত দপ্তর করবে। যেখানে ছয়টি মডিউলার অপারেশন থিয়েটার হবে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে গৌতম দেব। - সূত্রধর

নয়া উদ্যোগ

- নতুন ব্লকের আইসিসিইউতে ১০টি শয্যা রয়েছে
- টেম্পোরারি ও পার্মানেন্ট পেসমেকার এখন থেকে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে বসানো হবে
- মিনি ক্যাথ ল্যাব চেয়ে রাজ্যের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ

শিলিগুড়ি পুরনিগমের থেকে ১৫ দিন পরপর মেডিকেল চত্বর পরিষ্কার করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও গৌতম জানান। মেডিকেলের মর্গে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র সহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছিল। গৌতমের কথায়, 'নতুন করে বৈদ্যুতিক সামগ্রী লাগানো হচ্ছে। তাছাড়া, সিভিলের কাজ করা হবে। সেজন্য ২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।' মেডিকেলজুড়ে ২১৯টি সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল। নতুন করে ১৩৪টি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। হস্টেলগুলির জন্য ২২টি পানীয় জল পিউরিফায়ার বসানো হচ্ছে। মেয়র বলেন, 'সিভিল ডিফেন্স থেকে ২৫ জন নিরাপত্তাকর্মী জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক দিচ্ছে। বয়েজ হস্টেলের নিরাপত্তার জন্য গ্রিন ফেন্সিং করে দেওয়া হচ্ছে। যাতে বহিরাগতরা সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। বাইরের যে গেট রয়েছে সেগুলি বন্ধ করা হবে। অনেক দোকান গড়ে উঠেছে। সেগুলিকে নিরাপত্তার স্বার্থে সরিয়ে দেওয়া হবে।'

আমন্ত্রণপত্রে উদ্বোধক তৃণমূল নেতার নামে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : বিধাননগর চক্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আমন্ত্রণপত্রে উদ্বোধক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কাজল ঘোষ এবং ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা। এ নিয়েই বিতর্কের মুখে পড়েছে আয়োজক কমিটি। ২৯ জানুয়ারির ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণপত্রে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অথচ একজন তৃণমূল নেতাকে কীভাবে উদ্বোধক করা হয় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মালিগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পীযূষ সিং বলেন, 'এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান এখন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক। বোর্ডের কোনও অস্তিত্ব নেই। আমন্ত্রণপত্রে কাজল ঘোষকে এসজেডিএ'র বোর্ড সদস্য হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিযোগিতার উদ্বোধক করা হল কোন হিসেবে তা বুঝতে পারছি না। এতে বিশিষ্টদের অসম্মান করা হয়েছে।' বিধাননগর চক্র ক্রীড়া কমিটির সভাপতি সাধন বিশ্বাস বলেন, 'এখানে বিতর্কের আমি কিছু দেখছি না। যুগ্মভাবে কাজল ঘোষ এবং রিনা এক্কা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন। এর থেকে বেশি কিছু বলার নেই।'

কাজল ঘোষ অবশ্য দাবি করেছেন তিনি এসজেডিএ'র বোর্ড সদস্য রয়েছেন। তিনি বলেন, 'কারও আমাকে ভালো লেগেছে, সেইজন্য আমাকে উদ্বোধক হিসেবে রেখেছে। আমি বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত থাকি। এতে কারও সমস্যা থাকার কথা নয়। যাঁরা গুরুত্ব পান না, তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করেন।'

স্বাধীনতার ৭৭ বছর পার

উন্নয়ন অধরা আন্তারাম ছাটে

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৮ জানুয়ারি : স্বাধীনতার ৭৭ বছর কেটে গেলেও আজও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি নেপাল সীমান্ত লাগোয়া ভারতীয় গ্রাম আন্তারাম ছাটে। গ্রামে নেই প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিদ্যুৎ কিংবা স্বাস্থ্য পরিষেবা। বর্ষাকালে খরস্রোতা মেচির কারণে গ্রামবাসী দেশের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে পারেন না। তখন ভরসা নেপাল। এই গ্রামে কেন এখনও উন্নয়নমূলক কাজ সেভাবে করা গেল না, সেই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার আন্তারাম ছাটে 'দুয়ারে সরকার' শিবির করলেন খড়িবাড়ি ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। তাঁরা গ্রামের বাসিন্দাদের উন্নয়নমূলক কাজের আশ্বাস দিয়েছেন। আধিকারিক বা জনপ্রতিনিধিরা সীমান্তের গ্রামে শিবির আয়োজনকে সাফল্য হিসেবে দেখাতে চাইলেও স্থানীয়রা বলছেন, এটা তো ব্যর্থতা। উলটে তাঁদের প্রশ্ন, মানুষের দুয়ারে পৌঁছাতে এতবছর লাগল কেন? ভারতের নাগরিক হয়েও কেনই বা তাঁদের আজও নেপালের ওপর নির্ভর করতে হয়?

এবিষয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহের সাফাই, 'আগেও দুয়ারে সরকার শিবির এখানে হয়েছে। বাসিন্দারা পরিষেবা পেয়েছেন। সোলার লাইট দেওয়া হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের কাজও হয়েছে। এই গ্রামের উন্নয়ন করতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।'

অবস্থানগত দিক থেকে আন্তারাম ছাট ভারত ভূখণ্ডে। তবে খরস্রোতা মেচি নদী গ্রামটিকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নেপালের গা ঘেঁষে থাকা আন্তারাম ছাটে ৫০টি পরিবারের ১৬৫ জনের বাস। ভোটার ৮৭। রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামকে অনেকে মেচিবস্তিও বলে থাকেন। যদিও আজও লাগেনি উন্নয়নের ছোঁয়া। অনেকের এখনও আধার, ভোটার, র‍্যাশন কার্ড হয়নি। এদিন গ্রামে দুয়ারে সরকারের শিবির বসে। মেচির ওপর সেতু না থাকায় ট্রাক্টরে চেপে নদী পেরিয়ে গ্রামে আসেন প্রশাসনের কর্মীরা। সেখানে হাজির হয়েছিলেন গ্রামবাসীরাও। তাঁদের মধ্যে পার্বতী সোরেন বললেন, 'নানা প্রকল্পের সুবিধার পাশাপাশি চাই গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন।' শর্মিলা সোরেন নামে আরেক গ্রামবাসীর বক্তব্য, 'গ্রামে নদী পারাপারের জন্য সেতু, বিদ্যুৎ সংযোগ, প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিয়মিত স্বাস্থ্য শিবিরের দাবি জানাচ্ছি আমরা।' একই বক্তব্য জুয়েল রাইয়েরও। শিবিরে কেউ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কেউ বয়স্ক ভাতা, আবার কেউ র‍্যাশন কার্ডের জন্য আবেদন করেন।

আন্তারাম ছাট গ্রামে দুয়ারে সরকার।

এদিন গ্রামে হাজির হয়েছিলেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহ প্রমুখ। বিডিওর কথায়, 'মানুষের বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধায় বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করা হবে এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তবে বিডিও, কর্মাধ্যক্ষরা এসব বললেও বাসিন্দাদের অনেকেই বলছেন, এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে ৭৭ বছর লেগে গেল। এটা কি প্রশাসনের ব্যর্থতা নয়? যদিও ব্যর্থতার বিষয়টি স্বীকার করতে রাজি হননি বিডিও। তাঁর কথায়, 'একসময় মেচির তীরে ওই বিচ্ছিন্ন অংশে দু-তিনটে পরিবার ছিল। পরবর্তীতে আরও কিছু পরিবার ওখানে বসবাস শুরু করে। এখন ওখানে ভোটার বেড়েছে।' সবকিছুর পেছনে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন বিডিও।

নীলবাতি বিতর্কে প্রকাশ-মনোজ

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৮ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ারে নেতাদের গাড়িতে নীলবাতি লাগানো যেন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। জেলায় আপাতত দুজন সাংসদ রয়েছেন। একজন লোকসভার সাংসদ বিজেপির মনোজ টিগ্গা। আরেকজন রাজ্যসভার সাংসদ তৃণমূলের প্রকাশ চিকবড়াইক। দুই ফুলের দুই নেতার বিরুদ্ধেই নিয়ম ভেঙে গাড়িতে নীলবাতি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

এর আগে গাড়িতে নীলবাতি লাগানোর অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হওয়ার পরেই হইচই শুরু হয়। বিতর্কের চাপে সেই নীলবাতিতে টুপি পরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

তৃণমূলের সাংসদ প্রকাশ এবং বিজেপির সাংসদ মনোজ গাড়িতে নীলবাতি লাগিয়ে দিব্যি ঘোরাঘুরি করছেন। তাঁরা ওই গাড়ি নিয়ে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন। দলীয় সব অনুষ্ঠানেও যাচ্ছেন। সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, গাড়ির সামনে বড় বড় করে নেমপ্লেটে লেখা এমপি। আর গাড়ির ওপরে লাগানো নীলবাতি। অভিযোগ, দিনেরবেলা সেই নীলবাতি কখনও জ্বলে, কখনও জ্বলে না। তবে রাত হলেই দুই সাংসদই গাড়িতে লাগানো সেই নীলবাতি জ্বালিয়েই যাতায়াত করেন।

গাড়িতে নীলবাতি লাগানোর বিষয়ে কী বলছেন জেলার দুই সাংসদ? তৃণমূলের প্রকাশ বলছেন, তিনি নাকি সরকারি অনুমতি নিয়েছেন এজন্য। তাঁর কথা, 'মনে রাখতে হবে আমি কিন্তু রাজ্য সরকার মনোনীত সাংসদ। গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমাকে ছুটতে হয়। রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়েই গাড়িতে নীলবাতি লাগিয়েছি। বিজেপির সাংসদ তো গাড়িতে দুটো আলো লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান।'

রাজ্যসভার সাংসদের এমন কথায় আবার প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন লোকসভার সাংসদ তথা বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গা। তিনি পালটা বলেন, 'গাড়িতে আমি কী

লোকসভা ও রাজ্যসভার দুই সাংসদের গাড়িতেই নীলবাতি।

আলো লাগাব তা তৃণমূলের দেখার কথা নয়। এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর আছে। বরং এসব না দেখে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার যদি স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ উন্নয়নে নজর দিত তাহলে হয়তো মানুষের উপকার হত।' তবে তাঁর গাড়িতে নীলবাতি কেন, এপ্রশ্নের জবাব তিনি দেননি।

গাড়ি চুরির অভিযোগে ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ জানুয়ারি : পণ্যবাহী চারচাকা গাড়ি চুরিতে জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অভিজিৎ রায় ওরফে বাবাই (৩৩)। সে চম্পাসারির বাসিন্দা। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে বড়পথু এলাকা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

গত বছর ১৩ অগাস্ট লিউসিপাকড়ি বাজার থেকে একটি আলুবোঝাই চারচাকা গাড়ি চুরি হয়। তদন্তে নেমে ১৯ অগাস্ট পুলিশ চোরাই গাড়ি উদ্ধার করে। ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ বাবাইয়ের নাম জানতে পারে। ঘটনার প্রায় ৫ মাস পর এদিন তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি ও খড়িবাড়ি, ২৮ জানুয়ারি : আশিঘরের জয়কান্ত স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মঙ্গলবার আয়োজিত হল ডাবগ্রাম-২ অঞ্চল এবং সংলগ্ন ওয়ার্ডের অবৈতনিক প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলির পড়ুয়াদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এদিনের প্রতিযোগিতায় ১৪টি স্কুলের ২১৬ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে।

অন্যদিকে, বাতাসি চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে নিয়ে ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। এদিন বাতাসি পিএসএ ক্লাব মাঠে এই বার্ষিক ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। ২৮২ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে।

নগেন্দ্রনাথকে শুভেচ্ছা

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : পদ্মশ্রীর জন্য মনোনীত নগেন্দ্রনাথ রায়কে মঙ্গলবার শুভেচ্ছা জানালেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। এদিন শিবমন্দিরে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন শংকর। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফে নগেন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উত্তরবঙ্গের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি আশিস মণ্ডল।

স্কুল ঘরে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র, পঠনপাঠনে বিঘ্ন

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৮ জানুয়ারি : চোপড়ার সোনাপুর মর্নিং প্রাইমারি স্কুলের একটি ঘরে চলছে চিতলঘাটা-১ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। এর জেরে ঘরের অভাবে খোলা মাঠে ক্লাস করতে হচ্ছে একাংশ পড়ুয়াকে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য স্কুলের পাশে নতুন ভবন নির্মাণ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তা এখনও হস্তান্তর হয়নি। এবিষয়ে বিএমওএইচ ডাঃ রঞ্জিত সাহার সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, তিনি রিসিভ না করায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ২০২১-'২২ বর্ষে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সোনাপুর মর্নিং প্রাইমারি স্কুলের একটি ঘরে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা

চোপড়া

পেরিনা মুর্মু বলছেন, 'স্কুলের ঘরে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চলছে। ঘরের অভাবে সুষ্ঠুভাবে পঠনপাঠনে সমস্যা হচ্ছে। অনেক সময় বারান্দা অথবা মাঠে ক্লাস করাতে হচ্ছে।' স্কুলের সহকারী শিক্ষক রিয়াজুল ইসলামের বক্তব্য, 'ঘরের সমস্যার কারণে পড়ুয়ার সংখ্যাও কমতে শুরু করেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘর তৈরি হওয়া সত্ত্বেও স্কুলের ঘর ছাড়া হচ্ছে না।'

সোনাপুর মর্নিং প্রাইমারি স্কুলের মাঠেই চলছে ক্লাস।

চিতলঘাটা ১ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের এএনএম সিমানি বিশ্বাস বলছেন, 'স্কুলের একটি ঘরে কোনওরকমে পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। শিক্ষকরা প্রায় প্রতিদিনই অন্যত্র সরে যাওয়ার আর্জি রাখছেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য স্কুল চত্বরের পাশেই নতুন ভবন নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু এখনও হস্তান্তর না হওয়ায় সেখানে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।'

হেনস্তার শিকার

বেলদায় অনুষ্ঠানে গিয়ে হেনস্তার শিকার অভিনেতা বিশ্বনাথ বসু। ঘটনায় জোড়াগেড়িয়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ধৃত ৫

সোমবার রাতে শিয়ালদার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ সংলগ্ন বৈঠকখানা রোডে অতিথিশালায় তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্র সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ।

রক্ষাকবচ

মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশে আপাতত রক্ষাকবচ পেলেন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্যালাইন বিতর্কে সাসপেন্ডেড সিনিয়ার চিকিৎসক পল্লবী বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরীক্ষা বাতিল

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় টোকাটুকি করতে গিয়ে ধরা পড়লে বা মোবাইল সহ ধরা পড়লে পরীক্ষা বাতিল করা হবে। পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে নির্দেশিকা জারি করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

ঘাসফুলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, রিভলভারধারী কর্মী এবং আক্রান্ত পুলিশ

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সিউড়ির নওদরী গ্রাম। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে আক্রান্ত হয় তারাও। আইসির কলার চেপে ধরা হয়। ঘটনায় পুরুষ-মহিলা মিলে ২০ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। - তথাগত চক্রবর্তী

‘আমি কোনও প্রতিযোগিতায় যেতে চাই না’

ভোটে দাঁড়াতে নারাজ দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : বিজেপির রাজ্যস্তরে সাংগঠনিক নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান না দলের প্রবীণ শীর্ষ নেতা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার তিনি বলেন, ‘আমি কোনও প্রতিযোগিতায় যেতে চাই না। তবে দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে হলে সেটা অন্য কথা।’

এই মুহূর্তে রাজ্যে গেরুয়া শিবিরের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। বুথ কমিটির পর মণ্ডল কমিটির নির্বাচন চলছে। এরপর জেলাস্তরে কমিটি নির্বাচন শুরু হবে। তারপরই রাজ্যস্তরে সাংগঠনিক নির্বাচন। এই পুরো প্রক্রিয়া ঠিকঠাক চললে ফেব্রুয়ারির প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় শেষ হওয়ার কথা। তার মধ্যেই ঠিক হবে রাজ্য বিজেপির সভাপতির নাম। এই নিয়ে দীর্ঘদিনই গেরুয়া শিবির ও তার বাইরে রীতিমতো চরম কৌতূহল। এটা শেষ হওয়া মানে এই নিয়ে দলে লাগাতার কৌতূহলের সমাপ্তি।

বিজেপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যস্তরে সাংগঠনিক নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করবে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি। তিনিই রাজ্যস্তরে নির্বাচন সামাল দেবেন। নির্বাচনে লড়তে দলের যে কেউই মনোনয়ন পেশ করতে পারবেন। একের বেশি প্রার্থী হলে নির্বাচন এড়িয়ে সহমত ও আলোচনার ভিত্তিতে কাউকে রাজ্য সভাপতি পদে আনা যায় কি না সেটা নিয়েও আলোচনা চলছে।

কারণ, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে করলে সেই ভূমিকা রিটার্নিং অফিসার নিতে পারেন। ভোটে অনিচ্ছুক কোনও নেতার নাম সুপারিশ করা হলে আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সায় দিতে পারে। কৌশলে নির্বাচন এড়াতে এটাই করা হতে পারে বলে এদিন দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব সূত্রে খবর। বিজেপির নয়া রাজ্য সভাপতি পেতে সেক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখ গড়াবে।

কেউ সুপারিশ করলেও আর নয়। তবে দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে হলে সেটা অন্য কথা।

দিলীপ ঘোষ

দলের সংগঠনে রাজ্যস্তরে নির্বাচনে দিলীপের ঘোরতর আপত্তি। কোনও মতেই ওই নির্বাচনে প্রার্থী হতে নারাজ তিনি। দু-বার রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর এখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিছুতেই করবেন না তিনি। এদিন ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, আর কোনও প্রতিযোগিতায় যেতে চান না তিনি। কেউ সুপারিশ করলেও আর নয়।

অবস্থান বদল তৃণমূল নেত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : তৃণমূলের কর্তৃত্বের রাশ টেনে ধরে আবার অবস্থান বদল করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনই দলে রদবদল চাইছেন না তিনি। দলের ‘সেনাপতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপারিশমতো তো নয়ই। আগে গত সেপ্টেম্বরে অভিষেকের ‘সুপারিশ তালিকা’ হাতে পাওয়ার পর আশ্বাস দিয়েছিলেন, ঢালাওভাবে রদবদল নয়, তবে সব দিক খতিয়ে দেখে বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োজনে দু’এক

ফের বাড়ছে দূরত্ব

জায়গায় রদবদল করা যেতেই পারে। এখন আবার ওই অবস্থান থেকে সরে এসে দলে রদবদলের ‘পাট’ আপাতত তুলেই রাখতে চান তিনি।

মঙ্গলবার তৃণমূল সূত্রের খবর, ‘এমনিতেই’ শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি, খাদ্যে র‍্যাশন কেলেঙ্কারি, সবশেষে আরজি কর কাণ্ড ও স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে দল ও প্রশাসন রীতিমতো ঘেঁটে রয়েছে। তার ওপর আবার রদবদল ঘটিয়ে দলের অন্দরমহলকে অস্থির করে তোলার কোনও ঝুঁকি মুখ্যমন্ত্রী নিতে চান না। সামনেই ২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। নানান ইস্যুতে বিদ্ধ দল ও প্রশাসনকে রদবদলের পথে নিয়ে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে চান না তিনি। ঘরে-বাইরে অশান্তি ডেকে আনতে চান না।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান বদলের এই সিদ্ধান্তে আবার নতুন করে অভিষেকের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে লোক পাঠিয়ে ‘অবুঝ অভিষেক’কে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না। অভিষেক তাঁর গোঁ ধরেই রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অস্বস্তি আরও বেড়েছে।

হঠাৎ করে নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ হিসাবে অভিষেক লাগাতার স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি ‘সেবাশ্রয়’ চালিয়ে পরোক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাগভাজন হয়েছেন। যা নিয়ে প্রায় সরাসরি সমালোচনা করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রত্যক্ষ সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। তাই প্রবল বেগে না হলেও ধীরে ধীরে দলনেত্রীর সঙ্গে অভিষেকের দূরত্ব বেড়েই চলেছে। গত সেপ্টেম্বরে অভিষেকের রদবদলের সুপারিশে দলনেত্রীর এখনও পর্যন্ত গুরুত্ব না দেওয়া, অভিষেকপন্থী দলের নেতা ও বিধায়কদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনাও এই দূরত্বের ফারাক বাড়িয়েছে। যা নিয়ে দলেই জল্পনা অব্যাহত।

এসএসসি মামলায় সিপিএমেই বিতর্ক

বিকাশের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ এসএফআই

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : সিপিএমের নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে দূরত্ব নিয়ে বিস্তর চর্চা চলে। এই প্রসঙ্গই আরও উসকে দিল প্রবীণ সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সওয়ালের এসএফআই বিরোধিতা করায়। ২৬ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সোমবার বিকাশবাবু যে মন্তব্য করেন, তারই বিরুদ্ধাচরণ করল সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। চাকরি বাতিলের মামলায় বিকাশবাবু সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বেআইনি। তাই সমস্ত প্যানেল বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হোক।

তবে মঙ্গলবার এসএফআইয়ের বক্তব্য, যোগ্য, অযোগ্য আলাদা করার দায় সরকারের। যোগ্যতার ভিত্তিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেন পুনরায় পরীক্ষা দিতে হবে। তবে এসএফআইয়ের দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

২৬ হাজার চাকরি বাতিলের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।

তখনই শুনানিতে বিকাশবাবু বলেন, ‘যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব না হলে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হোক।’ তিনি যুক্তি দেন, ‘মেরিট, ডিমেরিটের প্রশ্ন আসে না যখন কোনও প্রক্রিয়া বেআইনি হয়। সেখান থেকে ভালো-মন্দ বাছা যায় না। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, কিছু ভালো ছেলেমেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিচারপতিদের ধারণা ছিল ফ্রেশ রিক্রুট মানে আবার সবাইকে ডাকা হবে। তাই স্পষ্ট করলাম সবাইকে কেন, যাঁরা তখন অ্যাপিয়ার করেছিলেন শুধু তাঁদের সুযোগ দেওয়া হোক। তাঁরাই আবার পরীক্ষা দিয়ে আসবেন। এজন্য বয়স বাধা হলে তা খণ্ডন করে দেওয়া হোক। এখন যদি বিচারপতিরা আমাদের সঙ্গে থাকেন, তাহলে ফ্রেশ যাঁরা তাঁরা সিলেক্ট হয়ে আসতে পারেন। সেই বক্তব্য রেখেছি।’

এদিন নতুন করে পরীক্ষার বক্তব্যেরই বিরোধিতা করে এসএফআই। এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, ‘উনি একজন স্বনামধন্য আইনজীবী। ওঁর জায়গা থেকে যা মনোভাব তাই রেখেছেন। যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করার দায় সরকারের। বিচার ব্যবস্থার এই দায় নয়। তদন্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারা অযোগ্য সেই তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া এগিয়েছিল। এখন তা থেমে গেল কেন? আমরা চাই যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করতে হবে। যাঁদের অযোগ্য মনে করা হয়েছে এবং যাঁদের অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁদের পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হোক। যাঁরা যোগ্য তাঁরা কেন পরীক্ষা দেবেন?’

তবে এসএফআইয়ের দাবিকে গুরুত্ব দিতে চাননি বিকাশরঞ্জন। তাঁর বক্তব্য, ‘প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হলে ভালো-মন্দ যাচাই করা যায় না। সেই বক্তব্য রাখা হয়েছে। নৈতিকভাবে মনে করি, দুর্নীতিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু সৃষ্টি হলে তা বাতিল হওয়া উচিত। লড়াইটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে।’

দ্রুত শুরু বিচার প্রক্রিয়া

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ সহ বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেয়েছে সিবিআই। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে এমনটাই জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাই এই মামলায় শীঘ্রই বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তবে ইডির ভূমিকায় বিচারপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, ‘ইডি চার্জশিট দেয় না, বিচার প্রক্রিয়াও শুরু করে না।’

তবে বিচারপতি জানিয়ে দেন, এখন এই মামলায় এই আদালতের আর কিছু করণীয় নেই। নিম্ন আদালতে পরবর্তী শুনানির এক সপ্তাহের মধ্যে আর্থিক দুর্নীতিতে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দ্রুত যাতে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই বিষয়টি দেখতে হবে বলে জানিয়ে দেন বিচারপতি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী, সরকারি অনুমোদন পাওয়ার ফলে সন্দীপদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুতে আর কোনও বাধা রইল না। ফলে আর্থিক দুর্নীতিতে দ্রুতই বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ, বিকেল ৪.২০ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.২৫ অরুন্ধতী, রাত ১০.০০ সেন্টিমেন্টাল

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সংঘর্ষ, দুপুর ২.৩০ দান প্রতিদান, বিকেল ৫.০০ তিনমূর্তি, রাত ৯.৩০ সত্য মিথ্যা, ১২.৩০ চল কুন্তল

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সখী তুমি কার, ১০.০০ জামাইরাজা, দুপুর ১.০০ অগ্নিপরীক্ষা, বিকেল ৪.০০ ক্রিমিনাল, সন্ধে ৭.৩০ দুই পৃথিবী, রাত ১০.৩০ বিক্রম সিংহ-দ্য লায়ন ইজ ব্যক, ১.০০ গল্প হলেও সত্যি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আরোগ্য নিকেতন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব নন্দিনী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সুখের আশা

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০৯ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.০৫ তুম্বাড়, ৫.০৯ ভোলা, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা, রাত ১১.৫৫ বিক্রমাদিত্য

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.৩০ এক কা দম এক, ২.৩০ ফিরঙ্গি, বিকেল ৫.৩০ গুন্ডা মাওয়ালি, রাত ৮.০০ জিতা, ১০.৩০ লেজেন্ড দ্য টেরর

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৫৫ স্পিড, বিকেল ৩.৫০ হিটম্যান-এজেন্ট ৪৭, ৫.২৫ সল্ট, সন্ধে ৭.০০ দ্য টার্মিনেটর, রাত ১১.১০ আইস এজ-কন্টিনোটাল ড্রিফ্ট

সোনি পিক্স : দুপুর ১.০০ ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু, ২.৪৭ দ্য ইকুয়ালাইজার-টু, বিকেল ৪.৪৯ বেবি ড্রাইভার, সন্ধে ৬.৩৪ দ্য ক্যারাটে কিড, রাত ৯.০০ দ্য লেজেন্ড অফ টারজান, ১০.৫৫ মটার্ল কমব্যাট

দুই পৃথিবী সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

খট্টা মিঠা বিকেল ৪.২৬ অ্যান্ড পিকচার্স

লাইফ অর সামথিং লাইক ইট রাত ৮.৫৮ রমেডি নাও

লাস্ট অফ দ্য জায়ান্টস : ওয়াইল্ড ফিশ বিকেল ৫.৩৯ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

৭৪০ কোটি টাকা পাচ্ছে রাজ্য

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকার প্রাপ্য বকেয়া দিচ্ছে না বলে বারবার অভিযোগ তোলে রাজ্য সরকার। একশো দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে। তবে এবার গ্রামোন্নয়ন খাতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চলতি অর্থবর্ষের জন্য বরাদ্দ অর্থের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেতে চলেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের পক্ষ থেকে ছাড়পত্রের চিঠি রাজ্য সরকারের কাছে এসেছে। দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে আরও ৭৪০ কোটি টাকা পেতে চলেছে রাজ্য।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ শতর্ধীন তহবিল এবং নিঃশর্ত তহবিল দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম কিস্তিতে শতর্ধীন ও নিঃশর্ত তহবিল মিলিয়ে রাজ্য সরকার দেড় হাজার কোটি টাকা পেয়েছিল। শতর্ধীন তহবিলের টাকা খরচ করতে হয় গ্রামীণ এলাকায় নিকাশি ও পানীয় জল সরবরাহের কাজে। এর জন্য ছাড়পত্র দেয় জলশক্তিমন্ত্রক। অন্যান্য পরিকাঠামো গঠনের জন্য নিঃশর্ত তহবিলের টাকা খরচ করা যায়।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় কিস্তির যে ৭৪০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার পেতে চলেছে, তা নিঃশর্ত তহবিলের। অর্থাৎ এই টাকা পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যাবে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হলে ও রাজ্য সরকার সমস্ত শর্ত পূরণ করতে পারলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়। প্রথম কিস্তির টাকা খরচে কোনও অনিয়ম না থাকায় দ্বিতীয় কিস্তির নিঃশর্ত তহবিল কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছে। ফলে শতর্ধীন তহবিলের টাকাও খুব শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন নবান্নের কর্তারা। সেক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল ও নিকাশির কাজ আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর প্রতিটি বাড়িতে চলতি আর্থিক বছরের মার্চের মধ্যে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে। ফলে এই প্রকল্পের টাকা পাওয়া গেলে আরও পানীয় জল সরবরাহের কাজ দ্রুত করা সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তারা।

২০২১-২০২২ অর্থবর্ষ থেকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন চালু হয়েছিল। এই খাতে রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত ১৬২৭১ কোটি টাকা পেয়েছে। তার মধ্যে ১৪৬০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ কয়েকটি জেলায় এই প্রকল্পের কাজ কিছুটা ধীরে চলছে। সেখানে প্রথম কিস্তির সমস্ত টাকা খরচ করা যায়নি। চলতি মাসের মধ্যেই অন্তত ৭৫ শতাংশ টাকা খরচ করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

পার্থকে অনুমতি

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : এসএসকেএম থেকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর হতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তারপরই এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের থেকে পার্থর শারীরিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত রিপোর্ট চান বিচারক। মঙ্গলবার ব্যাংকশাল আদালতে তা জমা দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপরই বিচারক নির্দেশ দেন বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন পার্থ। তবে চিকিৎসার খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। ইতিমধ্যে পার্থকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বুধবার চিনাদের নতুন বছর শুরু। তারই উদযাপন মঙ্গলবার। কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

এবার বইমেলায় ১০৫৭ স্টল

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : যতই ডিজিটাল আসুক না কেন, বইকে ভোলা যায় না। বাড়িতে বই না থাকলে কেমন কেমন লাগে। মঙ্গলবার ৪৮ তম বইমেলার উদ্বোধন করে এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের বইমেলার থিম দেশ জামানি। সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের মহানায়ক নেতাজির সঙ্গে জামানির গভীর সম্পর্ক ছিল।’ বইমেলার আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় জানান, ছোট-বড় নিয়ে এবারের বইমেলায় মোট ১০৫৭টি স্টল আছে। তবে এবারের বইমেলায় উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত বাংলাদেশ। এবার

৪৮তম বইমেলার উদ্বোধনে।

সাহিত্যে আজীবন কাজের জন্য প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল বাশারকে জীবনকৃতি সম্মান প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। বইমেলার উদ্বোধনী মঞ্চে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের উপস্থিতি দেখে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমার পুরো ক্যাবিনেট এখানে উপস্থিত। এজন্য ওদের ধন্যবাদ।’ কলকাতা বইমেলায় সবচেয়ে বেশি বইপ্রেমী মানুষ আসেন বলে গর্বের সঙ্গে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, ‘বই আমাদের প্রেরণা, ভাষা, দিশা, আশা ও তৃষা। হাজার হাজার বছর ধরে বৃক্ষ দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছুর ওপর নজর রাখে। কিন্তু কথা বলে না। তবে বই কিন্তু কথা বলে।’ তিনি বলেন, ‘বইমেলা হৃদয়ের উৎসস্থল থেকে উৎসারিত হয়। এই বইমেলায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রধান।’ গতবছর বইমেলায় ৩০ কোটি টাকারও বেশি বই বিক্রি হয়েছিল। এবছর আরও বেশি টাকার বই বিক্রি হবে বলে আশা করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন বিকাল ৪টে নাগাদ বইমেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মেলার উদ্বোধনে দিল্লি থেকে এসেছেন ভারতে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ফিলিপ আকরম্যান। জার্মান রাষ্ট্রদূত কলকাতা বইমেলাকে ‘বাংলার কুম্ভমেলা’ বলে মন্তব্য করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে দক্ষ লেখক ও চিত্রশিল্পী বলে অভিহিত করেন। গিল্ডের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান জানানো হয়। এদিনই মঞ্চ থেকে নিজের লেখা তিনটি বই ‘লিপিবদ্ধ কিছু কাজ’, ‘বাংলার নির্বাচন ও আমরা’ ও ‘স্যালুট-২’ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর ৪৮ বার ঘণ্টা বাজিয়ে মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ বিকল্প আয়ের পথ খুলে যাবে। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। **বৃষ :** শেয়ারে লগ্নির ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। মায়ের শরীর নিয়ে হঠাৎ দুশ্চিন্তা। **মিথুন :** খুব কাছের লোক আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। **কর্কট :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বিজ্ঞানচর্চায় সাফল্য মিলবে। **সিংহ :** অকারণে ভয় পেতে পারেন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সাফল্যে আনন্দ। **কন্যা :** নিজের প্রাপ্য থেকে আজ বঞ্চিত হবেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব হতে পারে। **তুলা :** বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। কোনও জনকল্যাণমূলক কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** আজ কিছু ধার শোধ করে নিশ্চিন্ত হবেন। পথে চলুন খুব সতর্ক হয়ে। **ধনু :** বাবার পরামর্শে আজ কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। অফিসে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। **মকর :** শরীর নিয়ে অযথা চিন্তা। কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। **কুম্ভ :** ভাইয়ের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মতভেদ হতে পারে। আপনার কোনও স্বপ্ন সফল হবে। **মীন :** সামাজিক কাজে প্রশংসা প্রাপ্তি। কাউকে অপমান করে অনুতাপ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ৯ মাঘ, ২৯ জানুয়ারি ২০২৫, ১৫ মাঘ, সংবৎ ১৫ মাঘ বদি, ২৮ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।১৮। বুধবার, অমাবস্যা রাত্রি ৬।৫০। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৯।৯। অসৃকযোগ রাত্রি ১০।৫০। চতুষ্পাদকরণ দিবা ৭।১০ গতে নাগকরণ রাত্রি ৬।৫০ গতে কিম্ভুঘ্নকরণ শেষরাত্রি ৬।১৬ গতে ববকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী-ঈশানে, রাত্রি ৬।৫০ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৯।৭ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ১।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৭ গতে ৪।৪৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৬।৫০ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।৫০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। মৌনী অমাবস্যা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।০ গতে ১১।২৯ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ২।০ গতে ৬।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪২ গতে ৩।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।৩৩ মধ্যে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৫০ সংখ্যা, বুধবার, ১৫ মাঘ ১৪৩১

সতর্ক হওয়ার সময়

ভয়ংকর বললেও কম বলা হয়। একদিনে শুধু রাজাভাতখাওয়ার এন্ট্রি পয়েন্ট দিয়ে ৬৮০টি গাড়ি ঢুকেছিল বক্সা বনে। প্রজাতন্ত্র দিবসে তার মানে কম করে ধরলেও অন্তত ২৫০০ মানুষ জঙ্গল ভ্রমণ করেছেন। জয়ন্তী থেকে শুরু করে বক্সা পাহাড়ে যে এলাকায় এই বিচরণ হয়েছে, তার অনেকটাই কোর এরিয়া। অর্থাৎ জঙ্গলের সংরক্ষিত অঞ্চল। আইনে যেখানে বন্যপ্রাণীদের স্বার্থ ছাড়া অন্য যে কোনও রকম তৎপরতা নিষিদ্ধ। গাছ ভেঙে পড়ে থাকলেও সরানোর নিয়ম নেই।

এই আইনের জালে দীর্ঘদিন জয়ন্তী এলাকায় ডলোমাইট উত্তোলন নিষিদ্ধ। জয়ন্তী নদী থেকে বালি-পাথর তোলাও যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর এক ধমকে এখন সেই এলাকায় অবারিত দ্বার। ৬৮০টি গাড়ি শুধু বন দপ্তরের রেকর্ডে। এছাড়া আরও নানা জায়গা দিয়ে কত গাড়ি ঢুকেছে, তার কোনও হিসেব নেই। উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া, গরুমারা, চাপড়ামারি, মহানন্দা, কুলিক ইত্যাদি সব বনে অবাধ প্রবেশাধিকার এখন।

দলে দলে লোক ও গাড়ির এত সংখ্যা বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। বন্যপ্রাণীরা বিপন্ন বোধ করবে এতে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলও এতে বন্যপ্রাণীর বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। বিরাট এক সর্বনাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। জঙ্গলে প্রবেশে কেন এত কড়াকড়ি এতদিন ছিল, তার সম্যক ধারণার অভাবে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সিদ্ধান্তটি কার্যকর করার আগে বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশ মহলের মতামত গ্রহণ করা জরুরি ছিল।

এই অবাধ প্রবেশাধিকারের ফলে পর্যটনে হয়তো বিকাশ ঘটবে বিরাট। কিন্তু বিপদের হানাদারিও কম হবে না। পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বিনোদন-ভ্রমণের এই সুযোগে জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারে চোরাশিকারি ও গাছ পাচারকারীর দল। বন দপ্তরের যা কর্মীসংখ্যা, তাতে এমনিতেই নজরদারিতে অনেক সমস্যা আছে। তার ওপর এত বিরাট সংখ্যক মানুষ জঙ্গলে ঢুকে গেলে, তাদের ওপর নজর রাখা বন দপ্তরের পক্ষে অসম্ভব নিশ্চয়ই।

গোটা বাংলাতেই বিভিন্ন বনে নানা বিরল ও বিপন্ন প্রাণীর বসবাস। আছে নানা বিরল উদ্ভিদ, গুল্ম ইত্যাদি। সর্বোপরি জীববৈচিত্র্যে ভরা বেশ কিছু বনাঞ্চল আছে। মানুষের যথেচ্ছ বিচরণ গোটা বাস্তুতন্ত্রের ওপর বিরাট আঘাত হানতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যটন বিকাশে জঙ্গলের এন্ট্রি ফি তুলে দিয়েছেন। তাতে আপত্তি না তুললেও বলা যেতে পারে, অবাধ প্রবেশে লাগাম টানা জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীর স্বার্থে জরুরি।

এই এন্ট্রি ফি'র সঙ্গে কোনও কোনও এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের আর্থিক স্বার্থ জড়িত ছিল। বন সুরক্ষা কমিটির মাধ্যমে সেই প্রবেশমূল্যর একাংশ এলাকাবাসীর জন্য ব্যয় হত। কিছু আয়ের সুযোগ ছিল। প্রবেশমূল্য পুরোপুরি তুলে দেওয়ায় তাতেও আঘাত লেগেছে। যা যৌথ বন পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিনের সাফল্যের ওপর কোপ বসাবে সন্দেহ নেই। বন দপ্তরের কর্তাদের ধমক দিয়ে এই কাজে বাধ্য করার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিকটি ভেবে দেখেননি।

কিন্তু ভাবার সময় এখনও চলে যায়নি। ইতিমধ্যে কিছুটা পথ দেখিয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। একশৃঙ্গ গন্ডারের আবাস উত্তরবঙ্গের এই জীববৈচিত্র্যে ভরা জঙ্গলটিতে প্রবেশমূল্য তুলে দিলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জঙ্গলে ঢোকায় কিছু লাগাম টেনেছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে বেড়ানোর জন্য রোজ অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এই মডেলটি রাজ্যের সমস্ত বনাঞ্চলে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীর সার্বিক সর্বনাশ এখনও শুরু হয়নি। শুধু বিপদের সংকেত পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। যেখানে বক্সা বনে বাঘ ফেরানোর পরিকল্পনা চলছে, সেখানে জঙ্গলে এই অবাধ প্রবেশাধিকার শুধু বাঘ নয়, মানুষের নিরাপত্তাকেও বিঘ্নিত করতে পারে। সুন্দরবনে এই অবাধ ছাড়পত্রের পরিণাম আরও ভয়ংকর হবে। সেজন্য এখনও সময় আছে, বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশ মহলের মতামত গ্রহণ করে জঙ্গলে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করার একটি সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন একান্তভাবে জরুরি।

অমৃতধারা

কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর, না জানলে তুমি তার বিষয় কী মত প্রকাশ করবে? যাই কেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না, কারণ তুমি অসৎ হয়ে তোমার চারিদিকই অসৎ করে ফেলেছ।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আলোচিত

আজও কিন্তু ভারত-পাকিস্তানে ফেলে যাওয়া সম্পত্তির নাম 'শত্রু সম্পত্তি'ই রয়ে গিয়েছে। শত্রু সম্পত্তি নামটি পরিবর্তন না করলে যাঁরা ভারত ভাগের ভিকটিম, তাঁদের উপর অন্যায় করা হয়। বাংলাদেশের মতো করে ভারত-পাকিস্তানও এই সম্পত্তিকে অর্পিত সম্পত্তি বলেই ডাকুক। -তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল

প্রজাতন্ত্র দিবসে পুনের একটি দোকান মহিলাদের জন্য ১ টাকায় পোশাক বিক্রির অফার দেয়। সেই খবর শুনে এলাকায় হাজার হাজার মহিলার ভিড় জমে যায়। ভিড়ের চোটে দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যান বিক্রেতা। মহিলারা রাস্তা অবরোধ করেন। ভাইরাল ভিডিও।

আজ

১৮৬০

কিংবদন্তি নাট্যকার আন্তন চেখভের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৬

সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

বিবাহ মানেই একটি বৌ এবং মনোরম একটি বিছানা। বিছানা ছাড়া ফুলশয্যা হবে কী করে! বিনয় শীতকালে বিয়ে করেছিল বলে একটি লেপও পেয়েছিল। ডাবল মাপ। দুটি প্রাণীর শীতের আশ্রয়। লাল শালুর খোলে শিমুল তুলো।

শীতের লেপ, লেপের শীত এবং এক খণ্ড যুদ্ধ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিনয় বিয়ে করে তিনটে বাঁশ পেয়েছে। একটা জ্যান্ত। সেটি হল তার বৌ। অন্য দুটি হল ঘড়ি আর লেপ। আমার কথা নয়। স্বয়ং বিনয়ের স্বীকারোক্তি। বিয়ের প্রথম কয়েক বছর বিনয় চুপচাপ ছিল। না খুশি, না অখুশি, একটা তুরীয় অবস্থা। যত দিন যাচ্ছে বিনয় নীরব থেকে সরব হয়ে কিছুদিন হল রবরবা। কথায় কথায় সংসারের কথা আসবেই। শুরু হবে বৌকে দিয়ে। বৌ থেকে সেই ভদ্রমহিলার জন্মদাতায়। সেখান থেকে ঘড়ি। ঘড়ি থেকে লেপ। ঘড়িটাকে বিদায় করেছে। কবজির কাছে ব্যান্ডের সাদামতো গোল দাগ এখনও রং ধরে মিলিয়ে আসেনি। মেলাবার মুখে। বৌ চিরকালের জিনিস। ঘাড় থেকে নামাবার উপায় নেই, জিয়ার্ডিয়া অ্যামিবায়োসিসের মতো ক্রনিক কেস। সারাজীবন ভোগাবে। আর লেপ শীতে নামাতেই হবে। নামালেই দুজনে গায়ে দেবে এবং পরের দিন সকালে আমাদের সেই লেপকেচ্ছা শুনতেই হবে।

বিবাহ মানেই একটি বৌ এবং মনোরম একটি বিছানা। বিছানা ছাড়া ফুলশয্যা হবে কী করে! বিনয় শীতকালে বিয়ে করেছিল বলে একটি লেপও পেয়েছিল। ডাবল মাপ। দুটি প্রাণীর শীতের আশ্রয়। লাল শালুর খোলে শিমুল তুলো। এর মধ্যে সমস্যার কী আছে সরল বুদ্ধিতে বুঝে ওঠা শক্ত। কিন্তু সমস্যা অনেক।

প্রেম যখন ঘনীভূত ছিল তখন সমস্যা ছিল না। আলো নিভিয়ে লেপের তলায় ঢুকে দুজনে জড়াজড়ি করে 'আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই' গোছের ব্যাপার। এখন এতদিন পরে অপ্রেমে সেই 'কমন' লেপকে গালাগাল দিলে আমরা শুনব কেন? তবু শুনতে হয়। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হলে সম্পত্তি ভাগাভাগি হতে পারে, কিন্তু কথায় কথায় একটা আস্ত লেপকে তো দু'টুকরো করা যায় না। কাপড়ও নয় যে জোড়া কেটে দুটো করবে। বৌ আর লেপ অবিচ্ছেদ্য। দাম্পত্য প্রেম আবার অবিচ্ছেদ্য নয়। সেখানে জোয়ারভাটা খেলে। এই গলায় গলায়, এই চুলোচুলি। তেঁতুল যত পুরোনো হয় ততই টক বাড়ে। লেপের ঝগড়া, ঝগড়ার লেপ। লেপের দুই মূর্তি। বৌয়ের মতোই। এই মনোরম, পরমুহূর্তেই বিস্ময়। সামলানো দায়।

প্রেমে মানুষ ত্যাগী হয়। বিনয় যখন প্রেমিক ছিল, ওই বছরখানেক মাত্র, তখন শীতে বৌকে লেপের তিনের চার অংশ ছেড়ে দিয়ে নিজের একের চার অংশে হিহি করত। ছেড়ে দিত বললে ভুল হবে। বৌ কেড়ে নিত। প্রথম রাতে লেপের তলায় দুটি মানুষ হলেও প্রেমে তালগোল পাকিয়ে একাকার। তখন আর সমস্যা কী? সমস্যা মাঝরাতে। বিনয়ের আদরে আদুরি বৌ উমমু করে পাশ ফিরলেন, লেপের তিনের চার অংশ তার সঙ্গে চলে গেল। বিনয়ের শরীরের আধখানা খোলা, উদোম পড়ে রইল মাঘের শীতে শীতল সাদা চাদরে। পা দুটোকে জড়ো করে স্ত্রীর জোড়া ঠ্যাঙে গুঁজে গরম করতে গেলেই ঘুমের ঘোরে খ্যাঁক করে ওঠে, হচ্ছে কী? এবার ঘুমোও। লেপের বাইরে হায়নার মতো মাঝরাতের গাছ-গাছালির শিশিরমাখা শীত হামা দিচ্ছে। বিনয় কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পশ্চাদ্দেশটিকে লেপের অংশে ঠেলে দিয়ে ভাবতে থাকে- ঘুমাও, হ্যাঁ এখন ঘুমাও কবি, রাতের কবিতা শেষ। জীবনটা যেন রংমহলের অভিনয়। প্রেমের নাটকে যবনিকা পড়ে গেছে। নায়িকা পাশ ফিরে লেপের আরামে শুয়ে শুয়ে নায়ককে বলছে, দৃশ্য শেষ, মনের মেকআপ তুলে ফেলেছি। তখন তোমাকে সহ্য করেছি, কারণ করতেই হবে। তোমাকে বিশেষ অঙ্কের বিশেষ দৃশ্যে সহ্য করাই আমার জীবিকা। আমার জীবনের দুটো দিক, একটা অভিনয়ের দিক আর একটা নিজস্ব দিক। শীতের নির্জনতায় মানুষের মনে স্যাঁতসেঁতে চিন্তাই আসে। মনমরা চিন্তা সব হিলহিল করে ওঠে। পায়ের পাতা দুটোই বেশি ঠান্ডা হয়ে যায়। ওই জন্যেই বলে শীত করে। করে মানে, হাতে। শীত পায়। পায় মানে পায়ে, পদে। পা দুটো আশ্রয় খুঁজেছিল। পদাঘাতে ফিরিয়ে দিলে। একটা হাত বুকের উষ্ণতায় গরম হতে চেয়েছিল, খুব বিরক্ত হয়ে বললে, মাঝরাতে কি ইয়ার্কি হচ্ছে! ঘুমোলে মানুষের মনের বাঁধন আলগা হয়ে যায়। বৌ বলে আমিই এক বুরবাক, হেদিয়ে মরি। আসলে তুমি শ্বশুরমশাইয়ের কন্যা। পাকা বাঁশ কি সহজে নোয় রে বাবা!

সামান্য লেপ থেকে বিনয়ের অভিমান বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গায় উঠল, যেখানে বিনয় যৌবনে যোগিনী। কার বৌ? কীসের সংসার? বৌও শ্বশুরমশাইয়ের, লেপটাও তাঁর। যাও, তোমার লেপ তুমিই নিয়ে শুয়ে থাকো। বিনয়কে শুধরে দেবার কেউ নেই। শ্বশুরমশাইয়ের বৌ কি রে? ওই হল আর কী!

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলে লেপ সরে যেতেই পারে, তা নিয়ে অত মান-অভিমানের কি আছে বাপ! তুমিও টেনে নাও না। এ তো পাক-ভারত লড়াই নয় যে বাউন্ডারি কমিশন বসিয়ে সীমানা ঠিক করে দিতে হবে। বিনয় বললে, বৌকে নিজের মনে করতে পারলে সে অধিকার অবশ্যই খাটাতুম।

এ আবার কী কথা! বৌ নিজের নয় তো কি পরের?

বিনয়ের উত্তর শুনে ঠান্ডা মেরে যেতে হয়।

বিনয় তখনকার মতো চুপ করলেও আবার সরব হয়ে ওঠে। লেপের যে এত মহিমা কে জানত! বিনয় ক্রমশ দার্শনিক হয়ে উঠছে। বিনয়ের মতে, বৌ পরের ঘর থেকে আসুক, তার সঙ্গে খাট, বিছানা, বালিশ আর সার্টিনে মোড়া একটি লেপ যেন না আসে। খাল কেটে কুমির এনেছ এই যথেষ্ট, সেই সামলাতেই তোমার হাড়ে দুব্বো গজাবে, সঙ্গে আর কয়েকটা ফালতু লেজুড়ে এনে ন্যাজে গোবরে হওয়াটা ডাবল মুখ্যুমি। পরের সোনা দিও না কানে, কান যাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে। হীনম্মন্যতায় ভুগবে। একই কক্ষপথে দুটো গ্রহ যদি বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে, তাহলে প্রথমেই যা হবে তা হল দমাস করে একটি সংঘর্ষ। তারপর দুটো গায়ে পা লাগিয়ে ঠেলাঠেলি। তারপর যার শক্তি বেশি সেই ঘোরাতে থাকবে নাকে দড়ি দিয়ে চোখবাঁধা কলুর বলদের মতো। সংসারে স্ত্রী জাতিই প্রবলা। প্রবলা হবার কারণ পুরুষ জাতির দুর্বলতা। ট্যাঁক নবজাতক, ঘাড়ে সিংহজাতক।

সিংহজাতক মানে? শ্বশুরমশাইয়ের নাম নরেন সিংহ। এটা ট্যাঁ করে তো ওটা গর্জন করে। দুজনেরই সমান সমান বায়না। বায়না মিটলেই এর ক্রন্দন, ওর আস্ফালন, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আমার ধোপা-নাপিত বন্ধ। পিরিতের তাসের ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। প্রেম যে কত ঠুনকো তা বিয়ে না করলে বোঝে কার বাপের সাধ্য।

উপদেশ দেওয়া সহজ। পড়তে আমার মতো অবস্থায়, ঠ্যালার নাম বাবাজীবন শুনবে কি জিনিস! তখনও গা থেকে গায়ে-হলুদের রং ওঠেনি, পাওনা শাড়ির মাড় ওঠেনি, লেপের তলা থেকে উনি বলে উঠলেন, বাবা একটা লেপ দিয়েছে বটে। পালকের মতো হালকা, উনুনের মতো গরম। নজর দেখেছ?

ও তোমার যৌবনের উত্তাপ। তায় আবার পান খেয়েছ কাঁচা সুপুরি দিয়ে! লেপের আবার ভালো-মন্দ কী! সে এক শালু কি সার্টিন, ভেতরে তুলো। সব লেপেই যা থাকে, এর মধ্যেও সেই একই মাল।

রাখো! বরের লেপে শ্মশানের তুলো ভরে দেয়, বুঝলে চাঁদু?

শ্মশানের তুলো? সে আবার কী!

কী জানো তুমি! শ্মশানের যত মড়া আসে তাদের বিছানা ছিঁড়ে তুলো বের করে তুলোপট্টিতে জলের দরে বিক্রি হয়। সেই তুলো দিয়ে তৈরি হয় ফুলশয্যার লেপ। এ জিনিস সে জিনিস নয়। এ হল এক নম্বর মাল। আগুন ছুটছে।

শ্বশুরবাড়ির জিনিস সম্পর্কে সব মেয়েরই ওই রকমের এক ধরনের দুর্বলতা থাকে। বৌ বস্তুটিকে ব্যবহার করার কায়দা আছে ভাই। মোলায়েম মোলায়েম হাতে ময়দা ডলার মতো ময়াম দিয়ে মাখতে হয়, তবেই না খাসা মুচমুচে লুচি।

তাহলে শোনো। সেই লেপপর্ব কোথাকার জলকে কোথায় নিয়ে গেছে। লেপের তলায় ঢুকে একদিন পা দুটোকে বেশ একটু খেলাচ্ছে বিনয়। সিংহকন্যা বললে, হঠাৎ আবার দেয়লা শুরু করলে কেন? সাতজন্মে পা ঘষো না। তোমার ওই চাষাড়ে পায়ের ঘষা লেগে লেপের ছাল উঠে যাবে।

কথাটা কিছু অসত্য বলনি হে। তোমার পায়ের যা মাপ আর তার যা চেহারা। অনেকটা স্নোম্যানের মতো।

পুরুষের পা এই রকমই হয়। পদাঘাতের পা। আঘাতের লোক তো আর পেলুম না, পদাঘাত খেয়েই গেলুম। আমার বরাতে নিউমোনিয়ায় মৃত্যুই লেখা আছে।

কেন?

কেন আবার! এই শীতে রোজ রাতে বিছানায় ওঠার আগে কনকনে ঠান্ডা জলে ঘষে ঘষে পা ধুয়ে লেডি ইনস্পেকটর জেনারেলকে দেখিয়ে অনুমতি নিয়ে বিছানায় উঠতে হবে। তারপর শুনবে, আরও শুনবে বিনয়ের বিনীত কাহিনী।

বৌকে পারবে না, লেপটাকেই ডিভোর্স করো।

বৌ আর লেপ দুটোই আমার ছিল। আসলটা হাতছাড়া, ফাউ জড়িয়ে মাঝরাতে মটকা মেরে পড়ে থাকি। এ যেন সেই গ্যারাজে গাড়ি রেখে বাবুর বাসে ঝোলা। লেপটা দু'হাতে তুলে ঝপাং করে সিংহকন্যার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে এলুম। সারারাত লেপ নিয়ে পিংপং। বিনয় বললে, তোরা ভাই আজ আমাকে একটা লেপ কিনে দে।

বেডিং স্টোরে গিয়ে আমাদের লেপ দেখা শুরু হল। দেখি একটা হালকা সিঙ্গল লেপ। বিনয় বললে, সিঙ্গল নয়, ডাবল।

ডাবল কী করবি? সিঙ্গল মানুষ।

না, ডাবল কিনব। এতকাল শীতের রাতে বৌয়ের লেপের তলায় নেড়িকুকুরের মতো আশ্রয় খুঁজেছি। এইবার নিজের লেপে বুক চিতিয়ে পাশে একটু জায়গা রেখে শুয়ে থাকব। দেখি, তুমি আস কিনা তোমার অহংকারের দরজা খুলে!

জনমত

জলপাইগুড়ির জল-যন্ত্রণা

একটু ভারী বৃষ্টি হলেই জলপাইগুড়ি শহরের নীচু এলাকা যেমন, ইন্দিরা কলোনি, সেনপাড়া, হাকিমপাড়া, দিনবাজার, নিউটাউনপাড়া, পান্ডাপাড়ার নীচু অংশ প্রভৃতি এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এর প্রধান কারণ জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা করলা নদীর জল উপচে এইসব নীচু এলাকায় প্রবেশ করে। কারণ, বর্তমানে করলা নদী এতটাই নাব্যতা হারিয়েছে যে, বর্ষার অতিরিক্ত জলধারণ করার ক্ষমতা আর আগের মতো নেই। এই নদী আবর্জনায় পরিপূর্ণ। সেই ১৯৬৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর এখনও পর্যন্ত ঠিক সেভাবে পরিকল্পনামাফিক কোনও সরকারের আমলেই কোনও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়নি। প্রতি বছর বর্ষা এলেই কিছু কিছু জায়গায় বাঁধ মেরামতের কাজ করে কর্তৃপক্ষ চুপচাপ বসে থাকে। এই ট্র্যাডিশন সেই ১৯৬৮ সালের বন্যার পর থেকেই দেখে আসছি। এত বছরেও এর কোনও স্থায়ী সমাধান হল না কেন? প্রতি বছর এর জন্য সরকারের কোষাগার থেকে তো কম খরচ হচ্ছে না!

তাছাড়া জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিকাশিনালার পরিকল্পনামাফিক কোনও কাজ হয়নি। অগভীর ড্রেনেজ সিস্টেম, এখনও অনেক কাঁচা ড্রেন দেখা যায়। আমরা সেই ছোটকাল থেকে দেখে আসছি, যেখানে যেখানে বর্ষার সময় জল জমে থাকত, এখনও সেইসব জায়গায় জল জমা হয়ে থাকে।

সমীরকুমার বিশ্বাস
নিউটাউনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

'নো ডিটেনশন' নীতির বিলোপ যুগান্তকারী পদক্ষেপ

শিক্ষার অধিকার (আরটিই)-এর আওতায় চালু হওয়া নো ডিটেনশন নীতির উদ্দেশ্য ছিল, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় অকৃতকার্য ঘোষণা না করে উত্তীর্ণ করা। লক্ষ্য ছিল শিক্ষার সুযোগকে সর্বজনীন করা এবং পড়াশোনার মানসিক চাপ কমানো। কিন্তু বাস্তবে এই নীতির ফলে শিক্ষার মান ও দায়বদ্ধতা দুটোই সংকটে পড়ে। সম্প্রতি নীতিটি বিলোপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটি রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ হওয়ার বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়ার ফলে দেখা গিয়েছে, মৌলিক বিষয়ে দক্ষতা না থাকলেও তারা পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এতে শিক্ষার ফাঁক ক্রমে বাড়ছে। এমনকি অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক- তিন পক্ষেরই শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমছে। কারণ, পরীক্ষায় ব্যর্থতার কোনও ঝুঁকি না থাকায় পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা আর অনুভূত হচ্ছিল না।

এই অবস্থার অবসান ঘটাতেই নো ডিটেনশন নীতির বিলোপ।

নতুন ব্যবস্থায় পড়ুয়াদের মূল্যায়ন হবে শুধু মুখস্থ বিদ্যার ওপর নয়, বরং বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সমস্যার সমাধান করার দক্ষতা এবং বিষয়গত স্পষ্টতার ভিত্তিতে। এতে পড়ুয়াদের মধ্যে দায়িত্ববোধ বাড়বে। কারণ তারা জানবে, যোগ্যতা অর্জন ছাড়া পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষার ফাঁক পূরণ হবে প্রতিটি স্তরে সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে।

তবে শিক্ষার মানোন্নয়নের দায়ভার শুধু পড়ুয়াদের নয়। এর সঙ্গে শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। পড়ুয়াদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা পূরণের দায়িত্ব শিক্ষকদের। পাশাপাশি অভিভাবকদের উচিত নিয়মিত স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং সন্তানের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা। এই সমন্বিত প্রক্রিয়াই শিক্ষার মান উন্নত করবে।

নো ডিটেনশন নীতির বিলোপ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটি শুধু শিক্ষার মান বাড়াবে না, পড়ুয়াদের জ্ঞানার্জনের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং আগ্রহও বাড়াবে। তবে, নীতিটি কার্যকর করতে অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং অভিভাবকদের সক্রিয় সহযোগিতা জরুরি।

এই নীতির একটি ইতিবাচক দিক হল, পুনর্মূল্যায়ন এবং বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা। কোনও পড়ুয়া যদি কোনও কারণে উত্তীর্ণ হতে না পারে, তার জন্য থাকবে বিশেষ ক্লাস। ফলে শিক্ষার্থীরা মানসিক আঘাত বা লজ্জার শিকার হবে না। এই পদক্ষেপ রাজ্যের মতো একটি অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে অনেক স্কুলে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত কম এবং অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে।

তবে নীতিটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ছাত্রদের ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতার সঞ্চার হতে পারে। অনেক স্কুলে শিক্ষকের অভাব এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর ঘাটতি এই নীতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা মানে শুধুই উত্তীর্ণ হওয়া নয়, বরং চেতনার প্রসার, বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়ানো এবং জীবনের চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের মডেল হয়ে উঠতে পারে।

তনুশ্রী ঘোষ, মালদা।

অভিবাসীদের প্রতি মানবিক হওয়ার আর্জি

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, আমেরিকা থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর পদ্ধতি অমানবিক ও নির্মম। তাদের 'হাত-পা বেঁধে' ট্রাকে তোলা হচ্ছে, যেন তারা মানুষ নয়, কোনও অপরাধী বা গবাদিপশু। এটি শুধু নিষ্ঠুর নয় বরং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, এই অভিবাসীরা স্বেচ্ছায় ঘরছাড়া হননি। তাঁরা দারিদ্র্য, যুদ্ধ, রাজনৈতিক নিপীড়ন কিংবা প্রাণনাশের হুমকি থেকে পালিয়ে এসেছে একটি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। তারা আমাদের শত্রু নয় বরং বিপর্যস্ত কিছু মানুষ, যাঁরা নতুন জীবনের আশায় অন্য দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। অথচ, তাঁদের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে, যা সভ্যসমাজে কল্পনাও করা যায় না।

আমেরিকার মতো উন্নত রাষ্ট্রের কাছে আমরা আরও মানবিক আচরণ প্রত্যাশা করি। অবৈধ অভিবাসন অবশ্যই একটি বড় সমস্যা, তবে এর সমাধান কখনোই শক্তি প্রয়োগ করে সম্ভব নয়। বরং আলোচনা, সহযোগিতা এবং ন্যায়সংগত নীতির মাধ্যমে এই সংকট মোকাবিলা করতে হবে। ফেরত পাঠানোর আগে নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান জানানো হচ্ছে।

বিশ্ব সম্প্রদায়ের উচিত এই সংকট সমাধানে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কঠোর নীতি প্রয়োগই একমাত্র পথ নয় বরং সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মাধ্যমে একটি স্থায়ী ও মানবিক সমাধান খুঁজে বের করা জরুরি। এসব মানুষ বোঝা নন, তাঁরা মানবতারই অংশ। আজ যদি আমরা তাঁদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখাই, ভবিষ্যতে আমরাও সেই মানবিকতা ফিরে পেতে পারি। এখনই সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, এখনই সময় মানবতার পক্ষে কথা বলার।

নীলাচল রায়, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫১

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। আধিক্য, অতিশয্য, কাজে বা আচরণে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া ৫। চাষাবাদ, চাষাবাদের জমি ৬। বালক শ্রীকৃষ্ণ ৮। মুদ্গরজাতীয় কিন্তু মুদ্গরের চেয়ে লম্বা অস্ত্র ৯। হঠাৎ ফাটার শব্দ, শ্বাসবায়ু ১১। বকজাতীয় পাখিযুগল, অন্তরঙ্গ দুই ব্যক্তি ১৩। বড় রাস্তা, উঁচুপথ ১৪। রপ্ত, মুখস্থ।
উপর-নীচ: ১।জাদুকর, ২।বায়ু, রোগবিশেষ ৩।পাগল, খ্যাপা ৪। আর্দ্র, জলভরা ৬। বিস্তীর্ণ জলাভূমি, জঙ্গল ৭। ক্রীতদাস, তাসবিশেষ ৮। সুরের অলংকার, স্বরকম্পনবিশেষ ৯। শক্ত, মজবুত, পটু, বিচক্ষণ ১০। জ্যোৎস্না ১১। শ্রীকৃষ্ণ, বসন্তকাল ১২। সংগ্রহ, উপায়, ব্যবস্থা ১৩। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, যোগসাজশ ১৪। রপ্ত, অভ্যাস, মুখস্থ, আয়ত্ত।

সমাধান ■ ৪০৫০

পাশাপাশি: ১।জলভাত ৩।বেবাক ৫।জমাওয়ারিশ ৬।বজরা ৭। যদ্দিন ৯। বচনবাগীশ ১২। মউল ১৩। তিড়বিড়।
উপর-নীচ : ১। জনরব ২। তনিমা ৩। বেহায়া ৪। কপিশ ৫। জরা ৭। যশ ৮। নড়চড় ৯। বঙ্কিম ১০। নওল ১১। গীষ্পতি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আপের প্রচারে শত্রুঘ্ন, বাঙালি তাস শুভেন্দুর

রাজধানীতেও তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি : জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের ভোটে এবার তৃণমূল-বিজেপি দ্বৈরথের ছায়া। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটে ভাঙন ধরিয়ে আপের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল এবং সপা। এবার দিল্লির পূর্বাঞ্চলীয় ভোটারদের মন টানতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের হয়ে শেষলগ্নের প্রচারে নামতে চলেছেন আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। বিহারীবাবু নামে খ্যাত শত্রুঘ্ন নয়াদিল্লি আসনে কেজরিওয়াল, কালকাজি আসনে মুখ্যমন্ত্রী অতিশী এবং জঙ্গপুরা আসনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার হয়ে প্রচারে নামবেন।

অন্যদিকে কিরাড়ি এবং রিঠালা কেন্দ্রে ৩০ জানুয়ারি রোড শো করবেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। এদিন তৃণমূল ও সপা নেতাদের আপের হয়ে প্রচারে নামার কথা ঘোষণা করেন রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারি এবং রবি কিষেনের মোকাবিলায় শত্রুঘ্ন, অখিলেশকে ভোটপ্রচারে নামিয়ে পূর্বাঞ্চলীয়দের সমর্থন নিজেদের দিকে আনতে মরিয়া আপ। তবে ঝাড়ুবাহিনীর এই কৌশলে ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে কংগ্রেস আরও কোণঠাসা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, শত্রুঘ্ন সিনহা বরাবরই রাহুল গান্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের ঠিক আগে রাহুল গান্ধির কৌশলে বিজেপি ছেড়েছিলেন শত্রুঘ্ন। সেবার তাঁকে পাটনাসাহিবে প্রার্থী করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু তিনি জিততে পারেননি। অন্যদিকে সপা ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম বড় শক্তি।

এদিকে আপের পূর্বাঞ্চলীয় ভোটব্যাংক কবজা করার কৌশলের

নয়াদিল্লিতে ভোট প্রচারে শুভেন্দু অধিকারী ও অগ্নিমিত্রা পল।

জবাবে গেরুয়া শিবির শান দিয়েছে বাঙালিয়ানার অস্ত্রে। মঙ্গলবার

> আরজি করের ঘটনায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দশ লক্ষ টাকা দেবেন বলে নিহতের বাবা-মায়ের অনুভূতিতে আঘাত হেনেছিলেন। আর সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দিল্লিতে আপ এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বিধানসভা ভোটে সমর্থন করছেন। এঁরা কোনওদিনই বাঙালিদের পাশে থাকবেন না।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

রাজধানীতে 'মিনি কলকাতা' বলে পরিচিত চিত্তরঞ্জন পার্কে বিজেপির হয়ে প্রচারে নামেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বঙ্গ বিজেপির আরও এক বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। দিল্লিতে বাঙালি ভোটারের সংখ্যা ১৭ লক্ষ। সেই ভোটব্যাংক দখলে এদিন আরজি করের মহিলা চিকিৎসক খুন-ধর্ষণের ঘটনা ও পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ টেনে এনে মমতা এবং কেজরিকে নিশানা করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দশ লক্ষ টাকা দেবেন বলে নিহতের বাবা-মায়ের অনুভূতিতে আঘাত হেনেছিলেন। আর সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দিল্লিতে আপ তথা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বিধানসভা ভোটে সমর্থন করছেন। এঁরা কোনওদিনই বাঙালিদের পাশে থাকবে না।' নির্ভয়া কাণ্ডের সময় পথে নেমেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই ইস্যু টেনে শুভেন্দু জানান, নির্ভয়ার অপরাধীরা শাস্তি পেয়েছিল অথচ বাংলায় অভয়ার সাথে ন্যায়বিচার হয়নি। তিনি বলেন, 'যারা অভয়াকে সঠিক বিচার দেয়নি তারাই আবার দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমর্থন করছে।' তোষণের অভিযোগ তুলে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে দিল্লিকে মুক্ত করা হবে।' এর আগে রাজধানীতে প্রচারে নেমেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

কেজরিকে তোপ রাহুলের, হুংকার অমিতেরও

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের প্রচারে নেমে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করা জারি রাখলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। দিল্লির ত্রিমুখী লড়াইয়ের তীব্রতা সপ্তমে তুলে মঙ্গলবার আপ সরকার এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ইস্যুতে তোপ দাগেন তিনি। উলটোদিকে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ১০ বছর ধরে ক্রমাগত মিথ্যাচার চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

এদিন পতপরগঞ্জ এবং ওখলায় দুটি নির্বাচনি জনসভা করেন রাহুল গান্ধি। অন্যদিকে কস্তুরবানগর এবং বদরপুরে দুটি রোড শো করেন অমিত শা। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আপ কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। তারা আন্না হাজারের নাম নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিল। কিন্তু এখন ১০ বছর ধরে মিথ্যাচার চলছে। মানুষ সব জানে। তাই এখানে পরিবর্তন অনিবার্য।'

রাহুল এদিন বিজেপির সুরে সুর মিলিয়ে কেজরির বিরুদ্ধে শিশমহল এবং আবগারি দুর্নীতির খোঁচা দেন। তিনি বলেন, 'কেজরিওয়াল বলেছিলেন স্বচ্ছ রাজনীতি করবেন। কিন্তু উনি নিজেই সবথেকে বড় আবগারি দুর্নীতি করেছেন। আমরা কেজরিওয়ালের বাড়ির ছবি দেখেছি। উনি শিশমহলে বাস করেন।' রাহুলের কথায়, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল যখন রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন তখন একটি ছোট গাড়িতে আসা যাওয়া করতেন। উনি নতুন ধারার রাজনীতি করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু গরিব মানুষরা যখন ওঁর কাছে সাহায্য চান তখন তাঁকে কোথাও দেখা যায়নি। দিল্লিতে যখন হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল তখন তাঁকে কোথাও দেখা যায়নি।' কেজরিওয়াল মোদির নামে কাঁপেন বলেও কটাক্ষ করেছেন রাহুল। তাঁর নিশানা থেকে বাদ যাননি দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াও। রাহুলের খোঁচা, কেজরিওয়ালের সঙ্গে আবগারি দুর্নীতির কারিগর ছিলেন সিসোদিয়া। সেই কারণে তিনি এই আসন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন।'

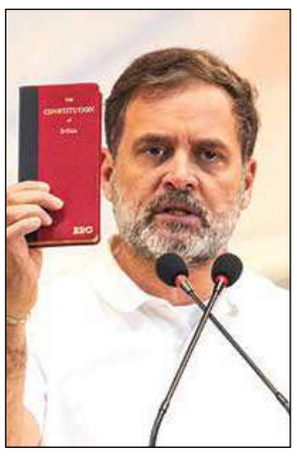

> কেজরিওয়াল বলেছিলেন স্বচ্ছ রাজনীতি করবেন। কিন্তু উনি নিজেই সবথেকে বড় আবগারি দুর্নীতি করেছেন। আমরা তাঁর বাড়ির ছবি দেখেছি। উনি শিশমহলে বাস করেন।
>
> **রাহুল গান্ধি**

এদিকে হরিয়ানার বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে যমুনায় বিষ মেশানোর অভিযোগ তোলায় মঙ্গলবার প্রতিবাদ জানিয়েছে গেরুয়া শিবির। যদিও তাতে আপের অবস্থান বদলায়নি। বরং কেজরির অভিযোগকে সমর্থন করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী বলেন, 'যমুনার জল এতটাই বিষাক্ত যে তার সমাধান করা সম্ভব নয়।'

ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন সফরে মোদি : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি : আমেরিকায় পালাবদল। ভারতে বহাল রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা। এমন এক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন সফরের কথা ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বয়ং। মঙ্গলবার ফ্লোরিডা থেকে অ্যান্ড্রুজ এয়ারবেসে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় ট্রাম্প জানান, সোমবার প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে তাঁদের বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।

ট্রাম্পের শপথে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ না জানানো নিয়ে জল্পনা চলছিল কূটনৈতিক মহলে। তারপর শপথ অনুষ্ঠানের প্রথম সারিতে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের জন্য আসন বরাদ্দ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের তরফে মোদির ওয়াশিংটন সফরের ঘোষণা, দু-দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা। যদিও এদিন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি নিয়ে পিএমও বা বিদেশমন্ত্রক থেকে কিছু জানানো হয়নি। তবে এক্স পোস্টে ট্রাম্পের সঙ্গে হওয়া কথোপকথনের কথা উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি লিখেছেন, 'আজ আমার প্রিয় বন্ধু তথা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলে উচ্ছ্বসিত বোধ করছি। দ্বিতীয়বার ঐতিহাসিক জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের দুই দেশ পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা এবং অংশীদারির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারত ও আমেরিকার সাধারণ মানুষের কল্যাণে এবং শান্তি, সমৃদ্ধির স্বার্থে আমরা আগামী দিনেও একসঙ্গে কাজ করব।'

হোয়াইট হাউস বলেছে, 'দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির পাশাপাশি ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা রক্ষা নিয়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধান মতবিনিময় করেছেন। কোয়াডকে শক্তিশালী করতে একমত হয়েছে দু-পক্ষ।' পর্যবেক্ষকদের মতে, অভিবাসী, বাণিজ্য কর, কৌশলগত স্থান অধিগ্রহণ করা নিয়ে যখন আমেরিকার সঙ্গে সহযোগী দেশগুলির দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে, সেই সময় ভারতকে নিয়ে ট্রাম্পের নমনীয় অবস্থান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অবৈধ অভিবাসী ইস্যুতেও রিপাবলিকান সরকার যে ভারতের ভূমিকায় খুশি, সেটাও মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্যে বোঝা গিয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, 'অভিবাসন নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বেআইনি অভিবাসীদের ফিরিয়ে নিতে ভারত উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে বলে আমার মনে হয়।'

লাড্ডু মহোৎসবে দুর্ঘটনায় মৃত ৭ : হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ৬৫ ফুট উঁচু অস্থায়ী মঞ্চের কাঠের সিঁড়ি। মারা গেলেন ৭ পুণ্যার্থী। আহত ৬০। উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলার বারাউতের শ্রী দিগম্বর জৈন ডিগ্রি কলেজ চত্বরে মঙ্গলবার লাড্ডু মহোৎসবের বানানো মঞ্চে ওঠার সিঁড়িতে বহু পুণ্যার্থী উঠেছিলেন। জৈন সম্প্রদায়ের দেবতা ভগবান আদিনাথের অভিষেক অনুষ্ঠানে ভক্তদের বিপুল ভিড়ের কারণেই অস্থায়ী সিঁড়ি ভেঙে পড়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আহতদের চিকিৎসার নির্দেশ দিয়ে তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রিয়াংকাকে কালো পতাকা সিপিএমের

তিরুবনন্তপুরম, ২৮ জানুয়ারি : ওয়েনাডে বাঘিনীর আক্রমণে এক মহিলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ অব্যাহত। মঙ্গলবার মৃতের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়লেন স্থানীয় কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। তাঁকে কালো পতাকা দেখান স্থানীয় সিপিএম কর্মীরা।

প্রিয়াংকা জানিয়েছেন, ওয়েনাডের জঙ্গলে পর্যাপ্ত বেড়া নেই। বন্যপ্রাণী ইস্যুতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তহবিল পর্যাপ্ত নয়। পশুদের লোকালয়ে চলে আসা ঠেকাতে উপযুক্ত তহবিল দরকার। তা না হলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি কথা দিয়েছেন, বিষয়টি সংসদে তুলবেন।

প্রিয়াংকা জানিয়েছেন, তিনি এদিন সকালে রাধার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ইদানীং মানুষ-পশু সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠেছে। এদিকে তেমন কোনও ভ্রূক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। তিনি এও বলেন, 'এই বিষয় নিয়ে রাধার পরিবারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। প্রিয়াংকা জানিয়েছেন, এত বড় জঙ্গলে মাত্র দু'জন প্রহরী। তাঁদের একজন রাধার স্বামী।

আপ নেতাকে প্যারোলে মুক্তি

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের আগে অবশেষে প্যারোলে মুক্তি পেলেন আপের প্রাক্তন কাউন্সিলার তাহির হুসেন। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ২৯ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন ১২ ঘণ্টার জন্য জেলের বাইরে এসে প্রচার চালানোর অনুমতি দিয়েছে। তবে দিল্লি পুলিশ জেল বিধি অনুযায়ী তাঁকে সূর্যাস্তের আগে ফেরানোর কথা জানিয়ে রেখেছে। দুজন পুলিশকর্মী, জেলের ভ্যান এবং এসকর্ট গাড়ি তাঁকে নিয়ে যাবে। এর পাশাপাশি সর্বোচ্চ আদালতে তাহির হুসেনকে আগাম দু-দিনের জমা রাশি বাবদ দিন পিছু প্রায় ৪ লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখতে হবে। তবে প্রচার করার ছাড়পত্র পেলেও কারাওয়ালনগরে নিজের বাড়িতে যেতে পারবেন না তিনি।

নিহতদের পরিবারের সঙ্গে ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। মঙ্গলবার।

ইন্দিরাকে চিঠি দেওয়া সেই রুবি এখন জল্পনায়

ট্রুডোর বিকল্প মুখ ভারতীয় বংশোদ্ভূত

অটোয়া, ২৮ জানুয়ারি : দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার আগেই ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসীদের সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। ট্রাম্পের সুরে কানাডায় সংসদীয় নির্বাচনের আগেই অবৈধ অভিবাসীদের কানাডা থেকে উৎখাতের বার্তা দিলেন শাসক দল লিবারাল পার্টির নেতা ভারতীয় বংশোদ্ভূত রুবি ধল্লা। মঙ্গলবার তিনি বলেছেন, 'সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হলে অবৈধ অভিবাসীদের কানাডা-ছাড়া করব।' দমন করা হবে মানব পাচারকারীদের। চলতি বছরের অক্টোবরের মধ্যে কানাডায় সংসদীয় নির্বাচন।

লিবারাল পার্টি জাস্টিন ট্রুডোর পরিবর্তে রুবি ধল্লাকেই কানাডার প্রধানমন্ত্রী পদের মুখ করেছে। পার্লামেন্ট নির্বাচনে লিবারাল পার্টি জয়ী হলে কানাডার প্রধানমন্ত্রী হবেন পঞ্জাবি অভিবাসী রুবি ধল্লার জন্ম উইনিপেগ প্রদেশের ম্যানিটোবায়। বিজ্ঞানের স্নাতক রুবি একসময়ে উদ্যোগপতি ছিলেন। নেমেছেন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায়।

রুবি ধল্লা। কমলা হ্যারিস পারেননি, কানাডায় রুবি কি পারবেন?

রাজনীতিতে প্রবেশ ২০০৪ সালে। মাত্র ১০ বছর বয়সে রুবি ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে চিঠি দিয়েছিলেন। রুবির চিঠিতে অপারেশন ব্লুস্টার ও অশান্ত পঞ্জাবের কথা ছিল।

চিঠিতে ইন্দিরাকে 'প্রিয় প্রধানমন্ত্রী' বলে সম্বোধন করে রুবির কথা, 'টেলিভিশনে পঞ্জাবে হিংসা ও শিখ নিধন দেখে বলছি, প্লিজ আপনার সরকার শান্তিপূর্ণভাবে এই সমস্যার সমাধান করুক। হিংসা ও হত্যার পরিবর্তে আলোচনায় বসুন। আমার আশা, আপনি সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আমাকে দরকার হলে জানাবেন।'

রুবি ধল্লার সেই চিঠির উত্তর ব্যক্তিগতভাবে দিয়েছিলেন ইন্দিরা। একটি সাংবাদিক সম্মেলনে রুবির চিঠির উল্লেখ করেছিলেন। রুবিকে ভারতে আসার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। রুবি ভারতে আসার আগেই ইন্দিরা তাঁর দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হন। এবার অবৈধ অভিবাসন নিয়ে রুবি ধল্লার বিবৃতি বুঝিয়ে দিচ্ছে, কানাডায় শাসক দলের নির্বাচনি প্রচারের প্রধান বিষয় হবে অভিবাসন নিয়ে সংস্কার।

পিত্রোদার অনুপ্রবেশ মন্তব্যে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি : স্যাম পিত্রোদা এবং কংগ্রেসের বিড়ম্বনা কার্যত সমার্থক হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য ভোটের মতো দিল্লি বিধানসভা ভোটেও অনুপ্রবেশ অন্যতম অস্ত্র বিজেপির। উঠতে-বসতে এই ইস্যুতে আপ ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে গেরুয়া শিবির। কিন্তু কংগ্রেসের অনাবাসী শাখার চেয়ারপার্সন স্যাম পিত্রোদা মনে করেন, যাঁরা বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকেছেন সরকারের উচিত, সেই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীকে এদেশে থাকার বন্দোবস্ত করে দেওয়া। এই বিষয়ে কেন্দ্রের ব্যর্থতার সমালোচনা করেছেন তিনি। স্যাম পিত্রোদার মতে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে মাথা ঘামানোর বদলে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো আন্তর্জাতিক ইস্যুতে কেন্দ্রের উচিত অধিক নজর দেওয়া।

রাহুল ঘনিষ্ঠ এই নেতা একটি ইউটিউব চ্যানেলকে বলেছেন, 'যাঁরা ভারতে বেআইনিভাবে আসতে চান তাঁদের আসতে দিন। আমাদের উচিত, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে নেওয়া। তার জন্য আমাদের যদি একটু ভুগতেও হয়, তাতে কোনও অসুবিধা নেই।' তাঁর এই কথার তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারী বলেন, রাহুল গান্ধির ডান হাত স্যাম পিত্রোদা যেভাবে ভারতে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের রেখে দেওয়ার ব্যাপারে সওয়াল করেছেন, তা বিস্ময়কর এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। বারবার বেফাঁস মন্তব্য করে দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে তোলা স্যাম পিত্রোদার অভ্যাসে পরিণত হয়ে উঠছে। এর আগে লোকসভা ভোটের সময়ও উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকজনকে চিনা বলে বিতর্ক বাধিয়েছিলেন তিনি।

শ্রীলঙ্কা সেনার গুলিতে আহত ভারতীয় মৎস্যজীবী

সাউথ ব্লকে তলব রাষ্ট্রদূতকে

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি : সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ভারতীয় মৎস্যজীবীদের ওপর গুলি চালাল শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। ঘটনায় ৫ জন মৎস্যজীবী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জাফনার এক হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। মঙ্গলবার ভোররাতে ডেফল্ট দ্বীপের কাছে হওয়া ঘটনায় ক্ষুব্ধ ভারত। এদিনই ভারতে নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূতকে সাউথ ব্লকে তলব করে কেন্দ্রের অসন্তোষের কথা জানানো হয়।

বিদেশমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আজ ভোরে ডেফল্ট দ্বীপের কাছে ১৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীর মধ্যে ৬ জনকে আটক করার সময় শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী গুলি চালিয়েছে।

মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের দু-জন গুরুতর আহত জাফনার টিচিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। একই নৌকায় থাকা আরও ৩ জন মৎস্যজীবী সামান্য চোট পেয়েছেন। তাঁদেরও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'ভারত সরকার সবসময়

জীবিকার উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে জেলেদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে মানবিকভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। কোনও পরিস্থিতিতেই বলপ্রয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়ে দুই সরকারের মধ্যে বিদ্যমান সমঝোতা কঠোরভাবে পালন করা উচিত।'

এদিকে শ্রীলঙ্কা নৌসেনার দাবি, ভারতীয় মৎস্যজীবীরা নাকি দলবেঁধে তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। এক নৌসেনার বন্দুক কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল তারা। ধস্তাধস্তির মধ্যে দুর্ঘটনাক্রমে গুলি চলেছে। দুই ভারতীয় সামান্য আহত হয়েছেন। যদিও নৌকায় চেপে মাছ ধরতে যাওয়া ভারতীয় মৎস্যজীবীদের পক্ষে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে নজরদারি চালানো শ্রীলঙ্কা সেনার ওপর চড়াও হওয়ার দাবি কতটা বাস্তবসম্মত, সেই প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে।

সংঘর্ষে মৃত বাংলাদেশি

সীমান্তে ভারতীয় কৃষকদের ওপর হামলা

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি : ত্রিপুরা সীমান্তে ভারত-বাংলাদেশের গ্রামবাসীদের মধ্যে ফের সংঘর্ষ। মৌলবী বাজার সীমান্তে হওয়া ওই সংঘর্ষে এক বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত ২ ভারতীয় কৃষককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে থাকা ভারতের জমিতে চাষ করাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত বলে বিএসএফ জানিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২৬ জানুয়ারি সকালে।

উনকোটি জেলার কৈলাস শহরের দুই কৃষক কাঁটাতারের ওপারে থাকা নিজেদের জমিতে চাষ করতে গিয়ে দেখেন জমির পান ও ধান বাংলাদেশিরা কেটে নিয়ে গিয়েছে। তার জেরে বাংলাদেশি কৃষকদের সঙ্গে তাঁদের গোলমাল হয়। ওই দিন বিকালে ভারতীয় কৃষকরা যখন কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন গেটের দিকে ফিরছিলেন সেই সময় ১০-১২ জন বাংলাদেশি দুষ্কৃতী তাঁদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। রুখে দাঁড়ান ভারতীয় কৃষকরা। দু-পক্ষের সংঘর্ষে এক বাংলাদেশি হামলাকারী প্রাণ হারান। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ত্রিপুরা সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ ও বিজিবি। দুই বাহিনী নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করছে।

ভোটবাজারে চাঁদার হারে পদ্মকে টেক্কা হাতের

নির্বাচনি বন্ডে লক্ষ্মীলাভ জোড়াফুলের

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি : অষ্টাদশ লোকসভা ভোটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি তথা এনডিএ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়েছে রাহুল গান্ধির কংগ্রেস। বিজেপি ৪০০ পারের স্বপ্ন পূরণ করতে না পারলেও কংগ্রেসের আসনসংখ্যা দীর্ঘ ১০ বছর বাদে পৌঁছে গিয়েছে সেঞ্চুরির দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির অনুদান সংক্রান্ত যে তথ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, শুধু আসনসংখ্যাতেই নয়, ভোটবাজারে চাঁদার অনুদানেও হাতশিবিরের দাপটবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। কমিশন জানিয়েছে, গতবছর লোকসভা নির্বাচনের আগে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বিজেপি অনুদান বাবদ ৩৯৬৭.১৪ কোটি টাকা পেয়েছিল। এটা ছিল স্বেচ্ছায় অনুদান। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এই পরিমাণ ছিল ২১২০.০৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ একবছরে অনুদানের পরিমাণ বেড়েছে ৮৭ শতাংশ।

এই স্বেচ্ছা অনুদানের হারে বিজেপির থেকে কয়েকগুণ এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। ২০২৩-২৪-এ দেশের প্রধান বিরোধী দলের মোট অনুদানের পরিমাণ ৩২০ শতাংশ বেড়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে পেয়েছিল ২৬৮.৬২ কোটি টাকা। সেটা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ১১২৯.৬৬ কোটি টাকা। তবে নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে আয়ের

নিরিখে বিজেপির কাছে পিছিয়েই রয়েছে কংগ্রেস। গেরুয়া শিবির নির্বাচনি বন্ডে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে পেয়েছিল ১২৯৪.১৪ কোটি টাকা। সেটা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ১৬৮৫.৬২ কোটি টাকা। তবে এটা তাদের মোট আয়ের মাত্র ৪৩ শতাংশ। উলটোদিকে কংগ্রেস নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে ২০২২-২৩-এ পেয়েছিল ১৭১.০২ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সেটা বেড়ে হয়েছে ৮২৮.৩৬ কোটি টাকা। এটা ঘটনা যে, কংগ্রেসের মোট অনুদানের ৭৩ শতাংশ এসেছে নির্বাচনি বন্ড মারফত।

নির্বাচনি বন্ডের বিরুদ্ধে কংগ্রেস বরাবরই সরব। এর নেপথ্যে দুর্নীতির অভিযোগও তুলেছে হাতশিবির। ভোটবাজারে অধুনা নিষিদ্ধ নির্বাচনি বন্ড থেকে সবথেকে বেশি লাভবান হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের আয় বেড়ে হয়েছে ৬৪৬.৩৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশই এসেছে নির্বাচনি বন্ড থেকে। গত অর্থবর্ষে তৃণমূলের আয় ছিল ৩৩৩.৪৬ কোটি টাকা। গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনি বন্ডকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।

কনসার্ট অর্থনীতিতে নজর

ভুবনেশ্বর, ২৮ জানুয়ারি : কথা ছিল মুম্বইয়ে একটি কনসার্ট সেরেই দেশে ফিরে যাবে ব্রিটিশ ব্যান্ড কোল্ড প্লে। কিন্তু জনপ্রিয়তার আঁচ পেয়ে ভারতে ৫টি কনসার্ট করল ব্যান্ডটি। রবিবার আহমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কোল্ড প্লের শেষ কনসার্টে লক্ষাধিক দর্শকের ভিড় জমেছিল। মঙ্গলবার সেই কথা বলতে গিয়ে ভারতে ক্রমবর্ধমান কনসার্ট অর্থনীতির কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন ভুবনেশ্বরে উৎকর্ষ ইন্ডিয়া অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'দেশে নাচ, গান এবং গল্প বলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে যুবসমাজের উপস্থিতিও বিপুল। ফলে কনসার্টের জন্য দর্শকের অভাব হয় না। ভারতে কনসার্ট অর্থনীতির বিরাট সুযোগ রয়েছে। গত দশকে লাইভ ইভেন্টের সংখ্যা এবং চাহিদা দুই বেড়েছে।'

খুশি, বেদাঙ্গের প্রেমে নতুন হাওয়া

অনেক দিন ধরেই খুশি কাপুর ও বেদাঙ্গ রায়নার প্রেম নিয়ে জল্পনা চলছেই। নতুন করে তাতে হাওয়া আর জল মিশল, সৌজন্যে খুশি নিজে। এখন তিনি তাঁর আগামী ছবি লাভইয়াপ্পা-র প্রচারে ব্যস্ত। তার মধ্যেই তিনি বলেছেন 'জিগরা-র গান তেনু সঙ্গ রাখনা-তেই মজে আছি। ইউ টিউবে খুঁজে গানটা পেয়েছি, একটু ধীর গতিতেই হচ্ছে গানটা কিন্তু এটা আমার খুব প্রিয়। আমার ড্রাইভার অবাক হয়ে ভাবে, একই গান বারবার শুনছি কেন, কিন্তু আমার ভালো লাগে।' বিয়ে নিয়েও তিনি বলেছেন, 'আমি বম্বের মেয়ে, আমি চাই বিয়ের পর আমার বাবা বনি কাপুর আর আমি একই বিল্ডিংয়ে থাকি।'

উল্লেখ্য, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সালে লাভইয়াপ্পা মুক্তি পাবে। এর সঙ্গেই খুশির 'প্লাস্টিক সাজারি করা' নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে চলা মানুষের ক্ষোভের উত্তর দিয়েছেন। তিনি নাক, ঠোঁট এবং ভ্রুর মাঝখানে প্লাস্টিক সাজারি করিয়েছেন বলে অনেকেই তাঁকে ট্রোল করেছে। এর উত্তরে তিনি বলেছেন, 'লোকে ভাবে প্লাস্টিক একটা টার্ম, এটা দিয়ে মানুষকে অপমান করা যায়। তবে আমি মনে করি, যদি কারোর উপকার হয়, তাহলে এটা খারাপ নয়। আমি নাক,ঠোঁটের পর দুই ভ্রুর মাঝখানের অংশে প্লাস্টিক সাজারি করিয়েছি। এমনিতে আমার ভ্রু খুব মোটা, তাও দুই ভ্রুর মাঝে রোম কম ছিল, সেটা ঠিক করতেই সাজারি করিয়েছি।'

মেয়ে কোলে অয়ন্তিকার বিয়ে, নাচছেন প্রাক্তন

হায়রে বিয়ে, হল কেনে...গান জুড়েছেন নীলায়ন। নীলায়ন কে, চিনলেন না? খাদান, কিশমিশ, বাঘাযতীন ছবির সংগীত পরিচালক। এই গানের সুরটাও তাঁরই দেওয়া। কিন্তু আচমকা এই গানের মানে কী, জানেন? আসলে নীলায়নের প্রাক্তন স্ত্রী অয়ন্তিকা, মানে আরজে অয়ন্তিকা ফের বিয়ের পিঁড়িতে। বিচ্ছেদের বছরখানেকের মধ্যেই অয়ন্তিকা বিয়ে করছেন তাঁর নতুন প্রেমিককে। অবশ্য পুরনো সম্পর্কটা কেন ভাঙল, তা নিয়ে দুজনেই চুপ।

অয়ন্তিকা তাঁর মেয়ে দুনিকে কোলে নিয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন। অবশ্য অয়ন্তিকা নেটমাধ্যমে যত জনপ্রিয়, তাঁর প্রাক্তন স্বামী নীলায়নের সেই জনপ্রিয়তার কানাকড়িও তাঁর প্রোফাইলে নেই, কারণ তিনি তাঁর স্বামীর নাম কখনোই নিজের প্রোফাইলে নেননি। কেন? কারণ দুজনে আলাদা আলাদা রেডিও চ্যানেলে কাজ করেন যে। সুতরাং সকলে দুনির মাকে চিনত। দুনির বাবা কে, সে কথা কেউ জানত না।

অবশ্য অয়ন্তিকা আর নীলায়নের প্রেম ছিল জব্বর। কলেজ জীবনের প্রেম, ভালোবেসে পরস্পরের হাত ধরেছিলেন অয়ন্তিকা-নীলায়ন। জীবনের অর্ধেক সময় একসঙ্গে কাটিয়েছেন, তবে সংসারটা টিকল না।

অয়ন্তিকার জীবনে এখন নতুন পুরুষ হলেন হিরোজিৎ। হিরোজিৎ-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার খবর ভাগ করে নিয়ে লেখেন, 'আজ থেকে আমরা একসঙ্গে'।

অয়ন্তিকা ফেসবুকে বিয়ের খবর জানাতেই প্রাক্তন স্বামী নীলায়নের সোশ্যাল মিডিয়ায় এল ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট। সাম্প্রতিক সময়ে নীলায়নের সবচেয়ে হিট গান নিঃসন্দেহে খাদানের 'হায় রে বিয়ে হল কেনে?' সেই গানের তালেই নাচতে দেখা গেল অয়ন্তিকার এক্সকে। ক্যাপশনে নিজের গানের লাইন ধার করে লিখলেন, 'বন্ধু আমার বিয়া নামক মায়া লাগাইসে... তবলার ডায়াঁ একখান বায়াঁ জুটাইসে...'। সঙ্গে যোগ করলেন 'বিয়ে করেছে... বন্ধু খুব ভালো থাকুক'।

সইফ মামলায় বিভ্রান্তি

সইফ আলি খানের ওপর হামলার সঙ্গে বাংলার যোগাযোগের খবর তো আগেই বেরিয়েছে। এবার পুলিশ নদিয়া থেকে আটক হওয়া খুকুমণি জাহাঙ্গির শেখের আধার কার্ড বাজেয়াপ্ত করল। হামলাকারী শারিফুল ইসলাম শেহজাদ সেই কার্ড ব্যবহার করেই এদেশের সিম কিনেছে বলে খবর।

সূত্রের খবর, নদিয়া থেকে খুকুমনিকে মুম্বই নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মুর্শিদাবাদের আন্ধুলিয়ার বাসিন্দা খুকুমনি। ওই গ্রামের সিংহভাগ মানুষই ঠিকাশ্রমিকের কাজ করতে মুম্বইয়ে রয়েছেন। সইফের হামলাকারীও ওই গোত্রেই পড়ে। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র দু কিলোমিটার দূরে আন্ধুলিয়া। কিন্তু খুকুমণির আধার ব্যবহার করে শারুফুল কীভাবে তার সিম কিনল, সে ব্যাপারে পুলিশ এখনো জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

এদিকে পুলিশি বিভ্রান্তিতে আকাশ কানোজিয়ার জীবন এবং কেরিয়ার সংকটে। সইফ আলি খানের উপর হামলার ঘটনায় অপরাধীকে ধরতে বড়সড় ভুল করে ফেলে তারা। ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসাবে ছত্তিশগড়ের দুর্গ স্টেশন থেকে আটক করা করা হয় বছর ৩১ বছরের আকাশ কৈলাশ কানোজিয়াকে। শুধু আটক করাই নয় আরপিএফ কর্মীরা তাঁর ছবি-সহ একটি প্রেস বিবৃতিও দেয়, যা টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদ মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ফলস্বরূপ আকাশের বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। চাকরিও যায়।

যদিও পরে জানা যায়, এই আকাশ কানোজিয়া আদৌ দোষী নন। প্রকৃত অপরাধী অন্য কেউ।

আর এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ আকাশ কানোজিয়ার বাবা কৈলাশ। তাঁর অভিযোগ, 'পুলিশ আমার ছেলের জীবন ধ্বংস করে দিল'।

ছেলের পরিচয় যাচাই না করেই আটক করে। এই ভুল ওর জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে। মানসিক আঘাতের কারণে আকাশ কাজে মনোযোগ দিতেও পারছে না বা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও পারছে না। ও এখন নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে, ঠিকমতো কথাও বলছে না, সব অনুপ্রেরণা হারিয়ে ফেলেছে।'

ক্ষুব্ধ কৈলাশ কানোজিয়া আরও বলেন, 'লোকে বলছে আমার ছেলের সঙ্গে আসল অভিযুক্তের কোনও মিল নেই। অথচ এই ভুলের কারণে ওর চাকরি গেছে। বিয়েও ভেঙে গেছে। এর জন্য দায়ী কে? পুলিশের এই পদক্ষেপ আকাশের ভবিষ্যৎ শেষ করে দিয়েছে।'

ধনুষ, কৃতি জুটি

আনন্দ এল রাইয়ের সঙ্গে ধনুষ আবার হাত মেলাচ্ছেন। দুজনে তৈরি করছেন ছবি তেরে ইশক মে। ছবিতে ধনুষের নায়িকা হবেন কৃতি শ্যানন। নির্মাতারা কৃতির লুক প্রকাশ করলেন সম্প্রতি। দেখা যাচ্ছে, কৃতির মাঝখানে সিঁথি করে পেতে চুল আঁচড়ানো, ঠোঁটে সিগারেট। একটা শক্তিশালী, একটু রাফ চরিত্রে তাঁকে পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর লুক খুব তাড়াতাড়ি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ছবি নিয়েও আগ্রহ বেশ তুঙ্গে। ছবিতে আছে এ আর রহমানের মিউজিক, তার গভীরতাও ছবির আকর্ষণের আরও একটি বড় কারণ। গল্প, ধনুষের উপস্থিতি, কৃতির মতো নায়িকা— সব মিলিয়ে এই ছবিও রনঝনা-র মতোই অভিজ্ঞতা দর্শকদের দিতে তৈরি হচ্ছে। শুটিং শুরু হবে চলতি বছরে। বিশ্বজুড়ে মুক্তি চলতি বছরের ২৮ নভেম্বর, হিন্দি ও তামিলে।

ভিন্ন ঘরানার ছবি ডু নট ডিসটার্ব

ছবির নামটাই এই—ডু নট ডিসটার্ব। নামটি বেশ আকর্ষণীয়। ছবির গল্পের মধ্যেও আছে বেশ রোমাঞ্চ। এক দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ আসন্ন। তবু এক রিসর্টে তারা তাদের বিয়ের ১০ বছর পূর্তিকে সেলিব্রেট করতে এসেছে, কারণ এই রিসর্ট দম্পতিদের জন্য ছাড় দিচ্ছে! এর আসল কারণ, মহামান্য বিচারক বিচ্ছেদ ঠেকানোর জন্য তাদের শেষ চেষ্টা করতে বলেছেন।

এদিকে ঘরের ভিতর ঢুকে তাদের ঝগড়া শুরু হয়। পাশের ঘর থেকে এক প্রবীণ এসে তাদের চিৎকার করতে বারণ করেন। কারণ তাঁর আত্মহত্যাতে তাদের ঝগড়া ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। জানা যায়, তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন, তাই এই আত্মহত্যা। দম্পতি তাকে বাঁচানোর জন্য নানাভাবে বোঝায়। এরপর ঘটনা বিভিন্নভাবে বাঁকবদল করে। দম্পতির ভাবনাচিন্তায় কিছু পরিবর্তন আসে। তারা কি শেষ পর্যন্ত প্রবীণকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচাতে পারে? এই নিয়েই গল্প। অভিনয়ে প্রিয়াংকা সরকার, কিঞ্জল নন্দ, চন্দন সেন, দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত প্রমুখ। গল্প, চিত্রনাট্য ও ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর সুপ্রিয় ভৌমিক।

পরিচালনা কুমার চৌধুরি। প্রযোজনা সংস্থা 'ইতি তোমার সিনেমাওয়ালা'। প্রযোজনায় আদৃতা দে। তিনি নিজেও 'ভয় পেয়ো না' সহ বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন। ছবি প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ডু নট ডিস্টার্ব ছবিতে হাসি আর মজার মলাটে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছি। তার মধ্যে অন্যতম বয়স্কদের একাকীত্ব, দাম্পত্যে ইগো ও অন্যান্য মানসিক দূরত্ব, যার ফল ভোগ করে তাদের সন্তান। সমস্যার সমাধানে যে পথ বেছে নেওয়া হয়, তা সেই সময় ঠিক মনে হলেও এর প্রকৃত খারাপ চেহারাটা তখন দেখতে পাই না। অনেকেই তাদের জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাবে আমাদের ছবি দেখে।'

নতুন প্রেম, নতুন সলমন

সুরজ বরজাতিয়ার ছবিতে প্রেম। স্বাভাবিকভাবেই সলমন খান অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, হাম আপকে হ্যায় কৌন, হাম সাথ সাথ হ্যায়, প্রেম রতন ধন পায়ো ইত্যাদি ছবি তার প্রমাণ। অনেকদিন হল সলমন খানকে নিয়ে ছবি করেননি সুরজ। দুজনের একসঙ্গে ছবি করা নিয়ে অনেক কথাও অবশ্য শোনা গিয়েছে। সম্প্রতি সুরজ বলেছেন, আরও পরিণত, বিশুদ্ধ প্রেমের গল্প নিয়ে তিনি ছবি করবেন, যাতে সলমন খান থাকবেন। এরপর সলমন-ফ্যানরা আশা করছেন খুব শিগগির এই দুজন একসঙ্গে পর্দায় আসবেন। এখন সুরজ তাঁর ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ছবি বড়া নাম করেঙ্গে নিয়ে ব্যস্ত। সলমনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছবি করার কথাও ভাবছেন তিনি। সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সলমনকে নিয়ে যে প্রজেক্ট ভাবছি, তা ওর বয়সের সঙ্গে

মানানসই হবে। তার সঙ্গে থাকবে প্রেম-এর বিশেষত্ব অর্থাৎ আনন্দ, ঝকমকে, ছটফটে, হৃদয়বান, পারিবারিক মূল্যবোধে ভরপুর এক মানুষ।'

একনজরে সেরা

রান্নায় ঋতুপর্ণা

রন্ধন পটিয়সী বা জিনিয়াস বেলা দে-কে নিয়ে ছবি করছেন ক্রীড়া সাংবাদিক, লেখক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়। নাম ভূমিকায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। বেলা দে অজস্র রান্নার বই লিখেছেন। আকাশবাণীর মহিলা মহল-এর সঞ্চালনা তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল। তাঁর শেষজীবন খুবই কষ্টে কেটেছে। সবকিছুই ছবিতে আসবে। থাকবে বেলা দে-র সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কথাও। শুটিং চলছে।

খলনায়ক অনির্বাণ

দেব-এর রঘু ডাকাত-এ ভিলেন হতে পারেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য। পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনির্বাণের প্রাথমিক কথা হয়েছে। তাঁর সম্মতিও নাকি আছে, তবে এ নিয়ে মুখ খোলেননি কেউ। দেব-এর সঙ্গে গোলন্দাজ ছবিতে অনির্বাণ ছিলেন। সম্প্রতি বিনোদিনী: এক নটীর উপাখ্যান-এর মুক্তিতে অনির্বাণ দেবকে শুভেচ্ছাও জানান। ফলে দুয়ে দুয়ে চার হচ্ছেই।

এবার জাপানে

জাপান অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সেরা বিদেশি ছবির বিভাগে প্রতিযোগিতা করবে লাপতা লেডিস, জায়গা করল প্রথম পাঁচে। অস্কারে প্রতিযোগিতা করার জন্য ভারতের অফিশিয়াল এন্ট্রি ছিল এই ছবি, তবে মূল পর্বে যেতে পারেনি। আমির খান প্রযোজিত কিরণ রাও পরিচালিত এই ছবিতে স্পর্শ শ্রীবাস্তব, প্রতিভা রান্টা, নীতাংশি গোয়েল অভিনয় করেছেন।

রাখির বিয়ে

পাকিস্তানের দোদি খানের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে রাখি সাওয়ান্তের। তিনি পেশায় পুলিশ, সামান্য অভিনয়ও করেন। এর আগে রাখির দুটি বিয়েই ভেঙে যায়। পাত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ভারত পাকিস্তান একে অন্যকে বাদ দিয়ে চলতেই পারে না। আমি পাকিস্তানিদের খুব ভালোবাসি। ওখানে আমার অনেক ভক্ত আছে। ওঁদের হানিমুন হবে সুইৎজারল্যান্ড অথবা নেদারল্যান্ডসে।

ছোটপর্দায় রেখা

গুম হ্যায় কিসিকে পেয়ার মে ধারাবাহিকে রেখা? সম্প্রতি ধারাবাহিকে স্যাভি, রজত আর সাই-এর ত্রিকোণ প্রেমের গল্পের পরিবর্তনের কথা প্রোমোতে নিজের স্টাইলে বলেছেন রেখা। প্রোমোতে সনম জোহর ও বৈভবী হানকারের প্রেম দেখা যায়। তারপরই আসে রেখার কণ্ঠ—একদিন স্বপ্ন ভাঙল... ধারাবাহিকে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে অবশ্য জানা যায়নি।

ছোট্ট তারা

শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার হোলি চাইল্ড স্কুলের প্লে গ্রুপের পড়ুয়া শির্জা সাহা ফ্যান্সি ড্রেস কম্পিটিশনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সে পড়াশোনাতেও যথেষ্ট মনোযোগী।

ইস্টার্ন বাইপাস নিয়ে বৃহস্পতিবার যৌথ সমীক্ষা

গৌতম-শিখার বাগযুদ্ধ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাসে প্রায়দিনই দুর্ঘটনা ঘটে। তারপরেও স্থানীয় বিধায়ক কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, অভিযোগ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের। জলপাইগুড়ির সাংসদ এবং বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডও নাকি নিষ্ক্রিয়, তাই এবার সরাসরি জেলা শাসকের কাছে ওই এলাকার কাজের আর্জি নিয়ে যাবেন মেয়র।

তাঁর কথায়, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত এই এলাকা জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অধীন। সেখানকার সাংসদ দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। স্থানীয় বিধায়ক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত ওদের দখলে। অথচ সাংসদ কিংবা বিধায়ক নিজেদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে কোনও টাকা এখানকার জন্য খরচ করছেন না।'

মেয়রের মন্তব্য প্রসঙ্গে যখন প্রশ্ন করা হল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে, তখন তিনি পালটা আয়নার সামনে দাঁড় করালেন গৌতমকে। ব্যাখ্যা দিলেন, 'গৌতম দেব তো বিধায়ক ছিলেন। তিনি কি জানেন না, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে কত টাকা পাওয়া যায়? আমি ইস্টার্ন বাইপাসের ইস্যুটি বারবার বিধানসভায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের নজরে এনেছি। কিন্তু তাঁরা কিছুই করেননি। তাছাড়া মেয়র নিজের এলাকায় ঘুরে দেখুন, রাস্তাঘাটের কতটা হতশ্রী চেহারা।'

ইস্টার্ন বাইপাসে মাঝেমধ্যে পথ দুর্ঘটনার নেপথ্যে অনেকেই পথবাতি না জ্বলা, রাস্তার দু'ধারে দখলদারি এবং দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন। মঙ্গলবার ট্রাফিক পুলিশ, পূর্ত (বিদ্যুৎ ও সিভিল) কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মেয়র। সেখানে ইস্টার্ন বাইপাস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হয়, গোটা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ৩০ তারিখ যৌথ প্রতিনিধিদল এলাকায় গিয়ে সমীক্ষা করবে। এরপর কোথায় কী প্রয়োজন, সেইমতো কাজ হবে।

তবে রাস্তার দু'ধার যেভাবে দখল করে রাখা হয়েছে, তা সরিয়ে ফেলতে হবে বলে এদিন স্পষ্ট জানান গৌতম। পাশাপাশি সড়কে স্পিডব্রেকার, রিফ্লেক্টর বসানো হবে। ৬৪টি পোলের মধ্যে ১২-১৪টি পোলের বাতি নিয়মিত না জ্বলার কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। সেই সমস্ত এলাকায় যাতে দ্রুত লাইট লাগানো হয়, সেই সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয় এদিনের বৈঠকে।

দুপুরে বৈঠকের পর মেয়র বলেন, 'ইস্টার্ন বাইপাস নতুনভাবে তৈরির পর তা পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং প্রচুর দুর্ঘটনা হচ্ছে। অনেকের মৃত্যুও হয়। পুলিশের তরফে বেশ কিছু প্রস্তাব রয়েছে। ডিভাইডারের মাঝখানে অনেক বেশি জায়গা ছাড়া হয়েছে, সেটা ঠিক করা হবে। আমরা পুরো রাস্তাজুড়ে লাইট লাগাতে বলেছি। পুরনিগমের জায়গায় পুরনিগম লাগাবে। বাকিটা গ্রাম পঞ্চায়েতকে করতে হবে।'

গৌতমের দাবি, 'ওখানে যা উন্নয়ন হয়েছে, তা আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন করেছি। সেখানকার সাংসদ, বিধায়ক কিছু করেননি। উন্নয়ন তহবিলের টাকা পর্যন্ত ওঁরা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে দেননি। তবে আমরা মানুষের স্বার্থে কাজ করব।' গৌতমের এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিখার কটাক্ষ, 'উনি তো নিজের এলাকায় পানীয় জলটুকু ঠিকঠাক দিতে পারেন না। আবার বড় বড় কথা।'

পুরনিগমে বৈঠকে মেয়র। মঙ্গলবার। ছবি : তপন দাস

কী পরিকল্পনা?

- ট্রাফিক পুলিশ, পূর্ত (বিদ্যুৎ ও সিভিল) কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক মেয়রের
- ইস্টার্ন বাইপাসের পরিস্থিতি দেখতে এলাকায় গিয়ে সমীক্ষা করবে যৌথ প্রতিনিধিদল

- রিপোর্টের ভিত্তিতে কোথায় কী প্রয়োজন, সেই কাজ হবে
- রাস্তার দু'ধারের দখল সরিয়ে ফেলার বার্তা গৌতমের
- সড়কে বসবে স্পিডব্রেকার ও রিফ্লেক্টর, লাগানো হবে নতুন বাতি

"ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে যা উন্নয়ন হয়েছে, তা আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন করেছি। সাংসদ, বিধায়ক কিছু করেননি। -গৌতম দেব, মেয়র

গৌতম দেব বিধায়ক ছিলেন। তিনি কি জানেন না, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে কত টাকা পাওয়া যায়? নিজের এলাকায় তো পানীয় জল দিতে পারেন না। -শিখা চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

গয়না হারানোর অভিযোগ, পরিচারিকাকে থানায় এনে মার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : গয়না হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে এক পরিচারিকাকে রাতে তুলে নিয়ে গিয়ে শিলিগুড়ি থানায় বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে দিন কাটছে শিলিগুড়ির ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বছর পঁয়ষট্টির কণিকা বিশ্বাসের।

বাড়ি থেকে বের হতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছেন তিনি। মারধর ইস্যুতে শিলিগুড়ি থানার পুলিশকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়ে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের তরফে শিলিগুড়ি কমিশনারেটে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। চিঠি পাঠানো হয় রাজ্য মহিলা কমিশনেও। এ নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং।

কণিকা ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়ায় একটি বাড়িতে বেশ কয়েকবছর ধরে কাজ করেন। বাগরাকোটে মেয়ে, জামাই আর নাতির সঙ্গে বসবাস তাঁর। কিছুদিন আগে কলেজপাড়ার বাড়িটি থেকে একটি ব্যাগ হারিয়ে যায়। এরপরই বাড়ির এক সদস্য শিলিগুড়ি থানায় সোনার গয়না হারিয়ে যাওয়ার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানা গিয়েছে। ২৩ ও ২৫ জানুয়ারি- দু'দিন রাতে পুলিশ বৃদ্ধাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। কণিকার অভিযোগ, '২৫ জানুয়ারি রাতে এক মহিলা পুলিশকর্মী লাঠি দিয়ে আমার পায়ে মেরেছে। তারপর ঠান্ডা মেঝেতে বসিয়ে রেখেছিল। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করুক, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু এই বয়সে মারধর করায় খুব কষ্ট পেয়েছি। ব্যথায় জ্বর চলে এসেছিল। পরে মেয়ে আমাকে ওষুধ এনে দেয়। আমি এতদিন ধরে ওই বাড়িতে কাজ করি, কিন্তু এখন পরিবারের কয়েকজন সদস্য আমাকে চোর প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে।'

তাঁর দাবি, 'পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবে বলে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। বলেছে, আদালতে তুলবে। কিন্তু সেসব না করে মারধর করে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে যায়। বাড়িতে ঢুকে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েও কিছু পায়নি। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানাতে চাই।' ওই বৃদ্ধার মেয়ে মামণি সরকারের কথায়, 'মা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে সুভাষপল্লি ও কলেজপাড়ার তিনটে বাড়িতে কাজ করে। আমিও রান্না করি। কেউ কোনওদিন চুরি করেছি, এমন অভিযোগ তোলেনি। নিশ্চিতভাবে এই ঘটনার পেছনে বড় মাথা রয়েছে।'

চুরি প্রসঙ্গে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ওই পরিবারের কর্তা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এই বিষয়ে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকারের মন্তব্য, 'এই ঘটনার পেছনে কে রয়েছে, তা তদন্তের মাধ্যমে বের করতে হবে। ওই মহিলার সঙ্গে কী হয়েছে, সেটা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে বের করতে হবে। রাজ্য সরকার চাইছে, যাতে এমন ঘটনা না ঘটে। সেখানে থানার মধ্যে এধরনের বর্বরোচিত ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।'

প্রশ্নে পুলিশ

- কলেজপাড়ার একটি বাড়িতে পরিচারিকা কণিকা
- ব্যাগ হারানোর পর গয়না খোয়া যাওয়ার অভিযোগ
- দু'দিন রাতে থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বৃদ্ধাকে
- ২৫ তারিখ রাতে মারধরের অভিযোগ
- বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েও কিছু পায়নি পুলিশ, দাবি বৃদ্ধার

আমি সবাইকে নিয়ে চলায় বিশ্বাসী

আড়াই দশক ধরে ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পদ সামলাচ্ছেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল। বোর্ডের রং পালটেছে, বদলাননি 'অধিনায়ক'। নানা ইস্যুতে শহরবাসীর কিন্তু বিস্তর অভিযোগ। সেসব প্রশ্নে কী প্রতিক্রিয়া চেয়ারম্যানের? শুনলেন অরুণ ঝা

জনতার চার্জশিট

জনতা : পদ আঁকড়ে থাকাই নাকি আপনার লক্ষ্য। উন্নয়নে অগ্রাধিকার ইস্যুতে প্রশ্ন ওঠে কেন?

চেয়ারম্যান : উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছি কি না, তা বলে দেবে ২৫ বছর আগেকার ইসলামপুর এবং আজকের মধ্যেকার পার্থক্য। আমার কাছে উন্নয়ন শেষ কথা, চেয়ারম্যান পদ নয়।

জনতা : আপনি একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে অভিযোগ। কী বলবেন?

চেয়ারম্যান : একনায়কতন্ত্র চালালে টানা আড়াই দশক পুর চেয়ারম্যান আছি কীভাবে? ভিত্তিহীন অভিযোগ। আমি সবাইকে নিয়ে চলায় বিশ্বাসী।

জনতা : টোটো নিয়ন্ত্রণে পুরবোর্ডের এত উদাসীনতা কেন?

চেয়ারম্যান : টোটোর সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধির জন্য দায়ী বেআইনিভাবে কারবার চালানো শোরুম। এগুলো বন্ধ করতে পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

জনতা : উদাসীনতা তো জল নিয়েও। ১৭টি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে বাধা কোথায়?

চেয়ারম্যান : একসময় শুধুমাত্র শহরের রাস্তায় ট্যাপকল ছিল। আম্রুত প্রকল্পে ৪০ কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছে।

আরও প্রায় ২০ কোটি টাকার টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন। আগামী দু'বছরের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেব।

জনতা : আপনার ওয়ার্ডের ভয়ানক দশা। রাস্তা থেকে জবরদখল সরাতে নীরবতার কারণ কি ভোটব্যাংক?

চেয়ারম্যান : মাঝেমধ্যে অভিযান চালানো হয়। আসলে স্থায়ী দোকানদাররাই সামনের অংশ দখল করে পসরা সাজাচ্ছেন। জরুরি অবস্থায় তাঁরা রাস্তা ছেড়ে দেবেন।

জনতা : গোটা শহরে জবরদখল লাগামছাড়া। নিকাশিনালার ওপর থেকে উচ্ছেদ অভিযান থমকে গেল কার চাপে?

চেয়ারম্যান : বিষয়টি সময়সাপেক্ষ। বড় নিকাশিনালাগুলো সাফাই হয় না, তা নয়। রাজ্যসড়ক সম্প্রসারণের কারণে জবরদখল অনেকটা উচ্ছেদ হয়েছে।

জনতা : নিকাশিনালা নিয়ে মাস্টার প্ল্যান তৈরির সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হল কেন?

চেয়ারম্যান : নদী না থাকার কারণে নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করা যায়নি।

জনতা : স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড থাকা সত্ত্বেও যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ জমছে, কার গাফিলতি?

চেয়ারম্যান : বাড়ি বাড়ি পুরসভার আবর্জনা সংগ্রহকারী গাড়ি যায়। তাই এমন পরিস্থিতি হওয়ার কথা নয়। সমস্যা থাকলে মেটানো হয়।

জনতা : নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগ কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান নেই কেন?

চেয়ারম্যান : প্রায়ই অভিযান চলে। সম্প্রতি দোকান থেকে ক্যারিব্যাগ বাজেয়াপ্তের পাশাপাশি ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

জনতা : শহরে পার্কিং জোন তৈরি করা গেল না কেন? অবৈধ পার্কিং নিয়ে তো হেলদোল নেই।

চেয়ারম্যান : এই সমস্যা অস্বীকার করা যাবে না। তবে পার্কিং নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।

জনতা : নির্ধারিত ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থাকলেও টার্মিনাসের সামনে বেআইনি পার্কিং করা হচ্ছে কীভাবে?

চেয়ারম্যান : টার্মিনাসের সামনের ট্যাক্সিস্ট্যান্ড নিয়ে আপাতত কোনও অসুবিধা নেই। প্রয়োজন হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।

জনতা : প্রায় একদশক মঞ্চহীন শহর। ভাবনা রয়েছে কোনও?

চেয়ারম্যান : মুক্তমঞ্চ আমরা করেছি। ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেটার শেড নির্মাণ শুরু হবে দ্রুত। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকেও নেতাজি সুভাষ মঞ্চের জন্য অর্থ বরাদ্দের আর্জি জানিয়েছি।

জনতা : দলের জেলা সভাপতি হওয়ায় পুরসভাকে বেশি সময় দিতে পারছেন না। পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী বলবেন?

চেয়ারম্যান : দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি সাংগঠনিক কাজের জন্য পুর পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার প্রশ্ন নেই। আমি নিয়মিত অফিসে আসি।

ইসলামপুর পুরসভা

জবরদখলের জেরে বেহাল বড় নিকাশিনালা।

কানাইয়ালাল আগরওয়াল
চেয়ারম্যান, ইসলামপুর পুরসভা

একনজরে

মোট ওয়ার্ড : ১৭টি
জনসংখ্যা : ৪৭ হাজার ২২১ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)
আয়তন : ১১.৪ বর্গকিলোমিটার

আবেদনে সাড়া দেয়নি কোনও স্কুল, আক্ষেপ শংকরের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে স্কুলগুলিকে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন ও ডিসপোজাল মেশিন দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষ। নিজের বিধানসভা এলাকায় থাকা স্কুলগুলিকে এজন্য চিঠিও পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অদ্ভুতভাবে বিধায়কের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিধায়ক তহবিল থেকে স্কুলের জন্য এই মেশিন নিতে আগ্রহ দেখাল না কোনও স্কুল। আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন বিধায়ক শংকর।

স্কুলগুলিতে ছাত্রীদের হেলথ হাইজিনের উপর নজর দেওয়ার কথা সরকারের তরফে বারবার সামনে আনা হয়েছে। শৌচালয়গুলি নিয়মিত পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি প্রয়োজনে ছাত্রীরা যাতে স্কুল থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিন পায়, সে ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। যদিও স্যানিটারি ভেন্ডিং ও ডিসপোজাল মেশিন কেনার আর্থিক সামর্থ্য নেই স্কুলগুলির। পেশায় শিক্ষক হওয়ায় বিষয়টা জানেন শংকর। তাই স্কুলগুলির আর্থিক পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে ছাত্রীদের হাইজিনের দিকে তাকিয়ে এই দুটো মেশিন দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন বিধায়ক। কিন্তু আগ্রহ দেখায়নি কোনও স্কুল।

"ছাত্রীদের হেলথ হাইজিনের দিকে নজর দিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবুও স্কুলগুলি থেকে পজিটিভ সাড়া পেলাম না।

শংকর ঘোষ
শিলিগুড়ির বিধায়ক

শংকরের আক্ষেপ, 'আমার বিধানসভা এলাকায় থাকা সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়কে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এখনও একটি স্কুলও লিখিতভাবে কিছু জানায়নি। ছাত্রীদের হেলথ হাইজিনের দিকে নজর দিয়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবুও স্কুলগুলি থেকে পজিটিভ সাড়া পেলাম না।' অনেকে মনে করছেন, বিরোধী বিধায়কের কাছ থেকে সাহায্য নিলে সরকারি নেতাদের রোষের মুখে পরতে হবে আশঙ্কাতেই নীরব স্কুলগুলি।

যদিও তাঁরা কোনও চিঠি পাননি বলে দাবি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সঞ্চিতা দেবের। বলেন, 'আমি বিধায়কের চিঠি পাইনি। তাছাড়া আমাদের স্কুলে স্যানিটারি প্যাড ভেন্ডিং ও ডিস্পোজাল মেশিন দুটোই রয়েছে।' নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রুম্পা সাহাও বিধায়কের কোনও চিঠি না পাওয়ার কথা জানান। পাশাপাশি তাঁর স্কুলে স্যানিটারি প্যাড ভেন্ডিং ও ডিসপোজাল মেশিন রয়েছে বলে জানান।

জমজমাট বাজার বসেছে নিবেদিতা রোডে। শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার।

অভিযান কি দায়সারা? প্রশ্নে পুরনিগম

উচ্ছেদ, ফের পসরা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : পুরনিগমের উচ্ছেদ অভিযান এবং পুনর্দখল যেন সমার্থক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শিলিগুড়িতে। প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও চলছে পুরনিগমের অভিযান, তেমনভাবেই সেই জায়গায় নতুন করে গজিয়ে উঠছে দোকানঘর।

যেমন, সপ্তাহ খানেক আগে চম্পাসারির নিবেদিতা রোডের সবজি বাজারে অভিযান চলেছিল। নিকাশিনালার ওপর যাতে কোনও দোকান না থাকে, তার জন্য ভেঙে দেওয়া হয়েছিল কংক্রিটের স্ল্যাব। কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই সেই জায়গায় নতুন করে শুরু হয়েছে ব্যবসা। যার ফলে পুরনিগমের নজরদারি এবং পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অভিযান এবং হুঁশিয়ারিতে কি দায় সারছে পুরনিগম? প্রধাননগরের নিবেদিতা রোডে নতুন করে সবজি বাজার বসায় এই প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। এই প্রশ্নের মূলে রয়েছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। ডিসেম্বরের অভিযানে সমস্ত দোকান ভেঙে দেওয়ার পর নিকাশিনালার ওপর থাকা স্ল্যাবের ওপর ব্যবসা শুরু করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। সপ্তাহ আগে আর্থমুভার দিয়ে স্ল্যাব ভাঙার দিন পুরনিগমের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল, আগামীতে জোর করে কোনও দোকান বসলে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।

তবে এমন হুমকিকে যে ব্যবসায়ীরা আমল দেননি, তা স্পষ্ট নতুন করে একের পর এক দোকান গজিয়ে ওঠায়। যদিও মুখে ভয়ভীতির কথা বলছেন। পাশপাশি যুক্তি দিচ্ছেন পেটের টানের। এখানকার ব্যবসায়ী উমাকান্ত বর্মনের কথায়, 'আমাদের পাকাপাকিভাবে কোথাও একটা বসার জায়গা করে দেওয়া হোক। আর যতদিন তা না হচ্ছে ততদিনের জন্যও অস্থায়ীভাবে কোথাও দোকান নিয়ে বসতে দেওয়া হোক, তাহলেই আমরা চলে যাব। কিন্তু কোথাও জায়গা না দিলে কতদিন ঘরে বসে থাকতে পারি? সংসার রয়েছে, টাকাপয়সা না পেলে খাব কী? সে কারণে আবারও এসে বসেছি। উঠিয়ে দিলে ফের চলে যাব।'

শংকর চৌধুরী বলেন, 'আমাদের উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে ফের বসতে বারণও করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের পেট তো চালাতে হবে। তাই এখানে না বসে কোনও উপায় ছিল না। যেদিন জায়গা পেয়ে যাব সেদিন তো চলেই যাব।' একই বক্তব্য কেষ্ট সাহা সহ বাকি ব্যবসায়ীদের।

ব্যবসায়ীদের পাশে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। তিনি বলেন, 'পেটের দায়ে করছে। ওঁরাই বা আর কী করবে।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য দাবি করছেন, 'পুরনিগমের তরফে কিছুদিন আগে অভিযান চালানো হয়েছিল। আবার বসেছে, ঠিক সময়ে সব উঠে যাবে।'

প্রজাতন্ত্র দিবসে পড়ুয়াদের র‍্যালি

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : একদল খুদে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে অংশগ্রহণ করল প্রজাতন্ত্র দিবসের র‍্যালিতে। বিপুল উৎসাহ আর দেশপ্রেম প্রকাশ পেল 'মাই ড্রিম স্কুল' -এর কর্মসূচিতে। র‍্যালিটি বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে হাকিমপাড়ায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌঁছে শেষ হয়।

'মাই ড্রিম স্কুল' -এর এই কর্মসূচির থিম ছিল, 'আওয়ার কনস্টিটিউশন, আওয়ার প্রাইড'। এর মাধ্যমে দেশের প্রজাতন্ত্রের ভিত অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার চালানো হয়। অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল তেরঙা, ব্যানার এবং প্ল্যাকার্ড। সংবিধানের গুরুত্ব, একতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে স্লোগান তোলে প্রত্যেকে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর রাহুল ধর, মাম্পি ধর কর্মসূচির সাফল্যের জন্য সমস্ত অংশগ্রহণকারী এবং সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আগুনে ক্ষতি, বাড়ি তৈরির আশ্বাস

৪১ নম্বর ওয়ার্ডে ঘটনাস্থলে মেয়র গৌতম দেব। মঙ্গলবার। -বাপ্পা রায়

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : সোমবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগরে অগ্নিকাণ্ডের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত ছয়টি বাড়ি। এরমধ্যে দুটো সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। মঙ্গলবার পুরনিগমের একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলে যায়। সেই দলে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার প্রমুখ। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য দ্রুত ঘর তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুরনিগম। এদিন দুপুরের মধ্যে ভক্তিনগর থানার তরফে খাবার, জল ও কাপড় সহ বেশ কিছু সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় তাদের কাছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, 'শর্টসার্কিটের কারণে প্রত্যেকটা বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। আমরা পুরনিগমের তরফে কর্মীদের সঙ্গে রান্নার জিনিসপত্র, খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে পরিবারগুলোর পাশে থাকার চেষ্টা করছি। দ্রুত বাড়ি তৈরি করে দিতে হবে, নয়তো শীতের মধ্যে ওরা থাকবে কোথায়। দেখি কত দ্রুত এসব করতে পারি।'

এমন একটি পরিবারের সদস্য জগদীপ পাসোয়ানের কথায়, 'আমাদের যা কিছু ছিল, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যদি প্রশাসন বা পুরনিগম সাহায্য করে, তবে হয়তো বেঁচে থাকতে পারব।' প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সেবক রোডের পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ডের উলটোদিকে জ্যোতিনগরে বাড়ি তৈরি করেছিলেন জগদীপের বাবা। সেখানেই বেড়ে ওঠা। শিখা গ্রাস করেছে ঘরে থাকা গয়না, নগদ টাকা থেকে জরুরি নথি-সবকিছু। একই অবস্থা পাশের আরও একটি বাড়ির। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত আরও কিছু পরিবার। জগদীপদের মতো সেই চারটে বাড়ির ক্ষতি না হলেও, বহু সামগ্রী নষ্ট হয়েছে।

"আমরা পুরনিগমের তরফে কর্মীদের সঙ্গে রান্নার জিনিসপত্র, খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে পরিবারগুলোর পাশে থাকার চেষ্টা করছি। দ্রুত বাড়ি তৈরি করে দিতে হবে, নয়তো শীতের মধ্যে ওরা থাকবে কোথায়। দেখি কত দ্রুত এসব করতে পারি।

গৌতম দেব
মেয়র, শিলিগুড়ি

মুখস্থ নয়, সৃজনশীলতায় জোর শিক্ষকের

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : শিক্ষাদান মানে শুধু পাঠ্যবই গড়গড় করে মুখস্থ নয়। বরং একটা সৃজনশীল পরিবেশ তৈরি করে পড়ুয়াদের শেখার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। এমনটাই মনে করেন শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কাঞ্চন দাস। তবে স্কুলে তার অন্য একটা নাম রয়েছে- 'গান মাস্টার'। এই 'গান' বন্দুক নয়, সংগীত।

ক্লাসে কঠিন বিষয়গুলিকেও কাঞ্চন গানের মাধ্যমে সহজভাবে উপস্থাপন করেন। রীতিমতো গানের মধ্য দিয়ে পড়া বোঝান এই শিক্ষক। আর তাই তাঁর এরকম নাম। বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি কিংবা বিজ্ঞান, সমস্ত বিষয়ে তিনি গানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মুগ্ধ করেন।

কাঞ্চনের কথায়, 'গান শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখতে এবং শেখার প্রক্রিয়াকে আনন্দময় করতে সাহায্য করে। যেসব শিশুরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না তারা গান শুনে সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারে।'

শিক্ষার্থীরাও এ পদ্ধতিতে অত্যন্ত আগ্রহী। নেতাজি বয়েজ প্রাথমিকের ক্লাস ওয়ানের আয়ুষ, সুদীপ বা ক্লাস থ্রির কৌশিক, প্রিয়াংশু সবার কাছেই খুব প্রিয় তাদের 'গান মাস্টার'। তাদের কথায়, স্যর গান করে পড়ালে তারা খুব সহজে বিষয়টা মনে রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় ক্লাসরুমে না পড়িয়ে খোলা মাঠে পড়ান 'গানের মাস্টার'। আমাদের পড়াশোনা এখন অনেক মজার হয়ে গিয়েছে।

অভিভাবকরাও কাঞ্চনের পড়ানোর পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। স্থানীয় এক অভিভাবক জানালেন, এতদিন শিশুদের পড়াশোনায় তেমন আগ্রহ দেখতে পেতেন না। এখন তারা বাড়িতে এসেও স্যরের গানের কথা গেয়ে পড়া মনে রাখে। কাঞ্চন দাসের এই সৃজনশীল উদ্যোগ শুধু তাঁর বিদ্যালয়েই নয়।

তার এই পদ্ধতিকে আরও বাড়াতে তাঁকে সম্মানিতও করা হয়। তাঁর উদ্যোগকে অন্য বিদ্যালয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'শিক্ষা যদি আনন্দের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া যায়। তবে তা আরও ফলপ্রসূ হয়। সকল শিক্ষক যদি মজার ছলে পড়ুয়াদের পড়ান তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থা আরও প্রাণবন্ত এবং উপযোগী হয়ে উঠবে।'

নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়

গানের মধ্য দিয়ে পড়া বোঝাচ্ছেন কাঞ্চন দাস।

আতঙ্কের জনস্রোত।। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দক্ষিণ গাজা থেকে নিরাপত্তার খোঁজে গৃহহীন মানুষের মিছিল। সৈকতের পথ ধরে লক্ষ্য শহর। -এএফপি

ছাড়পত্র বাতিলের দাবি

তিস্তা-৩ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরোধিতা বিজেপির

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : তিস্তা-৩ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল বিজেপি। একইসঙ্গে বন ও পরিবেশমন্ত্রকের ছাড়পত্র বাতিলের দাবি তুলেছে সিকিমের পদ্ম শিবির। তিস্তা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সায় দিয়েছে মন্ত্রকের এক্সপার্ট অ্যাপ্রেজেল কমিটি। যেখানে এখনও সাউথ লোনাক লেকের বিপর্যয়ের ক্ষত রয়েছে, কিছুতেই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারছে না সিকিম, তখন কীভাবে, কেনই বা ছাড়পত্র দেওয়া হল, তা নিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপির সিকিমের মুখপাত্র পাশাং শেরপা এবং মিডিয়া ইনচার্জ নীরেন ভাণ্ডারী।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা বলেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে সিকিমকে নতুনভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। যা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ছাড়পত্র বাতিল না হলে আন্দোলনের হুমকিও দিয়েছেন তাঁরা।

> সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ে অন্তত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সিকিমের ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। এমন ভয়াবহ বিপর্যয়ের মূলে যে তিস্তার ওপর থাকা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি, তা এখন জলের মতো পরিষ্কার। এরপরেও কেন নতুন করে তিস্তা-৩ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটি তৈরির ছাড়পত্র দেওয়া হবে?
>
> **পাশাং শেরপা** মুখপাত্র
> বিজেপি রাজ্য কমিটি

২০০৬-এ গণশুনানির সময় তিস্তা-৩ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি নিয়ে আপত্তি উঠেছিল। সে সময় সিকিমের পাশাপাশি কালিম্পংয়ের একটা বড় অংশকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন অনেকেই। ২০২৩-এর ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক বিপর্যয়ে ওই আশঙ্কা অনেকাংশেই সত্যি হয়। এরই মধ্যে সামনে এসেছে প্রকল্পটির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়টি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কেন্দ্রের ক্ষমতায় বিজেপি থাকলেও ওই দলেরই সিকিম শাখা বিষয়টি নিয়ে সরব হয়ে ছাড়পত্র বাতিলের দাবি তুলেছেন।

মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য কমিটির মুখপাত্র পাশাং শেরপা বলেন, 'সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ে অন্তত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সিকিমের ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। এমন ভয়াবহ বিপর্যয়ের মূলে যে তিস্তার ওপর থাকা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি, তা এখন জলের মতো পরিষ্কার। এরপরেও কেন নতুন করে তিস্তা-৩ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটি তৈরির ছাড়পত্র দেওয়া হবে?' মিডিয়া ইনচার্জ নীরেন ভাণ্ডারীর বক্তব্য, 'প্রকল্পটিতে সাত হাজার কিউমেক জল ধারণক্ষমতার পরিবর্তে ১৯,৯৪৬ কিউমেক করতে বলা হয়েছে। যা নতুন করে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। তাই চরম বিরোধিতার পাশাপাশি আন্দোলনের সিদ্ধান্ত।'

প্রকল্পটি নিয়ে সিকিম বিজেপির তরফে বেশ কিছু দাবি তোলা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল, ১) নতুন করে সমীক্ষা করার পরই ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ২) নতুন করে প্রকল্পটি হলে পরিবেশে তার কী প্রভাব পড়তে পারে তা খতিয়ে দেখতে হবে। ৩) প্রকল্পটির ক্ষেত্রে নতুন করে গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে, তা প্রাধান্য দিতে হবে সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের বক্তব্য। ৪) সিকিমের সুরক্ষার বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাং বলছেন, 'আমরাও উন্নয়ন চাই। কিন্তু পরিবেশ ধ্বংস করে মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া উন্নয়নের বিরোধী আমরা।'

মালদার বৈষ্ণবনগরে মৃত এক

মদের আসরে গুলি

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৮ জানুয়ারি : মালদায় ফের শুটআউট। এবারের ঘটনাস্থল বৈষ্ণবনগর থানার বীরনগর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মদের আসরে গোলমালের জেরে গুলিবিদ্ধ হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিকেলে ভর্তি। গুলি কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত নিমাই ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আক্রান্ত মদ বিক্রেতা নিরঞ্জন দাস জানিয়েছেন, 'বাকিতে মদ না দেওয়াতেই নিমাই গুলি চালায়।'

বীরনগরের রাধানাথটোলা গ্রামে নিজের বাড়িতেই মদের দোকান চালান নিরঞ্জন দাস। এদিন সন্ধ্যায় নিমাই সহ আরও কয়েকজন সেখানে মদ খেতে গিয়েছিল। সেখানেই নিমাই ও তার সঙ্গীরা নিরঞ্জনের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। বুক ও পেটের মাঝামাঝি জায়গায় নিরঞ্জনের গুলি লাগে। ভয়ে বাকিরা পালিয়ে গেলেও ঘরের ভেতরে থাকা প্রদীপ কর্মকার (৫০) নামে এক খরিদ্দারও গুলিবিদ্ধ হন। প্রতিবেশীরা গুলির শব্দ পেয়ে ছুটে আসেন। ততক্ষণে নিমাই ও তার দলবল পালিয়ে গেছে। নিরঞ্জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির বারান্দায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা প্রথমে তাঁকে বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়, পরে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়।

এদিকে খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর থানার আইসি'র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। নিরঞ্জনের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে একটা ঘরের ভেতর থেকে প্রদীপকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। নিরঞ্জন সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আমি মদ বিক্রি করি। নিমাই বাকিতে মদ চেয়েছিল। আমি না দেওয়াতে ও গালাগালি শুরু করে, হঠাৎই বন্ধুক বের করে আমার বুকের কাছে গুলি চালিয়ে দেয়।'

পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, 'ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। ইতিমধ্যে মুল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর কারা যুক্ত ছিল, কেন এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

নিরঞ্জনের এক আত্মীয় শিবম মণ্ডল বলেন, 'নিমাইয়ের সঙ্গে নিরঞ্জনের যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক ছিল। হঠাৎ কী এমন গণ্ডগোল হল যে গুলি চালাতে হল, তা বুঝতে পারছি না। প্রদীপকেই বা কেন গুলি করল সেটাও রহস্য।'

বীরনগর পঞ্চায়েত প্রধান পিঙ্কু দাস বলেন, 'নিরঞ্জন বহুদিন ধরেই বাড়িতে মদের কারবার করত। আজকে কী নিয়ে গণ্ডগোল সেটা বলতে পারব না। যতদূর জানি, সকলেই স্থানীয় এবং একে অপরের পরিচিত ছিল। পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

বীরনগরেরই বাসিন্দা বিজেপি নেতা প্রাক্তন বিধায়ক স্বাধীন সরকারের মন্তব্য, 'গোটা জেলাজুড়ে যখন তখন শুটআউটের ঘটনা ঘটছে। মানুষের নিরাপত্তা নেই। এত বন্দুক কোথা থেকে আসছে?'

- মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৈষ্ণবনগরের বীরনগর বাজার এলাকায় নিরঞ্জন দাসের বাড়িতে মদের আসর বসেছিল
- নিরঞ্জন সহ আরও বেশ কয়েকজন ওই মদের আসরে ছিল। তখনই তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়
- বচসার মধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে নিরঞ্জন ও বীরনগর গ্রামের বাসিন্দা প্রদীপ কর্মকারকে গুলি করে নিমাই ঘোষ। বাকিরা মদের আসর থেকে ভয়ে পালিয়ে যায়
- প্রদীপ ও নিরঞ্জনকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। যদিও প্রদীপকে বাঁচানো যায়নি
- ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নিমাই ঘোষকে রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়

২৬টি মোষ উদ্ধার, ধৃত ১

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ জানুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে অসমে পাচারের আগে ২৬টি মোষ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত আলতামাস উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ একটি গাড়িতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সৈয়দাবাদের কাছে সন্দেহজনক গাড়িটি পুলিশ আটক করে। তল্লাশি চালাতেই ২৬টি মোষ উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া মোষ খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। সেইসঙ্গে পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনায় পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে কোচবিহারের বানারহাটেও মোষসহ গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

কলার ধরে

প্রথম পাতার পর

তারা বহিরাগতদের পথ আটকাতেই ওদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নজরে পড়ে। এরপরই বহিরাগতদের বেঁধে, রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর শুরু করে। মারের চোটে কাহিল হয়ে যায় বহিরাগত দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে সিউড়ি থেকে যাওয়ার পর বাবুর লোকজন পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

বাবু চিৎকার করে বলতে থাকে, 'ইয়াসিনের দলবল গ্রামে অশান্তির চেষ্টা করছে। ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।' এই গলাবাজি বাবুর অনুগামীদের বিক্ষোভে ঘি ঢালে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইসি আটক করলেও দলবলের বাধায় হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায় বাবু। এরপর তার শাগরেদরা ট্যানাহ্যাঁচড়া করতে থাকে আইসি ও তাঁর সহকর্মীদের।

সেই সময় বাবুর এক অনুগামীর আইসি'র কলার টেনে ধরার ছবি সংবাদ ও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়, যা পুলিশের অসহায় দশাকে প্রকট করেছে। পরে অবশ্য বিরাট পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ধৃত মোল্লা ও রসুলউদ্দিন আনসারির হেপাজত থেকে তিনটি পিস্তল ও ছ'টি গুলি উদ্ধার হয়েছে। আটক করা হয়েছে ১০টির বেশি বাইক।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ইদানীং ইয়াসিনের দাপট কমে গিয়েছিল বাবুর উত্থানে। অনেকদিন গ্রামছাড়া থাকার পর ইয়াসিন সদ্য গ্রামে ফিরেছে। নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় ও গ্রামের রাশ ফের হাতে নিতে সে দুষ্কৃতীদের জড়ো করেছিল।

এই দাবি সময়ের দাবি

প্রথম পাতার পর

দ্বিতীয় সচিবালয় হিসাবে অনেক বেশি কার্যকর ও সক্রিয় হবে। বঞ্চনাজনিত আঞ্চলিক ক্ষোভ-বিক্ষোভ নিরাময়ে, রাজনীতির মূলস্রোতের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের সংযুক্তির প্রশ্নে, শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় বিধানসভা ভবন অনুঘটকের কাজ করবে। দ্বিতীয় বিধানসভা ভবন প্রতিষ্ঠা, কার্যকর হলে আমাদের রাজ্য সরকার অন্যান্য রাজ্যগুলির সামনে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারবে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে শিলিগুড়ির ভূ-অবস্থানগত এবং কৌশলগত গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি চিকেন নেকের অংশ। জাতীয় সুরক্ষার প্রশ্নে শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সেনা ও বায়ুসেনা শিবির। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, মায়ানমার সহ তিব্বতীয় চিনের প্রবেশদুয়ার আজকের শিলিগুড়ি। জাতীয় মহাসড়ক, রেলপথ ও আকাশপথে সরাসরি সংযুক্ত এই শহর। জাতীয় স্বার্থের নিরিখে শিলিগুড়ির গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। বিস্তৃত চা বাগান, নিকটস্থ পাহাড়ি অঞ্চল ও বনভূমি, শিলিগুড়িকে গড়ে তুলেছে পরিবেশবান্ধব ও অতিথিবৎসল শহর। শিলিগুড়ির নগরায়ণের গতি, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারত সহ এশিয়া মহাদেশের যে কোনও শহরের কাছে ঈর্ষণীয়।

দার্জিলিং, সিকিম, নেপাল সহ নিম্ন অসমের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র শিলিগুড়ি। এই শহরে নানান কাজে প্রতিদিন আসেন কয়েক লক্ষ মানুষ। শহরের পরিকাঠামো প্রধানত গড়ে উঠেছে ব্যক্তি পুঁজির উদ্যোগে। আবাসন, হোটেল, মল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নার্সিংহোম ইত্যাদি গড়ে উঠেছে ব্যক্তি পুঁজির উপর নির্ভর করেই। শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাজধানী হলে বিনিয়োগ বাড়বে। সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে কর্মসংস্থানের সুযোগও।

দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করে এখন থেকেই শিলিগুড়িকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে গড়ে তুলতে শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নে মনোযোগী হওয়া দরকার রাজ্য, কেন্দ্র দুই সরকারেরই। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত শিলিগুড়িকে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসা। টেবিল টেনিসের শহর শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক মানের ইন্ডোর ও আউটডোর স্টেডিয়াম এবং এই অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবায় এইমস তৈরি আশু প্রয়োজনীয়। উত্তরবঙ্গের মানুষের চাহিদাকে মর্যাদা দিয়ে রাজ্য সরকারের সক্রিয়তা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা, শহর শিলিগুড়িকে আরও সক্ষম করে গড়ে তুলবে তা আশা করা যায়।

মালদায় তোপ দাগলেন উদয়ন

নির্যাতিতার বাবা-মাকে আক্রমণ

মালদা ও কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের মামলায় রায় নিয়ে উচ্চআদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। ঠিক এমনই আবহে মালদা এসে ওই প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'নির্যাতিতার পরিবার কী বলল, তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ বিষয়টি এখন রাজ্য ও সিবিআইয়ের।' নির্যাতিতার পরিবার কী চাইছে না চাইছে, সেই বলার কোনও মূল্য থাকে না। এটা একদিকে সরকার, অন্যদিকে অভিযুক্ত।'

তাঁর আরও বক্তব্য, 'নির্যাতিতার পরিবার কী চায় তা পরিবারের লোকেরা বলতে পারবেন। তবে ক্রিমিন্যাল কেসগুলো যখন একবার হয়ে যায়, তখন পরিবারের আর কিছু থাকে না। তখন ওটা হয়ে যায় রাজ্য এবং অভিযুক্তের মধ্যে। সেখানে পরিবারের কিছু বলার থাকে না।'

ইতিমধ্যে আরজি কর মেডিকেল কলেজের দুর্নীতি মামলায় তদন্তকারী সংস্থা ইডি'র ভূমিকায় বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর বসু। এহেন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার মালদা কলেজের একটি অনুষ্ঠানে উদয়নের মন্তব্য নতুন করে বিতর্কে ইন্ধন জোগাল।

মালদা কলেজের বিজ্ঞান ভবনের উদ্বোধন করতে এসে আরজি কর নিয়ে মন্ত্রীর অভিমত, 'নির্যাতিতার পরিবারের তরফে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম বলা হচ্ছে। প্রথমে সিবিআই তদন্তের দাবি করা হয়েছিল। ওনারা রাজ্য পুলিশের উপর ভরসা রাখতে পারেননি। ফলে সিবিআই হয়েছে। কোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত হয়েছে। তারপরেও সিবিআই কোর্টে এমন কিছু প্রোডিউস করতে পারেনি যাতে প্রমাণ হয়, এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে। এছাড়াও কেসটা যে বিরলের মধ্যে বিরলতম, তাও সিবিআই প্রমাণ করতে পারেনি। তাই ফাঁসি হয়নি, যাবজ্জীবন হয়েছে। এখন রাজ্য সরকার ফাঁসির জন্য আবেদন জানিয়েছে। দেখা যাক কী হয়।'

গত ২৬ জানুয়ারি মালদার সীমান্ত সুকদেবপুরে তেরঙা হাতে অভিযান করতে গিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী কাঁটাতার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উদয়নবাবুর পালটা জবাব, 'কেউ যদি এই মন্তব্য করে আনন্দ পেতে চান, তবে আমি সেই আনন্দ নষ্ট করতে চাই না।'

এদিন, নির্যাতিতার বাবা-মা'র সমালোচনা করে মদন মিত্র বলেন, 'প্রতিদিন কথা বদলে যাচ্ছে। বিজেপি, সিপিএমের মতো কথা ওদের মুখে। তাহলে কী ক্ষতিপূরণ চান, সেটা মুখে বলুন? এমনিতেই কয়েকশো কোটি টাকা ডাক্তারদের আন্দোলনে উঠে গিয়েছে। আপনারা চাইলে এই মুহূর্তে হাজার হাজার কোটি টাকা উঠে যাবে। সেটা যদি চান ওই টাকা দিয়ে মেয়ের নামে ভালো কাজ করবেন, তাহলে করুন।' তাঁর এই মন্তব্যের পরই সমালোচনার ঝড় ওঠে। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'আমি ওঁকে টাকা দেব, আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন। উনি নামকরা তৃণমূল নেতা। যত টাকা দিয়ে ঢাকতে চাইছেন, তার চেয়ে বেশি টাকা আমি দেব। আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন।' এদিন নির্যাতিতার বাবা-মার সম্পর্কে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্রথম থেকে নানা সময় নানারকম মন্তব্য রাখছেন। তাঁরা নিজেদের মত দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। কিছু লোক মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে নিজেদের স্বরূপটা প্রকাশ করে ফেলেছেন। আমার ধারণা, এখনও পর্যন্ত নির্যাতিতার বাবা-মা সিপিএমের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। সিপিএম তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণের জন্য বাবা-মাকে ব্যবহার করছেন।'

> নির্যাতিতার পরিবার কী চায় তা তাঁরাই বলতে পারবেন। তবে ক্রিমিন্যাল কেস যখন একবার হয়ে যায়, তখন পরিবারের আর কিছু করার থাকে না। তখন ওটা হয়ে যায় রাজ্য-অভিযুক্তের মধ্যে।
>
> **উদয়ন গুহ**

মাদক রুখতে

প্রথম পাতার পর

টিকিয়াপাড়া অথবা প্রধাননগর-চম্পাসারির বিভিন্ন এলাকাতেই প্রকাশ্যে বহু জায়গায় মাদকের কারবার চালু রয়েছে। মাঝেমধ্যেই এই নিয়ে গণ্ডগোলেরও খবর পাওয়া যায়। কিন্তু কাউকে ধরে আনলেই চলে আসে নেতার দল। বাধ্য হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়, আক্ষেপ ভক্তিনগর থানার এক আধিকারিকের।

কিছুদিন আগে এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করতে গেলে শহরের এক জনপ্রতিনিধি তাকে ছাড়ানোর জন্য অনুরোধ করে বসেন। শিলিগুড়ি থানার এক পুলিশকর্তার কথায়, 'ওই নেতা নিজেই মাদক বিরোধী অভিযান চালান। সংবাদমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে ঢালাও করে খবরও হয়। অথচ কয়েকমাস আগে এক মাদক কারবারিকে ধরতেই তিনি রাতে ঘটনাস্থলে হাজির তাকে ছাড়াতে। যদিও আমরা কোনও কথা শুনিনি। ওই মাদক কারবারিকে পাকড়াও করেছি।' যদিও এই ধরনের ঘটনা সমর্থনযোগ্য নয় বলে মনে করেন শিলিগুড়ির মেয়র ও তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গের মুখপাত্র গৌতম দেব। তিনি বলছেন, 'শহরের খুব কাছেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। তাই এব্যাপারে আমাদের সকলকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে। অনেকেই বলে থাকেন পুলিশ মদত দিচ্ছে, রাজনৈতিক দল সাহায্য করছে, কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়। আমরা পুরনিগমের ক্ষমতায় আসার পরই পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। এক-ট্রাফিক, দুই-মাদক। পুরনিগমের তরফে এব্যাপারে লাগাতার সচেতনতা অভিযান চালানো হচ্ছে। পুলিশও অভিযান চালাচ্ছে।' তাঁর যুক্তি, 'শহরকে পরিষ্কার করার পাশাপাশি এই সমস্যাকেও নির্মূল করতে হবে। এজন্য গভীরভাবে চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। কে কোথায় কাকে ছাড়াতে যায়, সেব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।'

মাদক কারবারে ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে প্রায় সব দলের নেতাদের বিরুদ্ধেই। এই যেমন মাস দেড়েক আগে এনজেপি থানায় এক গাঁজার কারবারিকে ছাড়াতে এসেছিলেন ফুলবাড়ির বিজেপি নেতা। সিপিএম নেতারাও কম যান না। এনজেপির এক সমাজসেবী বলছেন, 'নেতারা সব মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সেই কারণে দেখবেন, মাদক কারবার নিয়ে কেউ কারও বিরুদ্ধে সেভাবে মুখ খোলে না।'

তবে, এসব ঘটনায় পুলিশ কোনও দলের কোনও নেতার সুপারিশ যাতে না মানে, সেই আর্জি জানাচ্ছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক ও বিজেপির রাজ্য সম্পাদক শংকর ঘোষ। তিনি বলছেন, 'এই ধরনের সুপারিশ নিয়ে আমার কাছে কেউ কোনওদিন আসেনি। বরং আমাদের দলের কর্মীরা, বিশেষ করে মহিলারা বারবার এসব বন্ধ হওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। আমিও পুলিশ কমিশনারকে একাধিকবার মাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছি। পুলিশকে বলব, এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে কোনও সুপারিশ মানার প্রয়োজন নেই। আইনের পথে চললে পুলিশ ও প্রশাসনেরও কাজ করতে সুবিধা হবে।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার ও সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্য শরদিন্দু চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'শহরে মাদক কারবার বন্ধের জন্য বোর্ড সভায় প্রস্তাব দিয়েছি। পাড়ায়-পাড়ায় ওয়ার্ড কমিটি, বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে নাগরিকদের নিয়ে শিবির করা হোক। সচেতনতা বৃদ্ধি করা না গেলে মাদকের কারবার প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। যারা এসব কাজে হস্তক্ষেপ করে কিংবা অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য পুলিশকে সুপারিশ করে তারাও সমান দোষী।' এমন সকলের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তিনি। (শেষ)

রাজপথে জেলা শাসক, বাজেয়াপ্ত ১০টি ট্রাক

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ২৮ জানুয়ারি : বেআইনি কারবার রুখতে এবার রাজপথে নামলেন কিশনগঞ্জের জেলা শাসক অমিত রাজ। তাঁর নেতৃত্বে সোমবার রাতের অভিযানে আটক হল ১০টি ট্রাক। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, অধিকাংশ গাড়িতেই ছিল না বৈধ নথি। তবে প্রতিটি গাড়িতে ছিল কয়লা থেকে বালি-পাথর। এমন কারবারে নাম উঠে আসছে এলাকার কিছু রাঘববোয়ালের। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে খবর। জেলার গলগলিয়া চেকপোস্টে জেলা শাসকের নির্দেশে ২৯জানুয়ারি থেকে ২৮ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে বিশেষ পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ওই বাহিনী রিলে পদ্ধতিতে সেখানে তল্লাশি চালাবে। কোনও অবৈধ পণ্যবাহী ওভার লোডিং ট্রাক বিনা নথিতে বিহার বা জেলায় ঢুকতে না পারে। এমন ট্রাক ধরা পড়লে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক সূত্র জানানো হয়েছে। প্রয়োজনে এই নির্দেশের সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে।

রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জাতীয় সড়ক ধরে বেআইনিভাবে কয়লা, বালি-পাথর পাচার চলছে বলে অভিযোগ উঠছিল। সোমবার রাতে হঠাৎই পুলিশ এবং বিশেষ টাস্ক ফোর্স নিয়ে জেলা শাসক ৩২৭ই জাতীয় সড়কের গলগলিয়া চেকপোস্ট এলাকায় অভিযান চালান। এই অভিযানে আটক হয় ১০টি ট্রাক। এর মধ্যে তিনটি গাড়িতে ছিল কয়লা। কিন্তু গাড়িতে থাকা চালক বা খালাসির কাছে ছিল না রাজস্ব সংক্রান্ত কোনও নথি। যে কারণে গাড়িগুলি সহ চালক ও খালাসিকে গলগলিয়া থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই কারবারের পিছনে আন্তঃরাজ্য পাচারচক্র যুক্ত বলে প্রশাসনিক কর্তারা মনে করছেন। কিশনগঞ্জ জেলায় থাকা ২৭ এবং ৩২৭ই, দুটি জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই অবৈধ কারবার চলছে বলে অভিযোগ উঠছিল। যার পিছনে রয়েছেন জেলারই কিছু প্রভাবশালী। তাঁদের মদতেই নথিহীন ট্রাকগুলি রাতে উত্তরবঙ্গ এবং বিহার থেকে বিভিন্ন রাজ্য কয়লা, বালি-পাথর পাচার করছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি বিহারের কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। এমন খবর যায় জেলা শাসকের কানেও। যার জেরেই তাঁর এই অভিযান। জেলা শাসক জানান, এমন অভিযান চলবে।

জেলায় এমন পদক্ষেপ অবশ্য নতুন নয়। এমন কারবার বন্ধে ডিসেম্বরে গলগলিয়া চেকপোস্টের একাধিক কর্মীকে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয় জেলা শাসকের নির্দেশে। নতুন কর্মী নিয়োগের পাশাপাশি পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধিতে একাধিক ট্রাক আটক হয় গত এক মাসে। এর আগেও বৈধ কারবার বন্ধ করতে একাধিক জেলা শাসক পদক্ষেপ করেছেন।

ট্যাংকারে মদ পাচারে ধৃত

কিশনগঞ্জ, ২৮ জানুয়ারি : আরারিয়া আবগারি দপ্তর ও পুলিশ মঙ্গলবার সকালে জিরো মাইলে ৩২৭-ই জাতীয় সড়কে তল্লাশি চালিয়ে একটি তেলের ট্যাংকার থেকে ১৮০০ লিটার বিদেশি মদ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে দুজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। ওই মদ ট্যাংকারের গোপন চেম্বারে ছোট-বড় নানা কার্টনে রাখা ছিল। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রামপুকার সিং জানান, ওই মদ অরুণাচলপ্রদেশ থেকে বিহারের বৈশালীতে পাচার হচ্ছিল।

দেয়নি হেলমেট

প্রথম পাতার পর

রাস্তায় ইচ্ছুক মেয়েদের দেখলে ফুল তাঁদের দিয়ে দেব।' বলেই পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে 'ফুল নেবেন নাকি' বলতে বলতে দ্রুতগতিতে এলাকা ছাড়লেন তাঁরা।

এক নাবালক উলটোদিকে স্কুটি চালানোর সময় তাকে আটকে বাড়ির লোকেদের খবর পাঠায় পুলিশ। অভিভাবকরা এলে পুলিশের তরফে নাবালকদের হাতে গাড়ির চাবি না দেওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়। এরপর এক পুলিশকর্মী নাবালকের বাড়িতে নিজে গিয়ে স্কুটি দিয়ে আসেন।

আশপাশ দিয়ে যাঁরা যাচ্ছিলেন তাঁরা অনেকেই চালক ও আরোহীদের ভাবভঙ্গি দেখে বিরক্ত। পথচলতি রূপক সরকার বলেন, 'কোনও দুর্ঘটনা ঘটলেই পুলিশ ও প্রশাসনকে দোষ দেওয়া হয়। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে নিয়ম মেনে গাড়ি চালানোর লোকের থেকে নিয়ম ভাঙার সংখ্যাই বেশি।' দিনদুপুরে এমন কাণ্ডকারখানা দেখে তখন ভিআইপি মোড়ের বহু ব্যবসায়ী রাস্তায় ভিড় করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে বলতে শোনা যায়, 'নিয়মভঙ্গ করলে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা জরিমানা হওয়া উচিত।'

টেরিটোরিয়াল বিভাগের এন্ট্রি ফি মকুব নয়

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বন্যপ্রাণ বিভাগ পর্যটকদের এন্ট্রি ফি মকুব করে দিয়েছে। কিন্তু বন দপ্তরের টেরিটোরিয়াল বিভাগ এখনও এন্ট্রি ফি নিচ্ছে বলে অভিযোগ। যা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গে গরুমারা ও নেওড়াভ্যালি এবং সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান, মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য, বক্সা বাঘবনে পর্যটকদের এন্ট্রি ফি তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বন বিভাগের টেরিটোরিয়ালের নর্দার্ন সার্কলের মুখ্য বনপালের অধীনে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগে এখনও এন্ট্রি ফি নেওয়া হচ্ছে। টেরিটোরিয়ালের নর্দার্ন সার্কলের অধীনে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগও রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীন পর্যটকদের ভাড়াগাড়িতে জঙ্গলে ঢোকার জন্য পর্যটকপিছু ২০০ টাকা এন্ট্রি ফি এবং রোড ট্যাক্স জনপ্রতি ৮০ টাকা করে মকুব করা হয়েছে। কিন্তু কোচবিহার বন বিভাগ ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগে পর্যটকদের জন্য আগে থেকে ধার্য করা এন্ট্রি ফি এখনও মকুব করা হয়নি।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের লাটাগুড়ি ফরেস্ট রেঞ্জ থেকে লাটাগুড়ির জঙ্গল ও বড়দিঘি এলাকায় পর্যটকদের মাথাপিছু ২০ টাকা এন্ট্রি ফি নেওয়া হয়। গাড়ির ভাড়া, গাইড ও নাচগান দেখার জন্য আলাদা করে পর্যটকদের দিতে হয়। অন্যদিকে, কোচবিহার বন বিভাগেও মাথাপিছু খরচ প্রায় একই রকম। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগে এখন জঙ্গল সাফারির কোনও পরিষেবাই চালু হয়নি।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'লাটাগুড়িতে আমাদের একমাত্র জঙ্গল সাফারি করানো হয়। পর্যটকপিছু এন্ট্রি ফি খুবই কম মাত্র ২০ টাকা। বন্যপ্রাণ বিভাগে এন্ট্রি ফি অনেক বেশি।'

বন দপ্তরের টেরিটোরিয়াল বিভাগের নর্দার্ন সার্কলের মুখ্য বনপাল এসকে মোলে অবশ্য জানিয়েছেন, টেরিটোরিয়ালের অধীনে জঙ্গল সাফারিতে খুবই সামান্য টাকা পর্যটকদের দিতে হয়। এখনও উপরমহল থেকে এন্ট্রি ফি মকুব করার কোনও নির্দেশিকা আসেনি। ছুটির দিন ছাড়া অন্যান্য দিন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের লাটাগুড়ি প্রকৃতি পরিচিতিকেন্দ্র থেকে জঙ্গল সাফারির জন্য পর্যটকদের এন্ট্রি ফি ছাড়াই জঙ্গলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। অথচ কাছেই লাটাগুড়ি রেঞ্জ থেকে পর্যটকদের এন্ট্রি ফি ২০ টাকা করে দিয়ে তবেই জঙ্গলে বেড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়। পর্যটন ব্যবসায়ী সব্যসাচী রায় বলেন, 'এন্ট্রি ফি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। তাতে কম টাকার এন্ট্রি ফি নেওয়া হোক। একেবারে মকুব করা হলে জঙ্গলে ঢুকতে ভিড় বাড়বে। জঙ্গলের ওপর চাপ বাড়বে। এক্ষেত্রে বন্যপ্রাণ বিভাগ এন্ট্রি ফি পুরোপুরি মকুব করে দেওয়ায় আগামীদিনে সমস্যা বাড়বে।' লাটাগুড়িতে বেড়াতে আসা পর্যটক সায়ন্তন বসু বিশ্বাসের কথায়, 'আমরা বন্যপ্রাণ বিভাগের যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচটাওয়ারে গিয়েছিলাম। এন্ট্রি ফি নেয়নি। তবে ২০ বা ৫০ টাকা এন্ট্রি ফি দিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে পর্যটকদের কোনও সমস্যা হবে না বলেই আমি মনে করি।'

লাটাগুড়ি রেঞ্জের বড়দিঘি ফরেস্টে জঙ্গল সাফারিতে যাওয়ার রাস্তা।

রোহিত-যশস্বীদের ছাড়ল মুম্বই

নেতৃত্বের প্রস্তাব ফেরালেন বিরাট

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি : ১৩ বছর পর দিল্লি রনজি দলে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা। দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ডিডিসিএ) চেয়েছিল অধিনায়কের দায়িত্বেই ফিরুক মহাতারকা। যদিও সেই সম্মান নিতে নারাজ বিরাট কোহলি স্বয়ং।

মহাতারকার ইগো সরিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন বর্তমান অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনির নেতৃত্বে খেলতে তাঁর আপত্তি বা অসুবিধা নেই। রেলওয়ের বিরুদ্ধে বুধবার শুরু ম্যাচে সাধারণ সদস্য হিসেবে মাঠে নামবেন।

২০১২ সালে শেষবার রনজি খেলেছিলেন বিরাট। জাতীয় দলে তিন ফর্ম্যাটের ধকল, আইপিএল সহ ব্যস্ত সূচির কারণে ঘরোয়া ক্রিকেটমুখী হননি তারপর। যদিও গত কয়েকটি সিরিজের ব্যর্থতা এবং ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে বোর্ডের নির্দেশিকার পর সিদ্ধান্ত বদল।

কাঁধের চোটের জন্য দিল্লির গত ম্যাচে খেলতে পারেননি। আগামীকাল রেলওয়ে ম্যাচের আগে পুরোদস্তুর ফিট। সতীর্থদের সঙ্গে এদিন চুটিয়ে প্র্যাকটিসও সারলেন। সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ কালো রঙের পোর্সে গাড়ি নিয়ে স্টেডিয়ামে হাজির বিরাট।

হাতে তুলনামূলক হালকা ব্যাট। প্রথমে কিছুক্ষণ ফুটবলে গা ঘামানোর পর থ্রো ডাউন নেন। সবশেষে ব্যাটিং নেটে লম্বা সময় ঘাম ঝরালেন। মিনিট ৫-১০ ফ্রন্টফুট শট ঝালিয়ে নেওয়ার পর বাকি সময় পড়ে থাকলেন ব্যাকফুট অনুশীলনেই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগেই ফাঁকফোকর মেরামতির চেষ্টা।

ডিডিসিএ-র এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, দিল্লির দলের কোচ শরণদীপ সিংকে খেলার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছেন বিরাট। সেই মাফিক মঙ্গলবার সাতসকালেই দলের সঙ্গে ফিরোজ শা কোটলা স্টেডিয়ামে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে হাজির হন বিরাট।

দিল্লি দল সূত্রের খবর, বিরাট ফিরলেও থাকছেন না ঋষভ পন্থ।

ভক্তের ভগবান। অনুশীলনের ফাঁকে এক খুদের সঙ্গে বিরাট কোহলি।

সৌরাস্ট্রের বিরুদ্ধে রাজকোটে রান পাননি। রবীন্দ্র জাদেজার স্পিন-ভেলকিতে লাইনচ্যুত ঋষভ সহ দিল্লি ব্যাটাররা। তবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মেগা ইভেন্টের কথা মাথায় রেখে বুধবার শুরু ম্যাচ থেকে 'ছুটি' উইকেটকিপার-ব্যাটারকে।

নজর অবশ্য বিরাটেই। দিল্লির হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেন ২০১২ সালে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে। প্রায় ১৩ বছর পর প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে স্বভাবতই দল, সমর্থকদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ। ডিডিসিএ-র সভাপতি অশোক শর্মা বলেছেন, 'নভদীপ সাইনি ছাড়া বিরাটের সঙ্গে ঘরোয়া কিংবা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার সুযোগ হয়নি এই দলের কারওর। বিরাটের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে বাকিদের উৎসাহ জোগাবে। ওকে দেখে প্রচুর শেখার সুযোগ পাবে বাকিরা।'

এদিকে, মেঘালয়ের বিরুদ্ধে জিততেই হবে পরিস্থিতিতে মুম্বই রনজি দলে একাধিক পরিবর্তন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের দলে থাকা ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই। মেঘালয় ম্যাচে রাখা হয়নি রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, শ্রেয়স আইয়ারদের। জম্মু ও কাশ্মীরের কাছে হারা ম্যাচে খেললেও রোহিত রান পাননি। দুই ইনিংসেই ব্যর্থ। তিন তারকা ছাড়াও শিবম দুবেকেও পাচ্ছে না তাঁরা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে ডাক পেয়েছেন শিবম।

> নভদীপ সাইনি ছাড়া বিরাটের সঙ্গে ঘরোয়া কিংবা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার সুযোগ হয়নি এই দলের কারও। বিরাটের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে বাকিদের উৎসাহ জোগাবে। ওকে দেখে প্রচুর শেখার সুযোগ পাবে বাকিরা।
>
> **অশোক শর্মা**
> ডিডিসিএ-র সভাপতি

বর্ষসেরা বুমরাহ মজে বিশ্বজয়ের আবেগে

দুবাই, ২৮ জানুয়ারি : তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে ধোঁয়াশা যেমন বাড়ছে, তেমনই তাঁর উজ্জ্বল মুকুটে একের পর এক পালক যোগ হচ্ছে।

তিনি জসপ্রীত বুমরাহ। অস্ট্রেলিয়া সফরে পাওয়া পিঠের চোটের পর তিনি কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, এখনও স্পষ্ট নয়। বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারবেন কি না, সেটাও এখনও অজানা দুনিয়ার।

তার মধ্যেই পুরস্কারের সাগরে ভাসছেন তিনি। দিনকয়েক আগেই বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার হয়েছিলেন বুমরাহ। আজ ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটে ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য ২০২৪ সালের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন টিম ইন্ডিয়ার সেরা বোলার। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি'র তরফে আজ এই খবর জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরমেন্সের জন্যই অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড, ইংল্যান্ডের জো রুট ও হ্যারি ব্রুককে হারিয়ে এই সম্মান পেলেন বুমরাহ। চোট পেয়ে ক্রিকেটের বাইরে থাকার সময়ে ধারাবাহিক পুরস্কারের বন্যায় ভেসে আপ্লুত বুমরাহ। আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে বর্ষসেরার সম্মান পাওয়ার পর বুমরাহ বলেছেন, 'আমি গর্বিত। আমি সম্মানিত। একজন তরুণ ক্রিকেটার হিসেবে ছোটবেলায় এমন পুরস্কার পাওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। সেই স্বপ্ন আজ পূরণ হল।'

আধুনিক ক্রিকেটের সেরা বোলার বুমরাহ। তাঁর বোলিং দেখে অনেকেই মুগ্ধ। বল হাতে মাঠে তিনি যেমন নিয়মিত সফল হচ্ছেন, তেমনই ক্রিকেট সমাজের যাবতীয় পুরস্কার, সম্মানও এখন তাঁর দখলে। আইসিসি'র বর্ষসেরা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর কাছে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাঁর কেরিয়ারের সেরা মুহূর্ত কোনটা। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বুমরাহ তুলে ধরেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের কথা। বুমরাহ বলেছেন, 'কুড়ির বিশ্বকাপ জয় আমার কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত সেরা মুহূর্ত, যা আমি কখনও ভুলতে পারব না। বলতে পারেন, জীবনে চলার পথে এমন অনেক পরিস্থিতি ও মুহূর্ত আসে, যা মনের অন্দরে চিরকালীন হয়ে থেকে যায়।' উল্লেখ্য, ৩১ বছরের বুমরাহ পঞ্চম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসি'র বর্ষসেরার সম্মান পেলেন। তাঁর আগে শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, রবিচন্দ্রন অশ্বীন ও বিরাট কোহলি (মোট দুইবার) এই সম্মান পেয়েছেন। ২০২৪ সালে ক্রিকেটের তিন ফরম্যাট মিলিয়ে মোট ২১টি ম্যাচ খেলেছেন বুমরাহ। তাঁর উইকেট সংখ্যা ৮৬।

২০২৪ সালে বুমরাহ

টি২০ বিশ্বকাপে ৪.১৭-এর ইকনমিতে ১৫ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা।	১৩টি টেস্টে ১৪.৯২ বোলিং গড় নিয়ে সর্বাধিক ৭১ উইকেট।	২০২৩-'২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৭৭ উইকেট। যা ডব্লিউটিসি-র একটি সংস্করণে পেসারদের মধ্যে সর্বাধিক।	বছর শেষ করেন ৯০৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে। যা ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক।

> আমি গর্বিত। আমি সম্মানিত। একজন তরুণ ক্রিকেটার হিসেবে ছোটবেলায় এমন পুরস্কার পাওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। সেই স্বপ্ন আজ পূরণ হল। -জসপ্রীত বুমরাহ

বেঙ্গালুরু এফসি-কে হারানোর পর দর্শকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন লিস্টন কোলাসো, শুভাশিস বসুরা।

মোহনবাগানে খেলা সহজ নয় : মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : সাংবাদিক সম্মেলন কক্ষে দুটি ট্রফি রাখা। ক্লাবের মিডিয়া ম্যানেজার তার সঙ্গে ছবি তোলার কথা বলতেই আপত্তি জানালেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। সম্ভবত নিজে লিগ-শিল্ড না পাওয়া অবধি কোনও ট্রফির সঙ্গে ছবি তুলে বিতর্ক তৈরি না করাই এখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আবার কুসংস্কারও হতে পারে!

পরপর দুই ম্যাচে ড্র। সমর্থকরা খানিক তো চিন্তায় পড়েই গিয়েছিলেন। কাঙ্ক্ষিত শিল্ড কি তবে হাতছাড়া হয়ে যাবে? ঘরে ফিরতেই অবশ্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফের জয়ের সরণিতে। ভারতীয় ফুটবলের এল ক্লাসিকো জিতলেও অবশ্য ম্যাচ যে খুব সহজ হয়নি, সেটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই বাগান কোচের, 'এরকমই কঠিন ম্যাচ হবে, এটা আগেই ধারণা ছিল। তবু আমরা আক্রমণাত্মক ফুটবলে জোর দিই। কিন্তু প্রথমার্ধে ওরাও সমানে সমানে টক্কর দিয়েছে। বল পজেশনও রাখতে পারছিল। ফলে ওদের কিছু সুযোগও তৈরি হয়। তবে আমরাও বেশ কিছু ভালো আক্রমণ তৈরি করতে পেরেছি।' মোলিনার সময়ে মোহনবাগানকে জমিতে বল রেখে পাসিং ফুটবল খেলতেই মূলত দেখা গিয়েছে। কিন্তু সোমবার রাতে বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে লং বলে খেলছিলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট-মনবীর সিংরা। কারণটা ব্যাখ্যা করেন মোলিনা, 'মনবীর, লিস্টন (কোলাসো), জেমিদের (ম্যাকলারেন) মাধ্যমে আমরা লং বলে খেলে বেশি জায়গা তৈরি করতে চেয়েছিলাম। তাতে কিছু সুযোগও তৈরি হয়। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা আরও আক্রমণাত্মক হয়ে যাই। কারণ ওরা সত্যিই খুব ভালো দল। দ্রুত বল নিয়ে প্রতিপক্ষ বক্সে উঠে আসে। ওদের বোঝাপড়াও ভালো। তবে আমার ডিফেন্স ভালোই সামাল দিয়েছে ওদের আক্রমণ।' বেঙ্গালুরু এফসি ও এফসি গোয়ায় গিয়ে হারের পর জামশেদপুর ও চেন্নাইয়ে ড্র। ঘরের মাঠে পয়েন্টের তালিকায় এক নম্বর দলে বাইরে গেলেই বেসামাল। মোলিনা অবশ্য এই তথ্যের সঙ্গে এক মত নন। তাঁর বক্তব্য, 'হ্যাঁ, এটা অস্বীকার করছি না যে ঘরের মাঠে সমর্থকরা দ্বাদশ ব্যক্তির কাজটা করেন। কিন্তু আমরা একমাত্র বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচ ছাড়া বাকিগুলোর কোনওটাতেই খারাপ খেলিনি। আমরা গোল করতে পারিনি হয়তো বা গোল খেয়ে গিয়েছি। কিন্তু সুযোগ আমরাই বেশি তৈরি করেছি। একমাত্র বেঙ্গালুরুর বিপক্ষেই দল খারাপ খেলেছিল।'

আরও ছয় ম্যাচ বাকি মোহনবাগানের। যার মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং ম্যাচ অ্যাওয়ে হলেও খেলা এখানেই। বাইরে গিয়ে খেলতে হবে শুধু কেরালা ব্লাস্টার্স ও মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে। ফলে ঘরের মাঠে দর্শক-সমর্থন নিয়েই মাঠে নামতে পারবেন লিস্টন-আপুইয়ারা। তবু সাবধানি মোলিনা বলছেন, 'আমাদের এখনও বেশ কিছু ম্যাচ বাকি। তাই প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। কাজ শেষ হয়নি। বিশেষত মোহনবাগানের মতো দলে সবসময় চাপ থাকে।' ম্যাচের সেরা আপুইয়া অবশ্য জানাচ্ছেন, শেষ দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করলেও তাঁদের উপর চাপ ছিল না। তিনি বলেছেন, 'দেখুন আগের দুই ম্যাচে আমরা পয়েন্ট নষ্ট করার মতো খেলিনি। আবার এই ম্যাচে আমরা নিজেদের সেরা ফুটবল খেলতে না পারলেও তিন পয়েন্ট পেলাম। এটাই ফুটবল। তাই আমরা কখনও চাপ নিইনি। খোলা মনেই খেলতে নেমেছিলাম।' লিস্টনও বলছেন, 'আমরা আত্মবিশ্বাস নিয়েই নেমেছিলাম। কারণ আমরা মরশুমের শুরু থেকে একটা লক্ষ্য নিয়েই পরিশ্রম করে যাচ্ছি।' স্টুয়ার্টের মুখেও একই কথা, 'মরশুমের শুরু থেকেই আমরা শিল্ড ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। তাই এই ম্যাচে তিন পয়েন্ট পেয়ে খুশি। কারণ এর ফলে নিজেদের লক্ষ্যের দিকে এক ধাপ এগোলাম।' তবে প্রথমার্ধে সেভাবে জ্বলে উঠতে না পারার জন্য যে বিরতিতে কোচ বেশ বকাঝকা করেন, সেকথা স্বীকার করে নেন স্টুয়ার্ট।

যশস্বী ইস্যুতে উলটো সুর রায়নার

রনজি নিয়েও রোহিতকে তোপ গাভাসকারের

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারি : বিরাট কোহলি বনাম সুনীল গাভাসকার।

আঁচ পুরোপুরি নিভে গিয়েছে বলা যাচ্ছে না। এবার কি রোহিত শর্মা বনাম সুনীল গাভাসকার? অস্ট্রেলিয়া সফরের শুরু থেকে রোহিতের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, ব্যাটিং ব্যর্থতা, নেতৃত্ব নিয়ে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন। এবার রনজি ট্রফি ম্যাচ নিয়েও রোহিতকে তোপ।

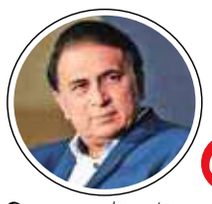

> ক্রিজে নেমেই ব্যাট ঘোরালে আউটের সম্ভাবনা বাড়বে। সিডনি টেস্ট থেকে তারই পরিণতি দেখছি। চমকদার ব্যাটিং নয়, দরকার কিছুটা ধৈর্য, মাথা খাটানোর। সিডনিতে আরও ৫০ রান হাতে থাকলে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে হারের পর সমালোচনা জারি। টপ অর্ডারের ফ্লপ শোয়ে কাঠগড়ায় রোহিতও (৩ ও ২৮ রান)। যেদিকে আঙুল তুলে সানির তোপ, রনজি ম্যাচে মন ছিল না হিটম্যানের। মূলত বোর্ডের নির্দেশিকা মেনে বার্ষিক চুক্তি বাঁচাতেই রনজিতে খেলেছেন।

গাভাসকারের মতে, মুম্বই দলের টেস্ট ব্যাটারদের আগ্রাসী ব্যাটিং স্টাইলই ডুবিয়েছে। ক্রিজে নেমেই বিগহিট, আক্রমণাত্মক শটের প্রবণতা তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে। পাটা উইকেটে এই স্ট্র্যাটেজি চলতে পারে, কিন্তু যেখানে বল নড়াচড়া করছে, সেখানে নয়। টেকনিক, ভালো বলকে সম্মান জানানো প্রয়োজন। যদিও রোহিতরা তা দেখাতে ব্যর্থ।

অজি সফরের প্রসঙ্গ টেনে সানি আরও বলেছেন, 'ক্রিজে নেমেই ব্যাট ঘোরালে আউটের সম্ভাবনা বাড়বে। সিডনি টেস্ট থেকে তারই পরিণতি দেখছি। চমকদার ব্যাটিং নয়, দরকার কিছুটা ধৈর্য, মাথা খাটানোর। সিডনিতে আরও ৫০ রান হাতে থাকলে ফল অন্যরকম হতে পারত।'

টেকনিক, স্ট্র্যাটেজিই থেমে থাকেননি গাভাসকার। রোহিতের রনজি খেলার সিদ্ধান্তের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, 'ও মন থেকে খেলতে চেয়েছে, নাকি বোর্ডের চুক্তি বাঁচানোর জন্য, জানি না। গতবছর রনজি না খেলায় চুক্তি থেকে বাদ পড়ে ঈশান কিষান, শ্রেয়স আইয়ার। সেইজন্যই কি? গত সপ্তাহের রনজি ম্যাচ খেলেনি লোকেশ রাহুল, মহম্মদ সিরাজ, বিরাট কোহলিরা। ওদের রনজি প্রত্যাবর্তন কেমন হয়, তাকিয়ে আছি।'

গাভাসকারের সমালোচনায় বিদ্ধ রোহিতকে আবার প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন সুরেশ রায়না। প্রাক্তনের দাবি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে যশস্বী জয়সওয়ালকে অন্তর্ভুক্ত করা মাস্টারস্ট্রোক। ওডিআই ফরম্যাটে এখনও অভিষেক না হওয়া যশস্বীকে দলে রাখার কৃতিত্ব নির্বাচকদের পাশাপাশি দিচ্ছেন অধিনায়ক রোহিতকে।

রায়না বলেছেন, 'যশস্বীর মধ্যে রানের খিদে অসম্ভব। ওর এই জায়গায় পৌঁছোনোর পিছনে এই খিদেটাই। এখনও ওডিআই খেলেনি। তারপরও ওকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিয়ে যাচ্ছে। কুর্নিশ নির্বাচকদের বিশেষত রোহিতের এই সিদ্ধান্তকে। অসম্ভব পরিশ্রমী। যশস্বীর চোখের মধ্যে ফুটে ওঠে তাগিদটা। দেখে সবসময় মনে হয় পুরোদস্তুর প্রস্তুত হয়েই যেন এসেছে।'

ফিট হয়ে ওপেনিংয়ে ফিরছেন সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : সমস্যা মিটল। আবার জটিলতাও বাড়ল!

চুম্বকে এই হল বাংলা দলের খতিয়ান। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে বাংলার রনজি ট্রফি ম্যাচ। অঙ্কের বিচারে এখনও নকআউটে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে বাংলার। কিন্তু সম্ভাবনা বড়ই ক্ষীণ। রয়েছে পারমুটেশন-কম্বিনেশনের জটিল অঙ্ক।

তার আগে আজ সকালের ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা দলের অনুশীলন শুরু হল। চমক হিসেবে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে বাংলার নেটে হাজির হলেন ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। আবার একই দিনে অনুশীলনে হাজির হলেও বোলিং করতে দেখা গেল না মুকেশ কুমারকে। ফিজিওর সঙ্গে নেটের ধারে অনেকটা সময় কাটালেন তিনি। জানা গিয়েছে, মুকেশের ঘাড়ে চোট রয়েছে। চোট কতটা গুরুতর এখনও স্পষ্ট নয়। তবে বাংলা দলের অন্দরের খবর সত্যি হলে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচে মুকেশের খেলার সম্ভাবনা কম। সকালে অনুশীলনের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'প্রথম একাদশ এখনও চূড়ান্ত করিনি আমরা। কাল অনুশীলনের পর সিদ্ধান্ত নেব। তবে সুখবর হল, সুদীপ ফিট। পাঞ্জাব ম্যাচে অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুদীপই ওপেন করবে।'

ঘাড়ে চোট মুকেশের

সুদীপ নিয়ে দলের আত্মবিশ্বাস থাকলেও মুকেশ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। কোচ লক্ষ্মীরতন বা বোলিং কোচ শিবশংকর পালরা মুকেশকে নিয়ে সাবধানী। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে তাঁর খেলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেউই। কিন্তু ভরসাও দেওয়া হচ্ছে না। বরং বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে বলা হচ্ছে, খেলা শুরুর আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে মুকেশের জন্য। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'মুকেশ আমাদের বোলিংয়ের বড় ভরসা। দেখা যাক কী হয় শেষ পর্যন্ত। আমরা এখনই ওকে নিয়ে আশা ছাড়ছি না।' শেষ ম্যাচে অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দলের হয়ে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার হিসেবে ওপেনার অঙ্কিতের অভিষেক হয়েছিল। অলরাউন্ডার বিশাল ভাটির পাঞ্জাব ম্যাচে অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এদিকে, শুভমান গিল, অর্শদীপ সিং, অভিষেক শর্মাদের ছাড়াই কলকাতায় পৌঁছানোর পর আজ ইডেনে চুটিয়ে অনুশীলন করল পাঞ্জাব দল।

শতরানের পর গোনগাড়ি তৃষা। মঙ্গলবার।

তৃষার নজিরে জয় ভারতের

কুয়ালা লামপুর, ২৮ জানুয়ারি : মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০ বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে ১৫০ রানে হারাল ভারত। সৌজন্যে ওপেনার গোনগাডি তৃষার অলরাউন্ড পারফরমেন্স। প্রথমে ব্যাট হাতে তিনি ৫৯ বলে ১১০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। পরে বল হাতে ৬ রানে তুলে নেন ৩ উইকেট। একই সঙ্গে মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে শতরানের নজির গড়লেন তৃষা। ম্যাচের সেরাও তিনিই।

মঙ্গলবার স্কটল্যান্ড টসে জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায়। স্কটিশদের সেই সিদ্ধান্ত শুরুতেই ভুল প্রমাণ করেন দুই ভারতীয় ওপেনার তৃষা ও জি কমলিনী (৫১)। ওপেনিং জুটিতেই তাঁরা ১৪৭ রান তোলেন। কমলিনী সাজঘরে ফিরলে সানিকা চালকেকে সঙ্গে নিয়ে তৃষা ভারতকে পৌঁছে দেন ২০৮/১ রানের বিশাল স্কোরে। এবারের প্রতিযোগিতায় এটাই সর্বাধিক দলগত স্কোর।

ব্যাট করতে নেমে স্কটল্যান্ড শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে। ফলস্বরূপ মাত্র ৫৮ রানেই তারা গুটিয়ে যায়। আয়ুষী শুক্লা ৮ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। ভারত ইতিমধ্যেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে। ৮ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত।

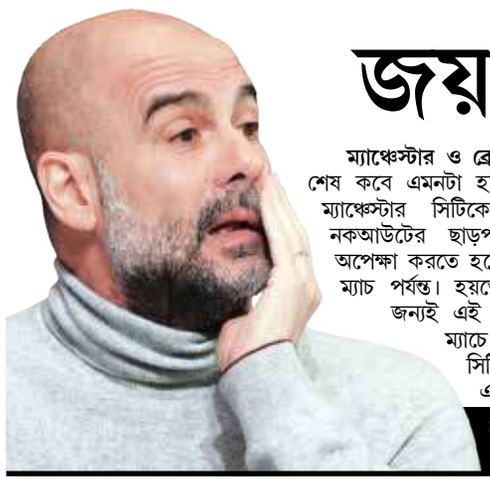

জয় ছাড়া পথ নেই ম্যাঞ্চেস্টার সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার ও ব্রেটন, ২৮ জানুয়ারি : শেষ কবে এমনটা হয়েছে বলা মুশকিল। ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নকআউটের ছাড়পত্র আদায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত। হয়তো নতুন ফরম্যাটের জন্যই এই পরিস্থিতি। তবুও ৭ ম্যাচে মাত্র দুটি জয় ম্যান সিটি নামটার সঙ্গে যে একেবারেই বেমানান।

দলের পারফরমেন্সে চিন্তায় গুয়ার্দিওলা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ পয়েন্ট টেবিলে নীল ম্যাঞ্চেস্টার রয়েছে ২৫ নম্বরে। ৭ ম্যাচে সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। শেষ ম্যাচে ক্লাব ব্রাগাকে হারালে ১১ পয়েন্ট হবে তাদের। এদিকে, পরের রাউন্ডের ছাড়পত্র পাবে ২৪টি দল। প্রথম আটটি দল সরাসরি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। ৯ থেকে ২৪-এ থাকা দলগুলিকে খেলতে হবে প্লে-অফে। সেখানে ২৪ নম্বরে থাকা স্টুটগার্ট ১০ পয়েন্টে আছে। ১৯ ও ২০-তে থাকা পিএসভি ও ক্লাব ব্রাগ ইতিমধ্যেই ১১ পয়েন্ট নিয়ে বসে আছে। ফলে যা পরিস্থিতি সরাসরি শেষ ষোলোর দৌড়ে টিকে থাকতে হলে জয় ছাড়া পথ নেই সিটিজেনদের সামনে।

এদিকে, এখনও সরাসরি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র নিশ্চিত করতে পারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। বলা হয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রিয়াল বরাবরই অন্যরকম। যদিও এবার সেই রিয়ালকে দেখা যায়নি। ২৪-এর মধ্যে থাকা নিশ্চিত করলেও একেবারেই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি কার্লো আন্সেলোত্তির দল। রাউন্ডের শেষ ম্যাচে ব্রেস্টকে হারিয়ে এখান থেকে প্রথম আটে জায়গা পাকা করে ফেলতে চাইছে মাদ্রিদ জায়েন্টরা।

এদিকে, লিভারপুল ও বার্সেলোনা আগেই প্রথম আট নিশ্চিত করেছে। আর্সেনাল ও ইন্টার মিলানেরও সরাসরি শেষ ষোলোয় খেলা কার্যত নিশ্চিত। বাকি চারটি জায়গার জন্য কম করে আরও পনেরোটি দল লড়াইয়ে রয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ, প্যারিস সাঁ জাঁ-র মতো বড় নাম। আসলে আট নম্বরে থাকা বেয়ার লেভারকুসেন আর আঠারোয় থাকা সেল্টিকের মধ্যে ব্যবধান এক পয়েন্টের। ফলে প্রথম রাউন্ডের শেষ রাতে অনেক হিসেবই ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। তাই একই দিনে একই সময় একইসঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামবে ৩৬টি দল।

আজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম লিভারপুল
বার্সেলোনা বনাম আটালান্টা
জিরোনা বনাম আর্সেনাল
ইন্টার মিলান বনাম মোনাকো
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম স্লোভান ব্রাতিস্লাভা
ব্রেস্ট বনাম রিয়াল মাদ্রিদ
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম শাখতার দোনেস্ক
বেয়ার লেভারকুসেন বনাম স্পার্টা প্রাহা
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম ক্লাব ব্রাগ
জুভেন্তাস বনাম বেনফিকা
ইয়ং বয়েজ বনাম রেড স্টার বেলগ্রেড
লিল বনাম ফেনুর্দ
অ্যাস্টন ভিলা বনাম সেল্টিক
ডায়নামো জাগ্রেব বনাম এসি মিলান
এসকে স্ট্রাম গ্রাজ বনাম আরবি লিপজিগ
আরবি সলজবার্গ বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
স্পোর্টিং লিসবন বনাম বোলোগনা
স্টুটগার্ট বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ

ম্যাচ শুরু : রাত ১.৩০ মিনিটে । সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

বরুণ ম্যাজিকের পরও হার ভারতের

৪৩৬ দিন বাদে প্রত্যাবর্তনে উইকেটহীন সামি

ইংল্যান্ড-১৭১/৯
ভারত-১৪৫/৯

পাঁচ উইকেট নেওয়ার উল্লাস বরুণ চক্রবর্তীর (বাঁয়ে)। ৪০ রানের ইনিংস খেললেও ভারতকে জেতাতে পারলেন না হার্দিক পান্ডিয়া। মঙ্গলবার রাজকোটে।

রাজকোট, ২৮ জানুয়ারি : ৪৩৬ দিনের লম্বা প্রতীক্ষার অবসান।

ভারতীয় জার্সিতে প্রত্যাবর্তন মহম্মদ সামির। ইডেন গার্ডেন্সে ক্রিকেটপ্রেমীরা মুখিয়ে ছিলেন স্বাগত জানাতে। তৈরি ছিল চেন্নাইও। অবশেষে রাজকোটে বল হাতে সামি। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালের পর প্রথমবার।

অর্শদীপ সিংকে বিশ্রাম দিয়ে সামির প্রবেশ। বাকি দল এক। চেন্নাইয়ে হারলেও দল অপরিবর্তিত ইংল্যান্ডের। বদলায়নি টস ভাগ্যও। সিরিজে তৃতীয়বার কয়েন যুদ্ধে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত ভারতের।

শুরুতেই নতুন বলে সামি। রাজকোটে রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের স্ক্রিপ্ট যদিও মেলেনি। পিচ তুলনায় সহজ। সঙ্গে হাঁটু নিয়ে বাড়তি সতর্কতার প্রতিফলনে নির্বিষ বোলিং-৩ ওভারে ২৫ রান দিয়ে উইকেটহীন। আরও কিছুটা সময় লাগবে, পরিষ্কার।

রান বিলোলেন রবি বিষ্ণোইরাও। সতীর্থদের ব্যর্থতা অবশ্য প্রায় একার হাতে ঢেকে দিয়েছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। কিন্তু ২৪ রানে ৫ শিকারের পরও ট্র্যাজিক নায়ক হয়েই ফিরতে হল রহস্য স্পিনারকে। স্বপ্নের দ্বিতীয় স্পেলে ৮৩/১ থেকে ১২৭/৮ করে দেন ইংল্যান্ডকে। বরুণের যে প্রচেষ্টার পরও ভারতীয় ক্রিকেটের 'লর্ডস' (প্রেসবক্স লর্ডসের মতো) রাজকোটে থ্রি লায়ন্সের জয়-হুংকার।

শেষদিকে ঝড় তুলে ইংল্যান্ডকে ১৭১/৯-এ পৌঁছে দেন লিয়াম লিভিংস্টোন (৪৩)। শেষপর্যন্ত যা ব্যবধান গড়ে দেয়। ১৭১ রানের পুঁজি নিয়ে ভারতীয় ব্যাটারদের হাত খোলার জায়গা দেয়নি বাটলারের বোলাররা।

ইডেন গার্ডেন্সে উতরে দিয়েছিলেন অভিষেক শর্মা। গত ম্যাচে তিলক ভার্মা। আজ ফিনিংশিং লাইন পার করে দেওয়ার মতো কাউকে পাওয়া যায়নি। হার্দিক পান্ডিয়া (৪০) শেষদিকে চেষ্টা চালিয়েও বৈতরণি পার করতে পারেননি।

নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে আদিল রশিদ (৪-০-১৫-১), জেমি ওভারটনদের (২৩/৩) সংঘবদ্ধ বোলিংয়ের সামনে খেই হারিয়ে ফেলে ভারত। তৃতীয় ওভারেই ভুলের পুনরাবৃত্তিতে আর্চারের শর্ট বলের শিকার সঞ্জু স্যামসন (৩)। অভিষেক (১৪ বলে ২৪) মার্ক উডদের গতি দারুণভাবে ব্যবহার করলেও ইনিংস লম্বা করতে ব্যর্থ।

ভুলের পুনরাবৃত্তি সূর্যেরও। শেষবার এই মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শতরান রয়েছে। এদিন আর্চারকে ছক্কা হাঁকিয়ে শুরু করেও দ্রুত অস্তে সূর্য (১৪)। আবারও প্রিয় ফ্লিক শট খেলতে গিয়ে উইকেট উপহার। অধিনায়ক হিসেবে ১৩ ম্যাচে মাত্র দুটি হাফ সেঞ্চুরি, মোটেই স্কাই-সুলভ নয়। ৪৮/৩। চাপটা সামলাতে পারেননি বাকিরা।

গত কয়েক ম্যাচে রক্ষণে তালাচাবি লাগিয়ে দেওয়া তিলকের (১৮) উইকেট ভেঙে দেন রশিদ। যার সঙ্গে ইতি অপরাজিত থেকে ৩৩৬ রানের স্বপ্নের দৌড়ে। ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে দলে একঝাঁক অলরাউন্ডার, যদিও ক্রমশ মন্থর হয়ে আসা পিচে যার লাভ মেলেনি অক্ষর প্যাটেল (১৫), ওয়াশিংটন সুন্দরদের (৬) ব্যর্থতায়। ফলস্বরূপ ১৪৬/৯ স্কোরে থমকে যায় ভারত। ২৬ রানে ভারত-বধে সিরিজ বাঁচিয়ে রাখল ইংল্যান্ড। টানা দশ ম্যাচ জয়ের পর আটকাল সূর্য ব্রিগেডের বিজয়রথও।

অথচ, টসে জিতে ভারত বোলিং নেওয়ার পর থেকে সূর্যদের মুখে হাসিটা ক্রমশ চওড়া হচ্ছিল বরুণের রহস্য স্পিনে। ফিল সল্টকে (৫) অফকাটারে হার্দিক পান্ডিয়া বোকা বানানোর পর বাইশ গজে বরুণের স্পিন-চক্রব্যূহ। বেন ডাকেট-জস বাটলারের (৪৫ বলে ৭৬ রানের জুটি) দাপট সরিয়ে দলকে ম্যাচে ফেরান।

ডাকেট এদিন শুরু থেকেই চার-ছক্কার বন্যা বইয়ে দেন। এক সময় ৭ বলের ঝোড়ো স্পেলে ৫টি চার ও ১টি ছক্কা হাঁকান। ২৬ বলে দ্বিতীয় টি২০ হাফ সেঞ্চুরি করেন ডাকেট (৫১)। যা থামান অক্ষর।

৮৩/১, তখনও ১১ ওভারের বেশি বাকি। এখান থেকে বরুণের হাত ধরে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট বদল। ২৪ রানে ৫ শিকারে ৮৩/১ থেকে ইংল্যান্ডকে রাতারাতি ১২৮/৭ করে দেন! বাটলারকে (২৪) দিয়ে শুরু। রিভার্স সুইপ ব্যাটের কানা ছুঁয়ে সঞ্জুর গ্লাভসে জমা পড়ে। সঞ্জুর দাবিতেই মূলত রিভিউ নিয়ে উইকেট প্রাপ্তি।

বরুণের শিকার জেমি স্মিথ (৬), ওভারটন (০), ব্রাইডন কার্স (৩), জোফ্রা আর্চারও (০)। হ্যাটট্রিকের সুযোগ হাতছাড়া হলেও কেরিয়ারের দ্বিতীয় ৫ উইকেট প্রাপ্তি বরুণের।

কয়েকদিন আগে রাজকোটে রবীন্দ্র জাদেজার স্পিন-ভেলকিতে উড়ে গিয়েছিল ঋষভ পন্থের দিল্লি। জাদেজার ঘরের মাঠে বরুণের স্পিন-ম্যাজিক। যার সামনে সিরিজে (এখনও পর্যন্ত ১০ উইকেট নিয়েছেন বরুণ) তৃতীয়বার ইংরেজ ব্যাটারদের অসহায় আত্মসমর্পণ।

রবি শাস্ত্রীরা আঙুল তুললেন স্পিনের বিরুদ্ধে ইংরেজ ব্যাটারদের পরিকল্পনা এবং টেকনিকের দিকেও। সহ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক (৮) তো বুঝতেই পারছেন না স্পিন কীভাবে খেলবেন!

১২৭/৮ থেকে রং বদলে দেওয়া লিভিংস্টোন-স্পেশাল। নাহলে ১৭২-র বদলে ভারতের টার্গেট দেড়শোর মধ্যে থাকত। হয়তো ব্যর্থ হত না বরুণ (৫/২৪), হার্দিকদের (২ উইকেট ও ৪০ রান) প্রচেষ্টা।

ট্রেনের মেঝেতে বসেই উত্তরাখণ্ড যেতে হল বাংলার খেলোয়াড়দের। এই ছবি ভাইরাল হতেই প্রশ্ন উঠেছে বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার ভূমিকা নিয়ে।

অব্যবস্থার শিকার বাংলার খেলোয়াড়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : প্রায় ৩৬ ঘণ্টার যাত্রাপথ। ৩৬ জন খেলোয়াড়। আর সংরক্ষিত টিকিটের সংখ্যা মাত্র ৬। ন্যাশনাল গেমসে অংশ নিতে উত্তরাখণ্ড যাওয়ার পথে এমনই ভোগান্তির শিকার বাংলার খো খো দল। সমস্যায় বাংলার মহিলা ফুটবল ও সাঁতার দলও।

গত শনিবার রাতের দিকে উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশে রওনা দেয় বাংলার খো খো, সাঁতার ও মহিলা ফুটবল দল। সোমবার বেলার দিকে তারা পৌঁছোয়। মাঝে এই প্রায় ৩৬ ঘণ্টার যাত্রাপথে চূড়ান্ত অব্যবস্থার মুখে পড়তে হয়েছে তাদের। খো খো দলের ৩৬ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জনের টিকিট নিশ্চিত হয়। বাকিরা ট্রেনের মেঝেতে বসেই বেশিরভাগ পথটা যান। যদিও পরের দিকে আরও বেশ কিছু আসন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল বলে খবর।

এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে বাংলার খো খো, সাঁতার ও ফুটবল নিয়ামক সংস্থার ভূমিকা নিয়ে। রেহাই পাচ্ছেন না বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার কর্তারাও। জাতীয় গেমসে খেলতে যাওয়ার আগে বাংলার অ্যাথলিটদের গালভরা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। মিলেছে চাকরির আশ্বাস। তবুও কেন তাঁদের এই পরিস্থিতিতে পড়তে হল? অ্যাথলিটদের পারফরমেন্সে এর প্রভাব পড়বে না তো? সেই প্রশ্নও উঠছে। বিওএ-র এক কর্তা বলেছেন, 'এক মাস আগেই টিকিট কাটা হয়েছিল। কুম্ভমেলার জন্য সব টিকিট পাওয়া যায়নি।' একই সঙ্গে এর দায় শুধুমাত্র যে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নয় সেই দাবিও করা হয়েছে।

আল হিলাল সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে এই ছবি পোস্ট করলেন নেইমার। মঙ্গলবার।

স্যান্টোসে ফিরছেন নেইমার

রিয়াধ, ২৮ জানুয়ারি : ১৮ মাসের জার্নি শেষ। ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি ছিন্ন করেছে আল হিলাল। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে এই ঘোষণা করেছে সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটি। ফুটবলপ্রেমীদের মনে প্রশ্ন উঠেছে, এবার কোথায় খেলবেন ব্রাজিলিয়ান মহাতারকা? ব্রাজিল সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, নেইমার তাঁর পুরোনো ক্লাব স্যান্টোসে ফিরতে চলেছেন। আগামী বিশ্বকাপের আগে নিজেকে তৈরি করতে ছোটবেলার ক্লাবে খেলতে চান তিনি। কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো আনুষ্ঠানিক চুক্তিও করে ফেলবেন তিনি।

২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে প্যারিস সাঁ জাঁ থেকে ৭৭ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে আল হিলালে যোগ দেন নেইমার। তবে, গত দেড় বছরের বেশিরভাগ সময় চোটের জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। মাত্র ৭টি ম্যাচে আল হিলালের হয়ে মাঠে নেমেছেন তিনি। তাই অনেক আগেই ব্রাজিলিয়ান তারকার প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছিল আল হিলালের। চোটের জন্য ব্রাজিল দল থেকেও বাদ পড়েছেন নেইমার।

এদিকে, নেইমারকে নিতে আগ্রহী ইন্টার মায়ামিও। ব্রাজিলিয়ান তারকা মায়ামিতে যোগ দিলে ২০১৭ সালের পর আবার মেসি-নেইমার-সুয়ারেজ জুটিকে মাঠে দেখা যাবে। তবে মায়ামি ছাড়াও মেজর সকার লিগের আরও একটি ক্লাব শিকাগো ফায়ারও নেইমারকে দলে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

জয় অব্যাহত লাল-হলুদের

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার মহিলাদের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে সেতু এফসি-কে ৩-০ গোলে হারাল তারা। লাল-হলুদের হয়ে গোলগুলি করেন সান্ধিয়া রঙ্গনাথন, মাউরিন আচিয়েং ও সৌম্যা গুগুলথ। এই জয়ের সুবাদে টানা চার ম্যাচ জিতে লিগ শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল।

ফুরফুরে মেজাজ সবুজ-মেরুনে

আজ যুব ডার্বিতেও চাপে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে ফুরফুরে মেজাজ। ইস্টবেঙ্গলের ছবিটা একেবারেই উলটো। ডেভেলপমেন্ট লিগে বড় ম্যাচের আগেও নিঃসন্দেহে চাপে লাল-হলুদ।

এবার কলকাতা লিগ ছাড়া মোহনবাগানের বিরুদ্ধে একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। যদিও সেই একমাত্র জয়টা বিনো জর্জের প্রশিক্ষণেই। বুধবার দুপুরে নৈহাটি স্টেডিয়ামে ডেভেলপমেন্ট লিগের আঞ্চলিক বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে সবুজ-মেরুন ও লাল-হলুদ। এবারও ডাগআউটে হেডকোচের ভূমিকায় সেই বিনো। সেটাই যা ভরসা দিচ্ছে লাল-হলুদ সমর্থকদের। এর বাইরে লিগে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে মূলপর্বে খেলা ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করে ফেলেছে ডেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান। সেখানে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের ভবিষ্যৎ ঝুলে রয়েছে। তাদের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। পিছিয়ে নেই ডায়মন্ড হারবার, ওড়িশা এফসিও। বুধবার তাদেরও ম্যাচ রয়েছে। সেখানে মহমেডান, ওড়িশা বা ডায়মন্ডের মধ্যে যে কোনও দুটো দল পুরো পয়েন্ট পেলেই চাপ বাড়বে লাল-হলুদের। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জয় ছাড়া পথ থাকবে না বিনোর ইস্টবেঙ্গলের সামনে। উলটোদিকে সুবিধাজনক জায়গায় থাকলেও সতর্ক বাগান কোচ ডেগি। বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল শেষ ম্যাচ হারলেও এটা ডার্বি। আমরা কখনোই নিশ্চিন্তে থাকতে পারি না। আমাদের জন্য প্রতিটা ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ।' তবে সমর্থকদের কাছে ম্যাচটার গুরুত্বর কথা মেনে নিয়েছেন তিনি।

বিজয় ট্রফিতে হার বাঘা যতীন, অগ্রগামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : অগ্রগামী সংঘের বিজয় ভৌমিক, তাপস চক্রবর্তী ও সন্ধ্যা পাল ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় মঙ্গলবার আয়োজকরা ৭ রানে ঝাড়খণ্ডের অরুণোদয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। দিল্লি পাবলিক স্কুলের মাঠে টসে জিতে অরুণোদয় ৩৬.৪ ওভারে ২১১ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা রণজয় কুমার ৬৭ ও আদর্শ কুমার ৬০ রান করে। সায়ন সাহা ৪৬ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে সাহিল রাজা (৩২/২)। জবাবে অগ্রগামী ৩৯.৪ ওভারে ২০৪ রানে গুটিয়ে যায়। রাজদীপ সাহা ১০০ রান করে। সংগ্রাম কুমার ৩২ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট।

অন্য ম্যাচে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ৮ উইকেটে সিএবি একাদশের বিরুদ্ধে হেরেছে। বসুন্ধরা মাঠে টসে হেরে বাঘা যতীন ৩১.১ ওভারে ১৪৬ রানে অল আউট হয়। আকাশ তরফদার ৯৭ রান করে। ম্যাচের সেরা উৎসব শুক্লা ৩৮ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করে তিয়াস দাস (৫৭/৪)। জবাবে সিএবি ২৪.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়। রাহিল ঘরাই ৫২ ও রাজবীর রায় ৪৪ রান করে। আকাশ ৩৮ রানে নেয় ২ উইকেট। বৃহস্পতিবার বসুন্ধরা মাঠে বাঘা যতীনের বিরুদ্ধে খেলবে অরুণোদয়।

ম্যাচের সেরা সামিয়াজিৎ বসু।

সামিয়াজিতের শতরান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে

উত্তরের খেলা

মঙ্গলবার স্বস্তিকা যুবক সংঘ ৪ উইকেটে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে ফ্রেন্ডস ৬ উইকেটে ২৭১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সামিয়াজিৎ বসু ১০৩ রান করেন। জয়দীপ পালের অবদান ৫৮। রনি মিত্র ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন বিবেক পাল (৩০/২)। জবাবে স্বস্তিকা ৩৯.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ২৭২ রান তুলে নেয়। বিবেক ৫৪ ও রনি ৫০ রান করেন। জয়দীপ পাল ৪২ রানে নেন ২ উইকেট। বুধবার খেলবে নবোদয় সংঘ ও এনআরআই।

বড় ম্যাচ হচ্ছে যুবভারতীতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : সব টালবাহানার অবসান। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ হচ্ছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই। কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল ডার্বি সরতে পারে ভিনরাজ্যে। তবে সেটা শেষপর্যন্ত হচ্ছে না।

ম্যাচ আয়োজনের খরচ কমানোর জন্য স্টেডিয়াম ভাড়ায় ছাড় দেওয়ার অনুরোধ করে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছিল মহমেডান। তবে রাজ্য সরকার কোনও রকম ছাড় দিতে নারাজ। এই প্রসঙ্গে মহমেডান সচিব ইশতিয়াক আহমেদ রাজু বলেছেন, 'আমরা প্রশাসনকে অনুরোধ করেছিলাম ম্যাচ আয়োজনের জন্য কিছু ছাড় দিতে। কিন্তু প্রশাসন রাজি হয়নি। বিকল্প ভেনু হিসেবে গুয়াহাটি বা জামশেদপুরে ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে সমর্থকদের কথা ভেবে ওই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমরা শেষপর্যন্ত কিশোর ভারতীতে ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেখানেও প্রশাসনের অনুমতি মেলেনি। তাই শেষপর্যন্ত যুবভারতীতেই ম্যাচ আয়োজন করা হচ্ছে।'

ইতিমধ্যে ম্যাচ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন ক্লাবকর্তারা। টিকিট বিক্রি দুই-একদিনের মধ্যে শুরু হবে।

এদিকে, মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন মহমেডানের নতুন বিদেশি মার্ক আন্দ্রে শমারবাক।

মুম্বই সিটি এফসি-কে হারাতে পাসিং ফুটবলে জোর দিচ্ছেন অস্কার ব্রুজোঁ।

প্রস্তুতিতে চোট হিজাজির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি : একটা সমস্যা কাটিয়ে উঠতেই হাজির হচ্ছে আরও একটা সমস্যা। এটাই এখন পরিস্থিতি ইস্টবেঙ্গল শিবিরের। মঙ্গলবার ফের নতুন করে অস্কার ব্রুজোঁর চিন্তা বাড়াল হিজাজি মাহেরের চোট। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে লাল-হলুদের অনুশীলন তখন মিনিট ত্রিশেক গড়িয়েছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সাজঘরে ফিরলেন হিজাজি। জানা গেল ডান পায়ের হাঁটুতে চোট পেয়েছেন। চোট এতটাই গুরুতর ঠিকভাবে হাঁটতে পারছেন না। তাঁকে মাঠ থেকে বের করতে গাড়ি ঢোকাতে হল একেবারে সাজঘরের সামনে পর্যন্ত। বুধবার তাঁর পায়ের স্ক্যান হবে। স্বাভাবিকভাবেই মুম্বই উড়ে যাওয়ার আগে অস্কারের চিন্তা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

মঙ্গলবারও অনুপস্থিত ক্লেইটন

এমনিতেই একাধিক ফুটবলার এখনও চোটের কবলে। কার্ড সমস্যায় মুম্বই ম্যাচে নেই জিকসন সিং। তারওপর টানা দুইদিন অনুশীলনে ক্লেইটন সিলভার অনুপস্থিতি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে শিবিরে। টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে মুম্বই ম্যাচে ক্লেইটন খেলবেন বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও সূত্রের খবর তাঁর কুঁচকিতে চোট রয়েছে। কবে মাঠে ফিরবেন তাও অনিশ্চিত। কেরালা ম্যাচের আগেও পিঠের ব্যথায় কাবু ছিলেন ক্লেইটন। ফলে সেটাই আবার সমস্যা তৈরি করেছে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপ অনূর্ধ্ব-১৯ আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের 'এ' দল, শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুল, দুন হেরিটেজ স্কুল ও জিডি গোয়েঙ্কা স্কুল। সোমবার উদ্বোধনী ম্যাচে টেকনোর 'এ' দল ৭ উইকেটে বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুলকে হারিয়েছে। এসআইটি-র মাঠে প্রথমে বিড়লা ৭ উইকেটে ১৫০ রান তোলে। জবাবে টেকনো ৩ উইকেটে ১৫৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা টেকনোর আদিত্যকুমার সিং।

পরে বয়েজ ২৪৫ রানে টেকনোর 'বি' দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে বয়েজ ৩ উইকেটে ৩০২ রান তোলে। জবাবে টেকনো 'বি' ১০.২ ওভারে ৫৭ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা বয়েজের শুভঙ্কর পুরকায়স্থ।

মঙ্গলবার দুন হেরিটেজ ৪ উইকেটে এইচবি বিদ্যাপীঠকে হারিয়েছে। প্রথমে এইচবি ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৮ রান তোলে। জবাবে দুন ১৩.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দুনের আরমান হোসেন ৪০ রান করে।

অন্য ম্যাচে গোয়েঙ্কা ২২ রানে মোদি পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে গোয়েঙ্কা ৮ উইকেটে ১২৯ রান তোলে। জবাবে মোদি পাবলিক স্কুল ৫ উইকেটে ১০৭ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা ফারহান আলি ৩৭ রান করে। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে টেকনোর 'এ' দল ও বয়েজ।

ট্রফি হাতে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স জুটি। ছবি : খোকন সাহা

চ্যাম্পিয়ন সমীর-প্রবীর

বাগডোগরা, ২৮ জানুয়ারি : জেমস স্পোর্টিং ক্লাবের অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হল সমীর হালদার-প্রবীর জোয়ারদার। ফাইনালে তাঁরা ৪২৪ পয়েন্টে উৎপল ঘোষ-পারিজাত ধরকে হারিয়েছেন। তৃতীয় হয়েছেন সুজয় জোয়ারদার-গৌতম ঘোষ। স্থান নির্ধারণী ম্যাচে তারা ২৩০ পয়েন্টে চম্পক দাস-বাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জয় পান।

দলবদল শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ভলিবল লিগের জন্য দুইদিনের দলবদল মঙ্গলবার শেষ হল। তিনদিনের ভলিবল লিগ ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের ভলিবল মাঠে আটটি দল অংশ নেবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় পূর্তি - কে 30.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 76E 58725 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে কোটিপতি হবো এটা আমি কোনোদিন কল্পনা করিনি কারণ এটি সবার সাথে ঘটে না। কিন্তু ডিয়ার লটারি আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে কোটিপতি তৈরি করেছে এবং আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পথ দেখাচ্ছে। এই সুন্দর প্রক্রিয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।